বাংলা-ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াস

ড. হাফেজ মাওলানা এ বি এম হিজবুল্লাহ

প্রাপ্তিস্থান

১ **বাইতুশ শাকূর জামে মসজিদ**
দক্ষিণ পশ্চিম শেওড়া পাড়া
মিরপুর, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯১৪০৩৮০

২ **আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ**
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

৩ **আহসান পাবলিকেশন**
✸ কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (নীচ তলা),
ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৬৭০৬৮৬
মোবাইল ঃ ০১৭-৩৭১১৭১

✸ ৩৮/৩, বাংলাবাজার (নীচতলা)
ঢাকা-১১০০। ফোন ঃ ৭১২৫৬৬০
মোবাইল ঃ ০১৭-৯৩৭৪৮০

✸ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট,
ঢাকা-১২১৭। মোবাইল ঃ ০১৭-৭৩৪৯০৮

৪ **কাঁটাবন বুক কর্ণার**
কাঁটাবন মসজিদ মেইন গেইট
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৬৬০৪৫২

৫ **নলেজ বুক কর্ণার**
কাঁটাবন মসজিদ মেইন গেইট
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০
মোবাইল ঃ ০১৭-৫৮৩৪৩১

৬ **হক লাইব্রেরী**
১৮নং আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান
বাইতুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৭১৫৬৩

www.nagorikpathagar.org

লেখক পরিচিতি

ড. হাফেজ মাওলানা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ হিজবুল্লাহ একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক ও সুবক্তা। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া)-এর আল-কুরআন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তিনি ১৯৮৭ সালে মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল কুরআন ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে 'মাজিস্তের' ডিগ্রী লাভ করেন এবং ২০০০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কুরআনের তাফসির সাহিত্যের উপর পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

তিনি ১৯৫৬ সালে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানাধীন মির্জানগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কুরআন পাক হিফস শেষে ঢাকার বিখ্যাত জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্রাসার কিতাব বিভাগে ১৯৭০ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৭১ হতে ১৯৭৬ পর্যন্ত কওমী বিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চিটাগাং হতে দাওরায়ে হাদীস কৃতিত্বের সাথে শেষ করেন 'ফদিলত' ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৮ এর ডিসেম্বর উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে সৌদী বৃত্তি লাভ করে মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৮২ সালে 'লিসান্স' ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৭ সাল একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে তাফসীর বিষয়ে 'মাজিস্তের' ডিগ্রী অর্জন করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণী লাভ করেন।

মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ১৯৮৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বাংলাদেশের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল কুরআন বিভাগে ভিজিটিং প্রভাষক হিসাবে প্রেষণে যোগদান করেন। ১৯৮৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর ভিজিটিং সহকারী অধ্যাপক ও ১৯৯৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর নিয়মিত শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ২০০১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে পদন্নোতি পেয়ে কৃতিত্বের সাথে তিনি অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করছেন।

ড. হাফেজ এ বি এম হিজবুল্লাহ রচিত 'কাদিয়ানীদের স্বরূপ' অনুবাদ গ্রন্থটি ইতোমধ্যেই বেশ সাড়া জাগিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে 'দুরূসুন ফী ইলমিত তাজওয়ীদ' নামে আরবীতে তিনি একটি চমৎকার মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ছাড়াও দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে তিনি দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত লেখে আসছেন। ধর্মের প্রকৃত আদর্শ প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্যে তিনি আজীবন কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন। সেই আদর্শকে সামনে রেখে তিনি রচনা করেছেন এই গ্রন্থটি। গ্রন্থটি লিখে তিনি ইসলামের জন্য একটি মহান দায়িত্ব পালন করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াস

ড. হাফেজ মাওলানা এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ
সহযোগী অধ্যাপক
আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

www.nagorikpathagar.org

বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াস
ড. হাফেজ মাওলানা আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ হিজবুল্লাহ

প্রকাশকঃ

ড. হাফেজ মাওলানা এ, বি, এম, হিজবুল্লাহ
সহযোগী অধ্যাপক, আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ
৪৫৩, শেওড়া পাড়া, মিরপুর, ঢাকা - ১২১৬
টেলিঃ ৯১৪০৩৮০

সর্বস্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

১ম মুদ্রণ ঃ শাবান ১৪২৩ হিজরী, আশ্বিন ১৪০৯ বাংলা, অক্টোবর ২০০২ইংরেজী

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ লেখক

প্রচ্ছদ ঃ মাওলানা রুহুল আমীন
এস, এন, কম্পিউটার
২৮/এ টয়েনবী সার্কুলার রোড
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

মুদ্রণঃ দিপালী প্রেস
২৮/এ/৩ টয়েনবী সার্কুলার রোড
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০, ফোনঃ ৯৫৫৩৫২২

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা

Bangla Engrezi uchcharone Quraan bikritir apoproyash by Dr Hafez A.B.M. Hezbullah and published by writer. 453, Shewra Para, Mirpur, Dhaka-1216 in October 2002. Fixt Price : 40.00 Taka only. US$ 2.00

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

দেশ বরেণ্য উলামায়ে কিরামের অভিমত	৬
আলিম কুল শিরোমণি শাইখুল হাদীস আল্লামা উবায়দুল হক	৬
হাদিয়ে মিল্লাত আল্লামা আহমদ শফী	৭
মুফতিয়ে আযম মাওলানা আহমাদুল হক	৯
আলিমে রাব্বানী শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক	১০
ফকীহে মিল্লাত মুফতী মাওলানা আব্দুর রহমান	১১
ইসলামী সাংবাদিকতার নির্ভিক সেনানী মাওলানা মুহিউদ্দীন খান	১২
কুরআনের অকুতোভয় মুফাসসির অধ্যক্ষ মাওলানা সাইয়েদ কামালুদ্দীন জাফরী	১৩
কুরআনের আপোষহীন কণ্ঠ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এম পি	১৪
নূরানী পদ্ধতির উদ্ভাবক মাওলানা কারী বেলায়েত হোসাইন	১৫
মাওলানা সাইয়েদ আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবেরী আল মাদানী	১৬
পেশ কালাম	১৭
কুরআন ও হাদীসের আলোকে তিলাওয়াতে কালামে পাক	২৩
সহীহ ও বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ফরয হওয়ার দলিল, কুরআনিক দলিল	২৪
হাদীসের দলিল	২৫
সাহাবাগণের আমল হতে দলিল	২৬
কুরআন লিখন পদ্ধতি ও ইলমুত তাজওয়ীদ,	২৭
অনারবী ভাষা ও বর্ণে কুরআন লিখনের সূচনা	২৭
বাংলা ও ইংরেজীসহ অনারবী বর্ণে কুরআন লেখার পক্ষে সম্ভাব্য দলিল-যুক্তি ও তার পর্যালোচনা	২৯
কুরআনিক দলিল, হাদীসের দলিল	৩০
সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন পদক্ষেপ হতে দলিল	৩১
যুক্তিনির্ভর দলিল	৩২
পর্যালোচনা	৩৩
বাংলা ইংরেজী তথা অনারবী বর্ণে কেন কুরআন লেখা যাবে না	৪২
অনারবী বর্ণে কুরআন লেখার সমস্যা, প্রতিবর্ণায়ন সমস্যা	৪৩
বাংলা ও ইংরেজী প্রতিবর্ণায়ন সমস্যা	৪৪
হারাকাত বা স্বর চিহ্নের প্রায়োগিক সমস্যা,	৫২
নুকতা ও হারাকাত প্রসঙ্গে প্রাথমিক কথা	৫২
নুকতা ও হারাকাত ব্যবহার প্রসঙ্গে উলামায়ে কিরামের মতামত	৫৩
বাংলা ও ইংরেজী স্বর চিহ্ন সমস্যা	৫৬
ইলমুত তাজওয়ীদের প্রায়োগিক সমস্যা। ইলমুত তাজওয়ীদ কি ও কেন?	৫৯

www.nagorikpathagar.org

ইলমুত তাজওয়ীদ জানার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৬০
বাংলা বর্ণে লিখিত কুরআনে উপেক্ষিত ইলমুত তাজওয়ীদ ৬০
উচ্চারণ বিভ্রাট ও জটিলতা ৬১
নূন সাকিন ও তানওয়ীনের প্রয়োগ জটিলতা ৬১
হরূফে মাদ্দ ও লীন প্রয়োগ জটিলতা ৬৩
তাহ্‌রীফুল কুরআন বা কুরআন বিকৃতির বিভিন্ন রূপ ৬৫
উচ্চারণ বিভ্রাট ও বর্ণিক বিকৃতি ৬৫
অর্থ বিকৃতি ৬৭
স্বর চিহ্ন কেন্দ্রিক বিকৃতি ৬৯
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ৭০
তিলাওয়াতে থামা ও আরম্ভ করার জটিলতা ও বিকৃতি ৭৪
বর্ণ ও শব্দ সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি ও বিকৃতি ৭৬
শব্দ কেন্দ্রিক বিকৃতি, এক শব্দের বর্ণ অন্য শব্দে ব্যবহার ৭৮
ক্রিয়াপদ বিকৃতি, বচন বিকৃতি ৭৯
কুরআনিক শব্দে বিভক্তি, বর্ণ নির্ণয় জটিলতা ৮০
কুরআনে লিখিত অনুচ্চারিত বর্ণের বিলুপ্তি ৮১
অনারবী বর্ণে কুরআন লেখার হুকুম সম্পর্কে বিভিন্ন ইসলামী সংস্থা ও বিশিষ্ট আলেমগণের মতামত ৮২
দারুল উলূম দেওবন্দের মাজলিসে ইলমী (একাডেমী কাউন্সিল)এর ফাতওয়া ৮২
আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাতওয়া ৮৩
সৌদী আরবের গবেষণা ও ইফতা পরিষদের সিদ্ধান্ত ৮৩
১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত মাক্কা ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনের প্রস্তাবনা ৮৬
জালালুদ্দীন সুয়ূতী ৮৭
হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ৮৮
মুফতী মুহাম্মাদ শফী ৮৯
মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানী, মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গূহী ৯০
মুফতী সাইয়েদ আবদুর রাহীম ৯২
শাইখ মুহাম্মাদ রাশীদ রিদা ৯৫
বাংলাদেশী উলামায়ে কিরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতামত ১০০
কুরআন লিখন পদ্ধতি ১০১
কুরআনের সাথে উসমানী লিখন পদ্ধতির সম্পর্ক ১০৩
উসমানী লিখন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও সুফল ১০৫
উসমানী লিখন পদ্ধতি ব্যবহার না করার বিপদ ও কুফল ১০৯
উসমানী লিখন পদ্ধতি গ্রহণ-বর্জনের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত ১০৯

www.nagorikpathagar.org

উসমানী লিখন পদ্ধতি ওয়াজিব হওয়ার দলিল ১১০
যারা উসমানী লিখন পদ্ধতি ওয়াজিব নয় মনে করেন তাদের দলিল ১১২
পর্যালোচনা ১১৬
রাবেতা আলমে ইসলামীর ইসলামী ফিকহ্ পরিষদের সিদ্ধান্ত ১২৪
উস্মানী লিখন পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে কুরআন লেখা সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক উলামায়ে কিরামের মতামত ১২৬
ইমাম মালেক ১২৬
ইমাম আহ্মাদ, ইমাম বাইহাকী ১২৭
ইবনে তাইমিয়্যা ১২৮
রাশীদ রিদা ১২৯
শাইখ মাহমূদ আবূ দাকীকাহ, জাদুল হক আলী জাদুল হক ১৩০
ড. সুবহী সালেহ্, মান্নাউল কাত্তান, মুহাম্মাদ গাযালী ১৩১
আবদুল হাই লাখনভী, আবদূল আযীম যারকানী ১৩১
ড. ইবরাহীম আবু সিক্কীন, আলী তানতাওয়ী ১৩২
লিখন ও উচ্চারণ বিকৃতি ১৩৪
একমাত্র আরবী বর্ণেই কুরআন লেখা বাধ্যতামূলক ১৩৪
কুরআনিক দলিল ১৩৫
হাদীসের দলিল ১৩৭
সাহাবাগণের আমল হতে দলিল। যুক্তিনির্ভর দলিল ১৩৮
বিভিন্ন স্তরের ভাইবোনদের প্রতি লেখকের করুণ আবেদন ১৩৯
মুহতারাম আলিম, খাতীব ও মাসজিদের ইমামগণের প্রতি ১৩৯
সম্মানিত লেখক, শিক্ষিত ও দ্বীনপ্রিয় ভাইবোনদের প্রতি ১৪০
প্রকাশক ও বিক্রেতাগণের প্রতি ১৪০
সরকারের প্রতি ১৪১
গ্রন্থপঞ্জী ১৪২

4 মুহতারাম আব্বাজান ও আসাতিযায়ে কিরামসহ কুরআন তথা দ্বীনের অনুসারী সকল ভাইবোনদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত।

4 দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির জন্য যারা কুরআনের খিদমাতে নিয়োজিত তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

www.nagorikpathagar.org

জাতীয় মাসজিদ বাইতুল মুকাররামের মুহতারাম খাতীব সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলিমকুল শিরোমণি শাইখুল হাদীস আল্লামা উবায়দুল হক সাহেবের

অভিমত

نحمده و نصلى على رسوله الكريم، أما بعد:

ড. হাফেজ মাওলানা আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ হিজবুল্লাহ্ প্রণীত "বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াস" বইটি দেখে আনন্দিত হয়েছি।

আরবী হরফ ছাড়া অন্য কোন ভাষায় ও বর্ণে কুরআন লেখা যায় না। কারণ, অন্য ভাষায় আরবী সব হরফের প্রতিবর্ণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া কুরআন লেখার ক্ষেত্রে সর্বজন স্বীকৃত ইজমা অনুযায়ী উসমানী লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করাও সম্ভব নয়। ফলে অন্য ভাষায় কুরআন লেখা হলে অবশ্যই কুরআনে বিভিন্ন ধরনের বিকৃতি হবে যেগুলো ড. হাফেজ হিজবুল্লাহ সুন্দরভাবে বইটিতে তুলে ধরেছেন। আর কুরআনে যে কোন ধরনের বিকৃতি সর্বসম্মতভাবে হারাম।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য বর্তমান যুগে বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন লেখার প্রবণতা অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। প্রকাশকগণ একের পর এক বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন প্রকাশ করে চলেছে। মুসিবতের কথা হলো, তারা এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম জানারও চেষ্টা করছেন না, মানা তো পরের কথা। আর সাধারণ মুসলমানগণও বাংলা ও ইংরেজীতে কুরআন পড়তে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে যা কখনো কাম্য নয়। এমতাবস্থায় সকল স্তরের মুসলমানকে এ সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। ড. হাফেজ হিজবুল্লাহ বইটি রচনা করে সে দায়িত্ব পালন করেছেন। আমার জানামতে এ ধরনের বই এটিই প্রথম।

দোয়া করি আল্লাহ বইটিকে কবুল করুন এবং লেখকের জন্য নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আল্লাহ চাহে তো সকল মুসলমান ভাই-বোন বইটি পড়ে অবশ্যই উপকৃত হবেন।

উবায়দুল হক ১০.১০.০২

(উবায়দুল হক)

খাতীব, বাইতুল মুকাররাম জাতীয় মাসজিদ

ঢাকা, বাংলাদেশ

www.nagorikpathagar.org

ঐতিহাসিক ইসলামী ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠান কাওমী বিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত চট্টগ্রামের দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার সম্মানিত মহা পরিচালক আল্লামা আহমদ শফী সাহেবের

অভিমত

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيد المرسلين، و علـــى آلــه و أصحابه أجمعين، أما بعد :

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ পাক তাঁর কালাম কুরআনুল কারীম আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন আমাদের প্রিয় ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী লেখকগণের মাধ্যমে আরবী হরফে তা লিপিবদ্ধ করিয়ে সংরক্ষণ করেছেন। পরবর্তীতে হযরত আবূ বাকার এবং সর্বশেষ হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা গ্রন্থাকারে কুরআনুল কারীম সংকলন করেন। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর তত্ত্বাবধানে হযরত যাইদ ইবনে ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআনুল কারীম সংকলনে যে লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করেন পরে তা আর-রাসমুল উসমানী বা উসমানী লিখন পদ্ধতি নামে পরিচিতি লাভ করে। সকল সাহাবায়ে কিরাম এ পদ্ধতিকে অনুমোদন করায় তা সর্বসম্মত ইজমার মর্যাদা লাভ করে। অতএব সাহাবায়ে কিরামের প্রতিষ্ঠিত ইজমা অনুযায়ী কুরআন লিখনে উসমানী লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করা ওয়াজিব। কোন অবস্থাতেই তা লংঘন করা যাবে না।

দু:খজনক হলেও সত্য যে, বেশ কিছুদিন থেকে আমাদের দেশে বাংলা উচ্চারণে কুরআন প্রকাশ করা হচ্ছে। ইদানিং ইংরেজী উচ্চারণেও কুরআন লিখন শুরু হয়েছে। বাংলা ইংরেজীসহ অনারবী ভাষায় সকল আরবী হরফের প্রতিবর্ণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া এসব ভাষায় উসমানী লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করা একেবারেই অসম্ভব। তাই অন্য ভাষার উচ্চারণে কুরআন লেখা কুরআনের তাহরীফ বা বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। বর্ণিক বিকৃতির কারণে অর্থ বিকৃতি হতে বাধ্য। অতএব কুরআনের অর্থ বিকৃতি যেমন হারাম তেমনিভাবে লিখন বিকৃতিও হারাম।

হাটহাজারী মাদ্রাসার কৃতী ছাত্র ড. হাফেয আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ হিজবুল্লাহ "বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াস" বইটি রচনা করে কুরআনুল কারীমের এক মহান খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন। বইটিতে তিনি চুলচেরা বিশ্লেষণ ও

www.nagorikpathagar.org

উলামায়ে কিরামের মতামতের সমাবেশ ঘটিয়ে বাংলা ইংরেজীসহ অনারবী বর্ণে ও উচ্চারণে কুরআন লেখা অকাট্যভাবে হারাম প্রমাণ করেছেন। এজন্য আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

পাঠক ভাইবোনেরা বইটি পড়ে উপকৃত হবেন। জানতে পারবেন কেন বাংলা ইংরেজীসহ অন্য ভাষায় কুরআন লেখা যাবে না। পড়া যাবে না। কেন এসব ভাষায় ও উচ্চারণে লিখিত কুরআনকে কুরআন বলা যাবে না।

তাই আসুন, মূল আরবীতেই কুরআন শিখি ও তিলাওয়াত করি। আল্লাহ খুশী হবেন ও বরকত দেবেন। প্রকাশক ও লেখক ভায়েরা বাংলা ও ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন লেখার জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করুন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল। আল্লাহ বইটিকে কবুল করুন এবং লেখকের জন্য নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন।

(আহমদ শফী)
মহা পরিচালক
দারুল উলূম হাটহাজারী মাদ্রাসা
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

www.nagorikpathagar.org

ঐতিহাসিক ইসলামী ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠান কাওমী বিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত চট্টগ্রামের দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার মুহতারাম মুফতিয়ে আযম হযরত **মাওলানা আহমাদুল হক** সাহেবের

অভিমত

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

কুরআনুল কারীম আল্লাহর কালাম। এর সার্বিক হিফাযাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আল্লাহ পাক স্বয়ং নিজে। তাই নুযূলে কুরআনের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কুরআনে পাক মাহফূয আছে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত থাকবে। এ পর্যন্ত এর কোন বিকৃতি হয়নি, এবং হবেও না।

উচ্চারণ, শব্দ ও অর্থের সমষ্টিই হলো কুরআন । তাই কুরআনে কোন রকম তাহরীফ বা বিকৃতি জায়েয নয়। কুরআনের যেমন অর্থ বিকৃতি বা অপব্যাখ্যা হারাম তেমনিভাবে কুরআনের শাব্দিক ও উচ্চারণিক বিকৃতিও হারাম।

বাংলা ইংরেজীসহ অনারবী বর্ণে ও উচ্চারণে কুরআন লেখা হলে এসব খারাবী বা কুফল সৃষ্টি হতে বাধ্য। এর দ্বারা একদিকে যেমন উচ্চারণ বিকৃতি ঘটবে, অপরদিকে বর্ণিক ও শাব্দিক বিকৃতিও হবে অবশ্যম্ভাবি যা নিশ্চিতভাবে অর্থ বিকৃতি ঘটাবে। তাছাড়া অনারবী বর্ণে উসমানী লিখন পদ্ধতির অনুসরণ হবে কিভাবে? অথচ কুরআন লিখনে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উসমানী লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করা ওয়াজিব।

আমাদের প্রিয় ছাত্র ড. হাফেজ আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ হিজবুল্লাহ "বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াস" বইটি লিখে কুরআনের এক মহান খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন। বইটিতে তিনি প্রমাণসহ দেখিয়ে দিয়েছেন বাংলা ইংরেজীসহ অনারবী বর্ণে ও উচ্চারণে কুরআন লেখা হলে কিভাবে কুরআন বিকৃতি হয়। পাশাপাশি প্রাচীন ও আধুনিক উলামায়ে কিরামের মতামত তুলে ধরেছেন। প্রমাণ করেছেন অনারবী বর্ণে ও উচ্চারণে কুরআন লেখা যাবে না। আমরা তার সাথে একমত।

মুসলমান ভাইবোনদের নিকট আরয, বইটি পড়ুন। আপনার অনেক প্রশ্নের সমাধান পেয়ে যাবেন। আসুন, মূল আরবীতেই কুরআন তিলাওয়াত করি। আল্লাহ বরকত দেবেন। প্রকাশক ও লেখক ভায়েরা বাংলা ও ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন লেখা ও প্রকাশের জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করুন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল। আল্লাহ বইটিকে কবুল করুন এবং লেখকের জন্য নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন।

العبد الضعيف أحمد الحق عفا الله عنه

۲۹/۸/۱۴ (আহমাদুল হক)

দারুল উলূম হাটহাজারী মাদ্রাসা

চট্টগাম, বংলাদেশ

www.nagorikpathagar.org

জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসার সম্মানিত রেক্টর সর্বজন শ্রদ্ধেয় শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেবের

অভিমত

نحمده و نصلى على رسوله الكريم، أما بعد:

আমার স্নেহাস্পদ ড. হাফেজ মাওলানা আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ হিজবুল্লাহ প্রণীত "বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াস" বইটি দেখে অত্যন্ত খুশী হয়েছি।

আমরা এ কথা জানি যে, কুরআনে যে কোন ধরনের বিকৃতি সর্বসম্মতভাবে হারাম। সেটা অর্থেই হোক অথবা শব্দে; হরফে হোক অথবা অর্থ বিকৃতিকারী উচ্চারণে। আর আরবী হরফ ছাড়া অন্য যে কোন ভাষায় কুরআন লেখা হলে অবশ্যই কুরআনে এ ধরনের বিকৃতি হতে বাধ্য। ড. হাফেজ হিজবুল্লাহ সুন্দর ভাবে বইটিতে সে কথাটিই প্রমাণ করেছেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের বিকৃতির চিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আরবী হরফ ছাড়া অন্য কোন ভাষায় ও বর্ণে কুরআন লেখা যায় না। সম্ভবও নয়।

কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশে প্রকাশকগণ একের পর এক বাংলা উচ্চারণে কুরআন প্রকাশ করে চলেছে। সম্প্রতি ইংরেজী উচ্চারণেও কুরআন লেখার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এটা সমর্থন করা যায় না। কিন্তু কেন? ড. হাফেজ এ, বি, এম, হিজবুল্লাহ "বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াস" বইটিতে বিস্তারিতভাবে এর উত্তর ও কারণসমূহ বর্ণনা করেছেন । এর মাধ্যমে তিনি কুরআনের এক মহান খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ চাহে তো পাঠকবর্গ বইটি পড়ে অবশ্যই উপকৃত হবেন। দোয়া করি আল্লাহ বইটিকে কবুল করুন এবং লেখকের জন্য নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন।

আজিজুল হক
১৫/১০/১০ ই

(শাইখুল হাদীস আল্লামা আযীযুল হক)
রেক্টর
জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ

www.nagorikpathagar.org

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী ফিকাহবীদ, ইসলামিক রিচার্স সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা - এর মহাপরিচালক মুহতারাম **মুফতী মাওলানা আব্দুর রহমান** সাহেবের

অভিমত

نحمده و نصلى على رسوله الكريم، أما بعد:

কুরআনুল কারীম আল্লাহর কালাম। আল্লাহ পাক স্বয়ং নিজে এর সার্বিক হিফাযাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাই হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কুরআনে পাক মাহফূয আছে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত থাকবে।

কুরআন বলতে যেমন শব্দ ও অর্থকে বুঝায়, তেমনিভাবে উচ্চারণও কুরআনের অন্তর্ভুক্ত। তাই কুরআনে যে কোন ধরনের বিকৃতি না জায়েয ও হারাম। অতএব অর্থ, শব্দ, বর্ণ ও লিখন পদ্ধতিতে কোনরকম তাহরীফ ও বিকৃতি বৈধ বা জায়েয নয়। অন্য কোন ভাষার উচ্চারণে ও বর্ণে কুরআন লেখা হলে এ ধরনের বিকৃতি হতে বাধ্য। কিভাবে তা হয় ড. হাফেজ আবুল বারাকাত মুহাম্মদ হিজবুল্লাহ "বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াস" বইটিতে সেগুলো চমৎকারভাবে পেশ করেছেন। বইটিতে তিনি প্রমাণ করেছেন, যেহেতু কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে, এবং আরবী ভাষাই কুরআনের একমাত্র ভাষা, তাই কুরআন একমাত্র আরবী ভাষা ও হরফে এবং সর্ববম্মত স্বীকৃত উসমানী লিখন পদ্ধতিতেই লিখত হবে। অন্য কোনভাষায় ও পদ্ধতিতে তা লেখা যাবে না।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে বাংলা ও ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন শরীফ মুদ্রিত হয়ে তা বাজারে ছেয়ে যাচ্ছে। যত্রতত্র কুরআনের বিকৃত উচ্চারণ লেখা হচ্ছে। আশঙ্কাজনকভাবে তা বেড়েই চলেছে। এমতাবস্থায় ড. হাফেজ মাওলানা এ, বি, এম, হিজবুল্লাহ বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করে মুসলিম মিল্লাতের এক বিরাট উপকার করেছেন। দোয়া করি আল্লাহ তার এ আমল কবুল করুন এবং পাঠক ভাইবোনদেরকে বইটি পড়ে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন।

(মুফতী মাওলানা আবদুর রহমান)
মহা পরিচালক
ইসলামিক রিচার্স সেন্টার
বসুন্ধরা, ঢাকা, বাংলাদেশ
২৭-৭-১৪২৩ হিঃ

www.nagorikpathagar.org

প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, রাবেতা আল আলম আল ইসলামীর সম্মানিত সদস্য, সুসাহিত্যিক ও গবেষক, ইসলামী সাংবাদিকতার নির্ভিক সেনানী, বহুল প্রচারিত মাসিক মদীনা সম্পাদক মুহতারাম মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের

অভিমত

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

জিবরীল আমীনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আল্লাহ পাক তাঁর কালাম কুরআনুল কারীম আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন। আর তার হিফাযাতের দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন মহান রাব্বুল আলামীন স্বয়ং নিজেই। তাই কুরআন সবসময় সব ধরনের বিকৃতি থেকে মাহফুয ছিল, আছে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত থাকবে।

শব্দ, অর্থ ও উচ্চারণের সমষ্টি হলো কুরআন। আর কুরআনে যে কোন ধরনের অপব্যাখ্যা, শাব্দিক, বর্ণিক ও উচ্চারণিক বিকৃতি সর্বসম্মতভাবে হারাম। আরবী হরফ এবং সর্বসম্মত ইজমা অনুযায়ী উসমানী লিখন পদ্ধতি ছাড়া অন্য যে কোন ভাষায় ও পদ্ধতিতে কুরআন লেখা হলে অবশ্যই সেখানে এ ধরনের বিকৃতি হতে বাধ্য।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশে বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন লেখার প্রবণতা সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়েছে। একদিকে প্রকাশকরা একের পর এক বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন প্রকাশ করে চলেছে। অন্যদিকে লেখকরাও তাদের লেখালেখিতে হরদম বাংলা উচ্চারণে কুরআনের আয়াত লেখে চলেছেন। এটা সমর্থন করা যায় না। কিন্তু কেন? উত্তর পেতে হলে পড়ুন ড. হাফেজ মাওলানা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ হিজবুল্লাহ প্রণীত "বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াস" বইটি। জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে এ ধরনের একটি গবেষণাধর্মী বইয়ের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। ইতিপূর্বে বিক্ষিপ্ত আকারে বিভিন্ন সময় বিষয়টি আলোচিত হলেও এ ধরনের কোন বই প্রকাশিত হয়নি। আমার জানামতে এ বিষয়ে এটিই প্রথম বই।

বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে কুরআন মুদ্রণের জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় অথবা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে উলামায়ে কিরামের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করছি এবং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আরবী ছাড়া অন্য যে কোন ভাষার উচ্চারণে ও বর্ণে পুরো অথবা আংশিক কুরআন মুদ্রণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার জোর দাবি জানাচ্ছি।

প্রিয় পাঠকবর্গ বইটি পড়ে নিশ্চিত উপকৃত হবেন। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি। আল্লাহ বইটিকে সকলের জন্য কবুল করুন। আমীন

(মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)
সম্পাদক, মাসিক মদীনা

২.১০.০২

www.nagorikpathagar.org

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর শরীয়া বোর্ডের সম্মানিত সদস্য সচিব, জামেয়া কাসেমিয়া নরসিংদীর অধ্যক্ষ মুহতারাম মাওলানা সাইয়েদ কামালুদ্দীন জাফরীর

অভিমত

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و أصحابه و من والاه، و بعد:

সম্প্রতি বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে শুরু হয়েছে কুরআন লিখন। নিজের অজান্তেই হোক অথবা অবচেতনভাবে কুরআনের মহান খিদমাত মনে করে কিছু প্রকাশক বাংলা উচ্চারণে কুরআন প্রকাশ করে চলেছে। তার সাথে নতুন মাত্রায় যোগ হয়েছে ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন প্রকাশের আরো এক ফিৎনা। বিভিন্ন লেখিয়েগণও তাদের লেখালেখিতে বাংলা ইংরেজী বর্ণে কুরআনের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। জানিনা তারা কি কখনো ভেবে দেখেছেন, এটা কি আদৌ সম্ভব? এ প্রসঙ্গে শরীয়তের হুকুম কি?

আরবী ভাষা ও হরফ ছাড়া অন্য কোন ভাষায়, উচ্চারণে ও বর্ণে কুরআনের প্রতিবর্ণায়ন যে সম্ভব নয় তারা নিশ্চয় এটা স্বীকার করবেন নির্দ্বিধায়। এতে করে যে কুরআনের শাব্দিক, বর্ণিক ও উচ্চারণিক বিকৃতি হতে বাধ্য তা যে কেউ চোখ বুঁজে বলে দিতে পারবেন। তাছাড়া উচ্চারণিক বিকৃতির কারণে অর্থ বিকৃতি যে নিশ্চিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই তো সকল উলামায়ে কিরাম এভাবে কুরআন লিখনকে হারাম বলেছেন।

ড. হাফেজ মাওলানা আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ হিজবুল্লাহ প্রণীত "বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াস" বইটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। চমৎকার উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন যে আরবী ভাষা ও হরফ ছাড়া অন্য কোন ভাষা ও বর্ণে কুরআন লেখা যাবে না। কারণ, তাতে সৃষ্টি হবে নানান জটিলতা ও বিভ্রাট যা কুরআনের মৌলিকত্বে আঘাত হানে।

প্রকাশকগণকে এ জাতীয় কাজ হতে বিরত থাকার আহবান জানাই। সরাসরি আরবীর মাধ্যমে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের জন্য সাধারণ মুসলিম ভাইবোনদের অনুরোধ করছি। প্রসঙ্গতঃ ত্রুটিপূর্ণ কুরআন প্রকাশনা রোধে বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরামের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে ও আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কুরআন মুদ্রণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জনপ্রিয় চারদলীয় জোট সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নিকট জোর সুপারিশ করছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হক মেনে নেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

২৫.৭.০২

(মাওলানা সাইয়েদ কামালুদ্দীন জাফরী)
অধ্যক্ষ, জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদ্রাসা
সদস্য সচিব, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

www.nagorikpathagar.org

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন, ইসলামী আন্দোলনের অকুতোভয় নির্ভিক সিপাহসালার, কুরআনের আপোষহীন কণ্ঠ হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এম পি সাহেবের

অভিমত

কুরআনুল কারীম আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন তাঁর প্রিয় নবী মুহম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আরবী ভাষায়। উদ্দেশ্য, বিশুদ্ধ উচ্চারণে সহীহ তিলাওয়াতের সাথে মানবজাতিকে হিদায়াতের মাধ্যমে আল্লাহর যমীনে কুরআনের রাজ কায়েম করা। আর তার নির্দেশও দিয়েছেন আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে।

তাই সহীহ তিলাওয়াতের কোন বিকল্প নেই। বিকৃত উচ্চারণে কুরআনের অর্থ বিকৃত হতে বাধ্য। শুধু অর্থ বিকৃতিই নয় কুরআনে সব ধরনের বিকৃতি উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হারাম ও প্রত্যাখ্যাত। এমন কি হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর তত্ত্বাবধানে সংকলিত কুরআন লিখন পদ্ধতিরও ব্যতিক্রম গ্রহণযোগ্য নয়। আর এ পদ্ধতির অনুসরণ একমাত্র আরবী হরফেই সম্ভব। অন্য কোন ভাষা ও বর্ণে নয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে প্রকাশকগণ উচ্চারণিক, শাব্দিক ও বর্ণিক বিকৃতি ও ভুলে ভরা বাংলা ও পরবর্তীতে ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন প্রকাশ করছে। অন্যদিকে লেখকরাও তাদের লেখালেখিতে প্রতিনিয়তঃ বাংলা উচ্চারণে কুরআনের আয়াত লেখে চলেছেন। এটা সমর্থনযোগ্য নয়। এটা কুরআনের সাথে বেআদবির শামিল। এর পরিণতি যে কি হতে পারে প্রকাশক ও লেখকরা তা একটুও ভেবে দেখছেন না। মনে রাখা দরকার যে, এতে কুরআনের তো কোন ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হবে তাদের যারা এভাবে বিকৃত কুরআন ছাপিয়ে ও লেখে প্রকাশ করছেন। এমতাবস্থায় সকল স্তরের মুসলমানকে এ সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

ড. হাফেজ মাওলানা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ হিজবুল্লাহ সে প্রয়োজনে "বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াস" বইটি রচনা করেছেন । আমার জানামতে এ বিষয়ে এটিই প্রথম বই। তিনি প্রমাণ করেছেন আরবী ভাষা ও হরফ ছাড়া অন্য কোন ভাষা, উচ্চারণে ও বর্ণে কুরআন লেখা যাবে না। উলামায়ে কিরামগণের মতে তা হবে কুরআন বিকৃতির নামান্তর।

আমি এ ধরনের কার্যকলাপ হতে সকলকে বিরত থাকার অনুরোধ করছি। বিকৃত কুরআন প্রকাশ রোধে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছি। আল্লাহ বইটিকে কবুল করুন ও আমাদেরকে সকল বিকৃতি হতে হিফাযাত করুন। আমীন।

(মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী)
25.07.02

www.nagorikpathagar.org

কুরআনী শিক্ষায় বিপ্লব সৃষ্টিকারী নূরানী পদ্ধতির উদ্ভাবক হযরত
মাওলানা কারী বেলায়েত হোসাইন সাহেবের

অভিমত

আল্লাহ পাক নিজেই তাঁর কালামে কুরআনে পাকের তিলাওয়াত সহজ করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু কিছু প্রকাশক কেন জানি বাংলা ও পরবর্তীতে ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন প্রকাশ করে চলেছে। তারা মনে করেছে না জানি এর মাধ্যমে কুরআনের কত বড় খিদমাত হবে এবং সাধারণ মানুষ সহজে কুরআন পড়তে পারবে। বিশ্বের অগণিত অসংখ্য ভাষার মানুষ কি একই নিয়মে কুরআন তিলাওয়াত করছে না? এটা কি কুরআন তিলাওয়াত সহজ হওয়ার অকাট্য প্রমাণ নয়? আল্লাহ পাক যেখানে নিজেই তিলাওয়াত সহজ করে দেয়ার কথা বলেছেন সেখানে বান্দা নতুন করে কি সহজ করবেন তা বোধগম্য নয়। বরঞ্চ এতে করে যে কুরআন তিলওয়াত আরো জটিল হয়ে পড়েছে তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

হায় আফসোস, তারা কি জানেন না বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ও বর্ণমালায় আরবী হরফের সব প্রতিবর্ণ পাওয়া যায় না? নিশ্চয় তারা তা জানেন। তারপরও যে কেন তারা বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন প্রকাশ করছেন তা বুঝে আসে না। তারা কি একটুও ভেবে দেখেন না এর কুফল কি হবে? এর দ্বারা সাধারণ মানুষ প্রতারিত হয়ে মূল আরবীতে কুরআন শেখা ও তিলাওয়াত করা ভুলে যাবে। বিশুদ্ধ তিলাওয়াতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। পরিণামে তাদের নামায বাতিল হবে। সাওয়াব প্রাপ্তির পরিবর্তে গুণাহের ভাগি হবে। এমতাবস্থায় সকল স্তরের মুসলমানকে এ সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। আমার একান্ত প্রিয়ভাজন ড. হাফেজ মাওলানা হিজবুল্লাহ সে প্রয়োজনে "বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াস" বইটি রচনা করে এক মহান দায়িত্ব পালন করেছেন।

সকল মুসলমান ভাই-বোন বইটি পড়ে অবশ্যই উপকৃত হবেন। দেখতে পাবেন বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন লেখায় কিভাবে কুরআনের বিকৃতি হচ্ছে। দোয়া করি আল্লাহ পাক বইটিকে কবুল করুন এবং সবাইকে ভুল তিলওয়াত থেকে হিফাযাত করুন। বইটিকে আল্লাহ পাক লেখকের জন্য নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন।

০২/১০/০২

(মাওলানা কারী বেলায়েত হোসাইন)
প্রবর্তক, নূরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা

www.nagorikpathagar.org

চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লা শাহী জামে মাসজিদের খাতীব হযরত মাওলানা সাইয়েদ আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবেরী আল মাদানী সাহেবের

অভিমত

نحمده و نصلي على رسوله الكريم، أما بعد:

ড. হাফেজ আবুল বারাকাত মুহাম্মদ হিজবুল্লাহ প্রণীত "বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াস" বইটি দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে রয়েছে আমার বহুদিনের আত্মিক সম্পর্ক।

জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে তিনি যে মহান কাজটি সম্পাদন করেছেন তা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। দেরিতে হলেও তাঁর হাতে এ কাজটি বাস্তবায়িত হওয়ায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

অনারবী ভাষায় ও বর্ণে কুরআন লিখন সম্পর্কে শরীয়তের যথাযথ জ্ঞান না থাকায় কিছু প্রকাশক কর্তৃক প্রথমে বাংলা ও পরবর্তীতে ইংরেজী উচ্চারণে তথাকথিত কুরআনে বাজার ছেয়ে গেছে। এর কুফল যে কত মারাত্মক তা তারা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিকৃতি ও ভুলে ভরা এসব তথাকথিত কুরআন ক্রয় করে ও তিলাওয়াত (?) করে সাধারণ ও নিরীহ মুসলমান হচ্ছেন প্রতারিত। তারা একটুও ভেবে দেখলেন না অনারবী ভাষায় লিখিত কুরআন সহীহ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা কি সম্ভব? অথচ আরবী অনেকগুলো হরফের কোন প্রতিবর্ণ অন্য ভাষায় ও বর্ণমালায় পাওয়াই যায় না। এ অমার্জনীয় অপরাধের তারা কি জওয়াব দেবেন?

আল্লাহর লাখো শুকরিয়া যে ড. হাফেজ হিজবুল্লাহ এ বিষয় কলম ধরেছেন এবং চমৎকার একখানা বই জাতিকে উপহার দিয়েছেন। বইটিতে তিনি এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় কুরআন লেখা যাবে না। দেশ-বিদেশের প্রাচীন ও আধুনিক উলামায়ে কিরামের মতামত হলো অনারবী উচ্চারণে কুরআন লেখা হারাম।

অতএব আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি এবং সরকারের নিকট দাবি করছি কুরআনুল কারীম মুদ্রণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের সমন্বয়ে একটি কমিটি করা হোক যারা যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর একমাত্র আরবী হরফেই কুরআন মুদ্রণের অনুমতি দেবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথ চলার তাওফীক দান করুন।

২৮/০১/০২

(মাওলানা সাইয়েদ আনোয়ার হোসাইন তাহের
জাবেরী আল মাদানী)
খাতীব
শাহী জামে মাসজিদ, আন্দর কিল্লাহ, চট্টগ্রাম

www.nagorikpathagar.org

بسم الله الرحمن الرحيم

পেশ কালাম

কুরআনুল কারীম আল্লাহর কালাম। আরবী ভাষায় ও বর্ণে আল্লাহ্ পাক মানুষের হিদায়াতের জন্য নাযিল করেছেন এ কালাম। এর পঠনপাঠন করে দিয়েছেন সহজ। কুরআনে তিনি ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

অর্থঃ (আল্লাহর কসম)[১] অবশ্যই আমরা নিশ্চিতভাবে কুরআনকে (তিলাওয়াত ও বোঝার জন্য) সহজ করে দিয়েছি। অতঃপর আছে কি কেউ চিন্তাশীল বা উপদেশ গ্রহণকারী?[২] সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রুতিমধুর ও আকর্ষণীয় করে সব ভাষার মানুষের উপযোগী করে জিব্রীল আমীনের মাধ্যমে প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রয়োজনানুসারে দীর্ঘ তেইশ বছরে নাযিল করা হয়েছে এ মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এর সার্বিক হিফাযাতের দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন স্বয়ং রাব্বুল আলামীন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ)[৩]

অর্থঃ 'এবং অবশ্যই আমি এর হিফাযাত কারী'। তাই কখনও এর বিকৃতি ঘটেনি। না অর্থ বিকৃতিকারী উচ্চারণে না বচনে বাচনে। না পঠনে পাঠনে। আর না অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে, আর কুরআন থেকে হিদায়াত প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও নয়। এবং কিয়ামত পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে এর কোনই বিকৃতি ঘটবে না।

কিন্তু তাই বলে কুরআন বিকৃতির চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। হয়েছে নানাভাবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীরা অনেকদিন থেকেই গবেষণার মাধ্যমে কুরআনকে ঘিরে পরিকল্পিতভাবে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। অব্যাহতভাবে চেষ্টা করে চলেছে এটা প্রমাণ করার জন্য যে, কুরআন কোন আসমানী কিতাব নয়। তাদের দাবি

---

[১] অর্থটি আল ফুতূহাতুল ইলাহিয়্যাহ, খ৪, প২৪৪ ও তাফসীরে রূহুল মাআনী খ২৭ প৮৪ অবলম্বনে গৃহীত। তাঁদের দৃষ্টিতে বাক্যটি কসমের অর্থবোধক।

[২] সূরা কামারঃ ১৭, ২২, ৩২, ৪০

[৩] সূরা হিজরঃ ৯

www.nagorikpathagar.org

অনুযায়ী কুরআন হল মুহাম্মাদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রচিত এক গ্রন্থ মাত্র। আল্লাহর পানাহ। এ নিয়ে প্রণীত হয়েছে অগণিত বই পুস্তক। তাতে তারা সফল হয়নি হবেও না কোনদিন।

কিন্তু এর পাশাপাশি বিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছে কুরআন বিকৃতির নতুন এক ফিৎনা। আর সেটা উচ্চারণ কেন্দ্রিক। তা হল বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় প্রতিবর্ণায়িত কুরআন শরীফ। বাংলাদেশে বাংলা উচ্চারণে কুরআন তারই একটি অংশ মাত্র। ইদানীং কালে 'ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন' এর সাথে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বক্ষমান বইটি কুরআন বিকৃতির এ অপপ্রয়াস সম্পর্কে বাংলা ভাষাভাষী ঈমানদার ভাইবোনদের সচেতন করার মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদেশ্যে রচিত হয়েছে। কখন এবং কিভাবে এর সূচনা হয় সে এক ইতিহাস। সংক্ষিপ্ত আকারে তা নিম্নরূপঃ

কতদিন আগের কথা মনে নেই। সত্তরের শেষ অথবা আশির দশকের প্রথম দিকের কথা। ঘটনা মাদীনা শরীফের। কার যেন তিলাওয়াত শুনলাম। মনে হল, এ তো তিলাওয়াত নয়, তিলাওয়াত নামের কুরআন পাঠের এক চরম বিকৃতি। পাঠক তার তিলাওয়াতে ছিলেন আন্তরিক সন্দেহ নেই। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম বাংলা উচ্চারণে কুরআন তিনি তিলাওয়াত করছেন।

শুনে মনের কোণায় কোথায় যেন একটু খোঁচা লাগলো। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। হাহাকার করে উঠলো অন্তর। এটা কি সম্ভব? বিক্ষিপ্তভাবে ভাবতে লাগলাম। এখানে ওখানে এক আধটু খোঁজ খবর নিতে লাগলাম। শাইখদেরকেও প্রশ্ন করতাম। উত্তর তারা নেতিবাচকই দিতেন। কিন্তু তাতেও মনটা কেন জানি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হচ্ছিলনা। পাচ্ছিলামনা কোন সমাধান। ভাবখানা এই, মুখের কথায় বল্লেই তো হলনা। চাই এর পক্ষে যথেষ্ট দলিল ও অকাট্য প্রমাণ। হুট করে আর কথায় কথায় 'না জায়েয' আর 'হারাম' বলাটা সাংঘাতিক ব্যাপার। তাই খুব একটা উচ্চবাচ্চ না করে চুপচাপ থাকলাম।

এর মধ্য দিয়ে গড়িয়ে গেল অনেকগুলো বছর। ফিরে এলাম দেশে। কিন্তু মনের সেই খোঁচা থেকে থেকে আরো খোঁচা দিতে লাগলো। এদিকে বাজার বাংলা উচ্চারণের কুরআন শরীফে ছেয়ে যেতে থাকলো। পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পেল বহুগুণে। দ্বীন সম্পর্কে জানা, কুরআন তিলাওয়াত ও বুঝার ক্ষেত্রে মুসলমানদের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সত্যিই আশাব্যঞ্জক। কিন্তু সবাই ঝুঁকছে বাংলা উচ্চারণে কুরআনের দিকে। কারো কোন খেয়াল নেই এতে কুরআন তিলাওয়াতের হক আদায় হচ্ছে তো? তিক্ত হলেও সত্য এতে যেমন কিছু উলামায়ে (?) কিরাম

www.nagorikpathagar.org

অংশগ্রহণ জনগণকে করল বিভ্রান্ত তেমনিভাবে একের পর এক প্রকাশকগণ বাংলা উচ্চারণে কুরআন মুদ্রণের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল।

শুরু হল আমাদের দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন (মুসলিম ও অমুসলিম) দেশে কুরআনের খিদমাত প্রচার প্রসার ও কুরআন তিলাওয়াত সহজীকরণের খোঁড়া অজুহাতে স্থানীয় ভাষা ও বর্ণে কুরআন লিখন। শুধু তাই নয় বিভিন্ন প্রকাশকগণ নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী তথাকথিত কুরআনের প্রতিবর্ণায়ন করে তাদের ভাষায় 'বাংলা উচ্চারণসহ' কুরআন প্রকাশ করে বাজারজাত করতে লাগল। এখানেই থেমে নেই এই প্রক্রিয়া। বরঞ্চ উচ্চারণের নামে কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াসে এগিয়ে এল কোন কোন ব্যাংক। তাদের পৃষ্ঠপোষকাতায় প্রকাশিত হতে লাগল 'বাংলা ও ইংরেজী উচ্চারণসহ' 'বাংলা ও ইংরেজী কুরআন শরীফ'। দুঃখজনক ও অবাক করা ব্যাপার হল - আগেই যেমনটি বলেছি - এর সাথে জড়িয়ে পড়লেন কিছু উলামায়ে (?) কিরাম। তারা যেমন নিজেরা প্রতিবর্ণায়নে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন তেমনি আবার উচ্চারণ বিশুদ্ধ হওয়ার সার্টিফিকেটও প্রদান করেছেন। অথচ তাঁরা যদি এমনটি না করে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতেন এবং জনগণকে এ বিষয়ে সতর্ক করতেন যথাযথভাবে তাহলে প্রকাশকগণ এককভাবে এমন দুঃসাহস দেখাতে পারত না। হায় আফসোস, তাঁরা এর কুপ্রভাব সম্পর্কেও হয় সচেতন নন, নয়ত কুরআনের মহান খিদমাত মনে করে নিজের অজান্তে ও অবচেতন মনে এহেন কাজে জড়িয়ে পড়েছেন। আল্লাহ তাদেরসহ আমাদের সবাইকে হিফাযাত করুন। এর সুদূর প্রসারী কুপ্রভাব হিসেবে দেখা যায়ঃ

ক - আলিমসহ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বহু লেখক তাঁদের লেখালেখিতে নিজ নিজ জ্ঞান অনুযায়ী কুরআনের আয়াত ব্যবহার করছেন বাংলা ও ইংরেজী বর্ণে।

খ - বিভিন্ন প্রবন্ধ এমনকি সরকারী ও বেসরকারী পাঠ্য পুস্তকেও দেখা যায় এর ব্যাপক প্রয়োগ ও ব্যবহার।

গ - নোট বুক, গাইড, ডায়রী, রাস্তার ফুটপাত ও বাসে বিক্রির উদ্দেশ্যে প্রণীত বিভিন্ন ধরনের বই, নামায শিক্ষা, পাঞ্জ সূরা, ওযীফা এমনকি বিভিন্ন যান বাহন বাস, ট্রাক, টেম্পো, ইত্যাদিতে কুরআনের আয়াত ও দুআ দরূদের বিকৃত উচ্চারণের ছড়াছড়ি যা দেখলে কান্না না এসে উপায় থাকেনা।

ঘ - বিভিন্ন ভাষায় বৈচিত্র্যময় কুরআনের ছড়াছড়ি। বাংলা , ইংরেজী, হিন্দী, গুজরাতী, ল্যাটিন, আফ্রিকান .. .. .. । একই ভাষার বর্ণে লিখিত একটির সাথে

www.nagorikpathagar.org

অন্যটির কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাহলে চিন্তা করা যায় বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত কুরআনের অবস্থা কি হতে পারে?

ঙ - কুরআনিক শব্দাবলীর উচ্চারণগত বিকৃতি যা অর্থ বিকৃতির পথকে সুগম করে। এটা কি কুরআনের বিকৃতি নয়?

চ - সর্বপরি অমুসলিম তথা ইসলাম বিদ্বেষী মহল কুরআন সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার সুযোগ পাবে। সুযোগ পাবে মুসলমানদের মন থেকে কুরআনের আযমাত ও সম্মান মুছে ফেলার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র ফাঁদার।

তারা (বাংলা ও ইংরেজী বর্ণে কুরআন ব্যবহারকারীগণ) ভেবে দেখলেন না আরবী বর্ণ ছাড়া অন্য কোন বর্ণে কুরআন লেখা কি আদৌ সম্ভব? নুযুলে কুরআনের পনের শত বছর পরে এ বিংশ শতাব্দীতে এমন কি প্রয়োজন দেখা দিল যে কুরআন স্থানীয় বর্ণে লেখতে হবে? কুরআন লেখার কি কোন নীতিমালা নেই? এভাবে লিখিত সূরা বা আয়াতকে কুরআন বলা যাবে কি? এভাবে লিখিত সূরা বা আয়াত বা - তাদের ভাষায় - কুরআন পড়া হলে এতে সাওয়াব হবে নাকি হবে গুনাহ? এটা কি কুরআনের তাহরীফ বা বিকৃতি নয়? ইত্যাদি প্রশ্নগুলোর সমাধান কি? বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের এ প্রসঙ্গে মতামত কি?

এর ফাঁকে জীবন থেকে বেরিয়ে গেল আরো ক'টি বছর। তবে কাজ যেটা হল তা হচ্ছে আরবী ছাড়া অন্য বর্ণে যে কুরআন লেখা যাবে না এবং এভাবে কুরআন পড়লে সাওয়াব তো দূরে থাক কুরআন বিকৃতির দায়ে যে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এ ব্যাপারে মোটামুটি মনটা আশ্বস্ত হল।

পাশাপাশি মনটাও বিষিয়ে উঠতে লাগল। না, এভাবে তো চলতে দেয়া যায় না। ভাবতে লাগলাম কি করা যায়। শুরু করলাম রামাদান উপলক্ষে বিভিন্ন মাসজিদে জুমুআর খুতবায় এ বিষয় বিশদ আলোচনা। সাড়া পেলাম ভালোই। তবে হ্যাঁ, প্রতিবাদেরও সম্মুখীন হয়েছি। কিন্তু আমল দিইনি তাতে।

আলোচনা অব্যাহত রেখেছি। তখনি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ বিষয়ে লেখতে হবে। আমি এক বে আমল গুনাহগার বান্দা। কুরআন যার কালাম তিনি যদি এ গুনাহগার বান্দাকে একটু দয়া করেন, যদি এ আমলের উসিলায় পার পেয়ে যাই, যদি এটা নাজাতের একটা উসিলা হয়, কুরআনের শাফাআত যদি নসীব হয় ইত্যাদি মনে রেখে শুরু করলাম তথ্য সংগ্রহ। সৌদী আরব, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে নিজে ও বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে অব্যাহত রাখলাম তথ্য সংগ্রহের কাজ।

এক সময় দেরিতে হলেও শুরু করলাম লেখা। তারই সংক্ষিপ্ত একটু পাঠালাম বিভিন্ন পত্রিকায়। দৈনিক সংগ্রাম ও দৈনিক ইনকিলাব তা ছেপে এক মহান দায়িত্ব

www.nagorikpathagar.org

পালন করেছে। আল্লাহ সংশ্লিষ্টদের উত্তম বিনিময় দান করুন। সে লেখায় ইংগিত করেছিলাম যে 'বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে গবেষণা করে চলেছি। আশা করছি এ বিষয় আরো তথ্য সমৃদ্ধ লেখা বই আকারে অল্প সময়ে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে পারবো ইনশা-আল্লাহ।' দেরিতে হলেও সেই বই আজ পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আদায় করছি আল্লাহর লাখো কোটি শুকরিয়া ।

বক্ষমান বইতে উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর সমাধান দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতিতে আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে অকাট্যভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি আরবী বর্ণ ছাড়া অন্য কোন বর্ণে কুরআন লেখা যাবে না। তাও হতে হবে কুরআন লেখার জন্য সর্বসম্মতভাবে গৃহীত রাসমুল উসমানী বা উসমানী লিখন পদ্ধতিতেই। প্রচলিত নিয়মে নয়। অন্য কোন বর্ণে কুরআন লেখার তো প্রশ্নই আসে না।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে শুধুমাত্র কুরআনী আয়াত লেখালেখি কেন্দ্রিক। এক মাত্র কুরআনই হল আমার আলোচনার বিষয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসসহ দুআ-কালামও এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এগুলোও আরবীতেই লেখতে হবে ও সেভাবেই পড়তে হবে। মুখস্ত করতে হলে সরাসরি আরবী থেকেই সঠিক উচ্চারণে মুখস্ত করতে হবে।

তবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কুরআনিক তথা আরবী শব্দাবলী অবশ্যই আমার আলোচনার বাইরে। এগুলো বলতে গেলে অতিথি ভাষার হলেও বাংলা ভাষার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। বলা যায় বাংলা ভাষায় এগুলোর আত্মিকরণ হয়েছে। তাই যতটুকু সম্ভব আরবীর স্বকীয়তা বজায় রেখে প্রতিবর্ণীত বর্ণমালায় তা লেখা যেতে পারে। কিন্তু কুরআনুল কারীমসহ হাদীস ও দুআ-কালাম কিছুতেই লেখা যেতে পারে না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস বইটি পড়ে সত্যের অনুসারী হকপুরুস্ত দ্বীনদার ঈমানদার পাঠক ভাইবোন অবশ্যই উপকৃত হবেন। যারা এতদিন ভুলের মধ্যে ছিলেন তারা সে ভুল থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবেন। বইটি পড়ে শুধু যে বাংলা ইংরেজী ভাষার কথাই জানা যাবে এমন নয়। বরঞ্চ জানা যাবে ল্যাটিন, হিন্দী, গুজরাতী, তামিল তথা অনারবী ভাষা ও বর্ণে কুরআন লেখার হুকুম।

এ বই প্রণয়নে বিভিন্ন মহল থেকে পেয়েছি অকুণ্ঠ উৎসাহ ও প্রেরণা। আসাতেযায়ে কিরাম, উলামায়ে কিরাম, সহকর্মীবৃন্দ, বন্ধু-বান্ধবসহ আধুনিক শিক্ষিত বিদগ্ধজন যাদের সাথেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি সবাই এক বাক্যে আমাকে সমর্থন জানিয়ে এগিয়ে যাওয়ার তাকিদ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে পত্রিকায়

www.nagorikpathagar.org

প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর চিঠি টেলিফোন ও লোক মারফত পেয়েছি সালাম ও দু'আ। পেয়েছি বইটি প্রকাশিত হলে এক কপি পাওয়ার বিনীত আবেদন। তাই যিনি যেভাবে এ বই রচনা ও প্রণয়নে আমায় সহযোগিতা করেছেন. যুগিয়েছেন প্রেরণা তাঁদের জন্য রইল অন্তর নিংড়ানো দুআ। এছাড়া তাঁদেরকে দেবার আর কিইবা আছে আমার? আল্লাহর কালামকে বিকৃতির অপপ্রয়াস থেকে রক্ষা করার যে খিদমাত তারা আঞ্জাম দিয়েছেন বিনিময়ে তিনি অবশ্যই তাদেরকে সম্মানিত করবেন। তাঁদের নাম উল্লেখ না করার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

চেষ্টা করেছি কুরআন হাদীস আয়িম্মায়ে কিরাম উলামায়ে কিরামের মতামত দ্বারা বইটিকে সাজাতে। কতটুকু সফল হয়েছি তা বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার ভার থাকল মুহতারাম উলামায়ে কিরামসহ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও বিশারদগণের উপর। আমি ভুলের ঊর্ধ্বে বা ত্রুটিমুক্ত নই। তাই যদি কোথাও কোন ধরনের ভুল বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় জানালে কৃতজ্ঞতাচিত্তে তা সাদরে গৃহীত হবে এবং সংশোধনের নিশ্চয়তা থাকল। দোয়া কামনায় আল্লাহ হাফেয।

২৪.১০.০২

ড. হাফেজ মাওলানা এ বি এম হিজবুল্লাহ

হে আল্লাহ, কুরআন ও হাদীসের আলোকে জীবন গড়ে তোলার তাওফীক দিন। সকল প্রকার বাতিল, অন্যায়-অত্যাচার ও যুলুম হতে মুসলিম উম্মাহকে হিফাযত করুন। আপনার কুরবাত ও সন্তুষ্টি দিয়ে গুনাহগার বান্দাদের সম্মানিত করুন।

www.nagorikpathagar.org

কুরআন ও হাদীসের আলোকে তিলাওয়াতে কালামে পাক

কুরআন নাযিল করা হয়েছে তারতীলের সাথে তিলাওয়াত ও আমল করার জন্য। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এও এক দায়িত্ব ছিল যে তিনি ধীরে ধীরে উম্মাত তথা মানবজাতিকে কুরআন পড়ে শোনাবেন। তাদেরকে সতর্ক করবেন। এ প্রসংগে কুরআনে পাকে ইরশাদ করা হয়েছেঃ

ক - (اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَٰبِ)

অর্থঃ (হে নবী) আপনার নিকট ওহীকৃত কিতাব তিলাওয়াত করুন।[৪]

খ - (وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا)

অর্থঃ এ কুরআনকে আমি অল্প অল্প করে নাযিল করেছি যেন আপনি ধীরে ধীরে তা মানবজাতিকে শোনাতে পারেন এবং আমি তা ক্রমশ নাযিল করেছি।[৫]

গ - (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا)

অর্থঃ সুমহান বরকতময় সেই সত্তা যিনি এ ফুরকান (কুরআন) স্বীয় বান্দার উপর নাযিল করেছেন যেন তা সারা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হয়।[৬]

ঘ - নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম তথা উম্মাতকে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ الْقُرْآنَ كَمَا أُنْزِلَ অর্থঃ অবশ্যই আল্লাহ পাক যেভাবে নাযিল করেছেন সেভাবেই কুরআন তিলাওয়াত পছন্দ করেন।[৭]

অতএব তিলাওয়াত হলো কাংখিত এক ইবাদাত যা সালাতের একটি অন্যতম রুকন। কুরআনই হলো একমাত্র আসমানী গ্রন্থ যা না বুঝে তিলাওয়াত করলেও রয়েছে তার প্রতিটি হরফ উচ্চারণে দশ দশটি নেকী। তাই তিলাওয়াত হবে বিকৃত বা অশুদ্ধ, ভুলে ভরা উচ্চারণ এটা চিন্তাও করা যায় না এবং অযৌক্তিকও বটে।

---

[৪] সূরা আনকাবূতঃ ৪৫

[৫] সূরা ইসরাঃ ১০৬

[৬] সূরা ফুরকানঃ ১

[৭] যাইদ ইবনে সাবিত হতে ইবনে খুযায়মাহ বর্ণনা করেছেন। কাওয়ায়েদুত তাজওয়ীদ প ১, দুরূসুন ফী ইলমিত তাজওয়ীদ, প ১৭

www.nagorikpathagar.org

তাই কেমন ছিল সে তিলাওয়াত যা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন। এ জন্য কুরআন হাদীসে তিলাওয়াত সম্পর্কে কোন দিকনির্দেশনা থাকবেনা তা তো হয়না। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই তিলাওয়াত কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে কুরআন নিজেই তার দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। হাদীসে পাকেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নিজে পড়ে পড়ে দেখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় তিলাওয়াত কিভাবে করতে হবে। সাহাবায়ে কিরাম রাসূলের অনুকরণে তাঁদের ছাত্রদের শিখিয়েছেন কুরআন তিলাওয়াত পদ্ধতি। আর এসব কিছুই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে সহী শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা ফরযে আইন। নিচে কুরআন হাদীস ও সাহাবাগণের আমল হতে দলিল পেশ করা হলো।

সহীহ ও বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ফরয হওয়ার দলিল

ক - কুরআনিক দলিল

১ - আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য এ বলে সরাসরি নির্দেশ প্রদান করেন وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا[৮] অর্থঃ সুস্পষ্টভাবে তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করুন।

২ - আল্লাহ পাক নিজেও তারতীলের সাথে কুরআন নাযিলের কথা ঘোষণা করেছেন,

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا)

অর্থঃ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, তাঁর উপর সম্পূর্ণ কুরআন এক সাথে অবতীর্ণ হলনা কেন? এর দ্বারা আপনার অন্তর মযবূত করার জন্য আমি এভাবেই (অল্প অল্প করে) নাযিল করেছি। এবং তারতীলের সহিত তা পাঠ করেছি।[৯]

তারতীলের শাব্দিক অর্থ সহজ ও সঠিক উচ্চারণ ।[১০] হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তারতীলের ব্যাখ্যায় বলেছেন, الترتيل هو تجويد الحروف و معرفة الوقوف অর্থাৎঃ হরফসমূহের যথাযথ সুন্দর উচ্চারণ ও বিরাম স্থল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন হল

---

[৮] সূরা মুযযাম্মিলঃ ৪

[৯] সূরা ফুরকানঃ ৩২

[১০] মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মাআরিফুল কুরআন, অনুবাদঃ মহিউদ্দীন খান। পঃ১৪১৪

www.nagorikpathagar.org

তারতীল।[১১]

৩ - যারা যথাযথভাবে আল্লাহর কালামের হক আদায় করে তিলাওয়াত করে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন এই বলেঃ

(الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ)[১২] অর্থাৎঃ আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি তারা তার হক আদায় করে যথাযথভাবে তা তিলাওয়াত করে।

খ - হাদীসের দলিল

৪ - কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআন পাঠ কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বল্লেন, তাঁর পড়া ছিল টানা টানা। এরপর তিনি নিজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণে بسم الله الرحمن الرحيم পাঠ করেন। তিনি بســــم الله টেনে পড়েন। الرحمن-এ দীর্ঘ করেন। الرحيم টেনে পড়েন।[১৩] কাযী মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ পানিপথী বলেন, بسم الله , الرحمن ও الرحيم টেনে পড়ার অর্থ হলো الله শব্দে লাম ও الرحمن শব্দে মীমকে এক হারাকাত পরিমাণ মাদ্দ অর্থাৎ টেনে আলিফকে প্রকাশ করা। তবে الرحـــيم শব্দে ح এর পওে 'ইয়া' কে ওয়াকফ বা বিরতির সময় দু, চার বা ছয় হারাকাত পরিমাণ টানা যেতে পাওে। কিন্তু মিলিয়ে পড়ার সময় এক হারাকাত পরিমাণের বেশি মাদ্দ করা যাবে না। এটাই ক্বারীগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।[১৪]

৫ - হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিলাওয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণে কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান। তাতে প্রত্যেকটি হরফ ছিল স্পষ্ট।[১৫]

---

[১১] শারহু তাইবাতুন নাশরি ফিল কিরাআতিল আশরি, প৩৫, হিদায়াতুল ক্বারীঃ ৩৯, ক্বাওয়াইদুত তাজওয়ীদ, প.২৫

[১২] সূরা বাকারাহঃ ১২১

[১৩] সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাদাইলুল কুরআন

[১৪] কাযী মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীরে মাযহারী, ১০ম খন্ড, প.১০৪

[১৫] সুনান তিরমিযী, ফাদাইলুল কুরআন

www.nagorikpathagar.org

৬ - অন্য একটি রেওয়ায়াতে হযরত উম্মে সালামা হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেমে থেমে তিলাওয়াত করতেন। তিনি পড়তেন الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ।এবং থেমে যেতেন। তারপর পড়তেন, الرَّحْمَٰنِ। الرَّحِيمِ। এবং থামতেন। এরপর পড়তেন مَٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ এবং থেমে যেতেন।[১৬]

৭ - আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যাইদ ইবনে সাবিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যেভাবে কুরআন নাযিল করা হয়েছে সেভাবে পড়াটাই আল্লাহ পছন্দ করেন।[১৭]

☞ গ - সাহাবাগণের আমল হতে দলিল

৮ - ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একদা শুনতে পেলেন এক ব্যক্তি কুরআনের আয়াত إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَٰكِينِ [১৮] পড়ছে। কিন্তু সে তাড়াতাড়ি পড়ে গেল। অর্থাৎ للفقراء শব্দটিতে মাদ্দ করেনি। তখন ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বল্লেন, এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পড়াননি। লোকটি বল্ল, তাহলে তিনি আপনাকে কিভাবে পড়িয়েছেন? তখন ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়াতটি পড়লেন এবং للفقراء শব্দটিতে মাদ্দ করলেন। এরপর বল্লেন, এভাবে নবীজী আমাকে পড়িয়েছেন।[১৯]

উল্লেখিত আয়াত, হাদীস ও সাহাবাগণের বর্ণনানুযায়ী বিশুদ্ধ ও তাজওয়ীদ অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত ফরযে আইন। আর তাই পরবর্তীতে ইলমুল ক্বিরাআতের ইমামগণও এ বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাজওয়ীদের নিয়ম কানুন অনুযায়ী অবশ্যই কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে।

হাফেয ইবনুল জাযারী বলেন, 'নিঃসন্দেহে যেমনিভাবে উম্মাতের উপর কুরআন বোঝা ও তার বিধিবিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইবাদত ফরয তেমনিভাবে কুরআনিক শব্দাবলী ও হরফসমূহের ঠিক সেইভাবে বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও (অর্থাৎ তিলাওয়াত) ফরয, যেভাবে ক্বিরাআতের ইমামগণ বর্ণনা পরম্পরায় আরবী নবীর

---

[১৬] প্রাগুক্ত

[১৭] সহীহ ইবনে খুযাইমা, কাওয়াইদুত তাজওয়ীদ, প১, দুরূসুন ফী ইলমিত তাজওয়ীদ, প.১৭

[১৮] সূরা তাওবাহঃ ৬০

[১৯] আদ-দুররুল মানসুর, ৩ঃ২৫০, আন-নাশর, প১ঃ৩১৫, হিদায়াতুল ক্বারী, প২৬৭

www.nagorikpathagar.org

দরবার হতে লাভ করেছেন। কোন অবস্থাতেই তার বিরোধিতা করা যাবে না এবং এটা বাদ দিয়ে অন্যটাও গ্রহণ করা যাবে না।'[২০]

মুহাম্মাদ মাক্কী ইবনে নাস্‌র বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ হতে আমাদের যুগ পর্যন্ত উম্মাতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল তাজওয়ীদ সহকারে অর্থাৎ বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ওয়াজিব। এ ব্যাপারে তাদের কেউ কখনো দ্বিমত পোষণ করেননি। আর এটা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী একটি দলিল।[২১]

কুরআন লিখন পদ্ধতি ও ইলমুত তাজওয়ীদ

আর এ লক্ষ্যেই বিশ্বের সকল মুস্‌লিম জনবসতি এলাকায় স্থাপিত হয়েছে অসংখ্য মাস্‌জিদ কেন্দ্রিক মক্তব ও কুরআনিক মাদ্রাসা। রচিত হয়েছে বিশ্বের যেখানেই কুরআন পঠিত হয় সেখানেই স্থানীয় ভাষায় ইলমুত তাজওয়ীদের উপর ছোট বড় অসংখ্য গ্রন্থ ও পুস্তক। এছাড়াও উদ্ভাবিত হয়েছে আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে বার হাজার সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মত ইজমার ভিত্তিতে কুরআন লিখন পদ্ধতি যা রাসমে উসমানী বা উসমানী লিখন পদ্ধতি নামে খ্যাত। এর উপর রচিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থ।

আল আযহার ও মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আল কুরআন বিভাগে রয়েছে এ দু'টো বিষয়ের উপর উচ্চতর অধ্যয়ন ও গবেষণার ব্যবস্থা। আল্লাহর রহমতে মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল কুরআন ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগে আমারও বিষয়টি অধ্যয়নের সুযোগ হয়েছে। আল্লাহ চাহে তো পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে আমরা বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করবো।

অনারবী ভাষা ও বর্ণে কুরআন লিখনের সূচনা

কুরআন অবতীর্ণের সময়কাল থেকে এ পর্যন্ত বিজ্ঞ আলেমগণের কেউ একমাত্র আরবী বর্ণে উসমানী লিখন পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি যেমন প্রচলিত আরবী লিখন পদ্ধতিতেও কুরআন লেখাকে বৈধ বা জায়েয বলেননি। অন্যান্য ভাষার বর্ণে তো কুরআন লেখা কল্পনাই করা যায় না।

---

[২০] আন-নাশর, ১ঃ২১০, দুরূসুন ফী ইলমিত তাজওয়ীদ, প.১৭

[২১] নিহায়াতুল কাউলিল মুফীদ, প১৫, দুরূসুন ফী ইলমিত তাজওয়ীদ, প.১৭

www.nagorikpathagar.org

কুরআনুল কারীম বিজয়ী বেশে দেশে দেশে প্রবেশ করে। ছড়িয়ে দেয় তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতের নূরের পরশ। জয় করে নেয় মানুষের মন। আর তারই বরকতে বিশ্বের বহু দেশে আরবী ভাষা ও হরফে লেখালেখি প্রচলিত হয়। জনগণ কুরআনকে আপন করে নেয়া ও আত্মস্থ করে নেয় তার ভাষা ও হরফকে। অথচ তারাও ছিল আমাদের মতই অনারব। তাদেরও প্রয়োজন ছিল স্থানীয় ভাষা ও হরফে কুরআন লেখার। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত তো এমনটি হয়নি।

কখন থেকে অন্য ভাষা ও বর্ণে কুরআন লিখনের সূচনা হয় এ প্রসঙ্গে যতটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায় খিলাফাতে উসমানিয়ার পতনের পর তুরস্কে সর্ব প্রথম পাশ্চাত্যবাদীদের দোসর ও ক্রীড়নক কামাল আতাতুর্ক সরকারীভাবে ইসলামী চিন্তা চেতনা ও তাহযীব তামাদ্দুনের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়। ঐ ব্যক্তিটিই সর্বপ্রথম আরবী ভাষার বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। আরবী ভাষা ও হরফ নিষিদ্ধ করে তার পরিবর্তে ল্যাটিন বর্ণে কুরআন লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ জারি করে। এভাবে শুরু হয় অন্য ভাষার বর্ণে কুরআন লিখনের মাধ্যমে কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াস। পরের দিকে পাক-ভারত উপমহাদেশের কোন কোন স্থানে বেসরকারী তথা সেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে স্থানীয় ভাষা ও বর্ণে কুরআন লেখার প্রবণতা দেখা যায়। এ দুয়ের মাঝে মৌলিক পার্থক্য হল, প্রথমটি ছিল শাসকদের পক্ষ থেকে আরবী ভাষা ও হরফের প্রতি বিদ্বেষমূলক সরাসরি আঘাত। আর দ্বিতীয়টি হল বেসরকারীভাবে প্রকাশকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে কুরআনের খিদমাত ও কুরআন প্রচারের - তাদের ভাষায় - এক মহৎ প্রচেষ্টা।

সার কথা আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় বা বর্ণে কুরআন লিখন ইতিপূর্বে কোথাও শুরু হয়নি বা কেউ এ ধরনের চিন্তাও করেনি। ইসলাম বিদ্বেষীদের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে যখন এর সূচনা হয় তখন থেকেই হাক্কানী আলিমগণ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করেন। তাঁরা সবাই এভাবে কুরআন লেখাকে কুরআনের তাহরীফ বা বিকৃতি আখ্যা দিয়ে এটা না জায়েয ও হারাম বলে এক বাক্যে ফাতওয়া প্রদান করেন।

এরপর দুঃখজনক হলেও সত্য মুসলমানদের মধ্য থেকে এক শ্রেণীর আলিম ও প্রকাশক এ ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়েন। তারা স্থানীয় ভাষায় ও বর্ণে কুরআন লিপিবদ্ধ শুরু করে। এখন প্রশ্ন হল এদের পক্ষে কি কোন দলিল নেই? কোন্ অজুহাতে তারা এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন? তাদের যুক্তি বা দলিল কি? এখানে আমরা তাদের যুক্তি ও দলিল উপস্থাপন করে তা পর্যালোচনা করবো। এরপর কেন হাক্কানী উলামায়ে কিরাম এর বিপক্ষে অবস্থান নিলেন এবং কেনই বা তারা এটাকে

www.nagorikpathagar.org

হারাম বলেছেন এ ক্ষেত্রে তাদের কি যুক্তি বা দলিল রয়েছে আমরা সেগুলো উপস্থাপন করবো। পাঠকবর্গই এরপর সিদ্ধান্ত নেবেন কারা সঠিক পথে রয়েছেন এবং কাদের মত গ্রহণযোগ্য।

বাংলা ও ইংরেজীসহ অনারবী বর্ণে কুরআন লেখার পক্ষে সম্ভাব্য দলিল-যুক্তি ও তার পর্যালোচনা

ভূমিকাঃ মুসলমানদের নিকট তাদের আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত ও মু'আমালাতের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনার মূল উৎস হল কুরআন। আল্লাহ পাক কুরআন তিলাওয়াত, এর আয়াতসমূহে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা এবং তা থেকে হুকুম আহ্কাম লাভের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় কুরআন মেনে চলা ও বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন। অপরদিকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অসংখ্য হাদীসে কুরআনের ফজীলত বর্ণনা করেছেন। তিনি কুরআন শেখা ও শেখানো, কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ইবাদাতে মাশগুল হওয়া এবং কুরআনে বর্ণিত হুকুম আহকামের উপর আমল করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।[২২]

আরব ও তাদের সাথে মেলামেশা ও বসবাসকারীরা আরবী বর্ণ ও এর দ্বারা গঠিত শব্দাবলীর সাথে পরিচিতি লাভ করে তার পঠন-পাঠনে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। তাই তাদের পক্ষে কুরআন পড়া, কুরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণা করা এবং তদানুযায়ী আমল করা সহজ। কিন্তু যাদের ভাষা আরবী নয় এবং যাদের লেখা পড়া চলে অনারবী বর্ণ ও তা দ্বারা গঠিত শব্দমালায় তাদের পক্ষে আরবী বর্ণে লিখিত কুরআন তিলাওয়াত সুকঠিন। অতএব তাদের পক্ষে কুরআন পড়া, বোঝা ও গবেষণা করা এবং তার বিধিবিধান নিরুপণ ও জানার ক্ষেত্র সহজ করার লক্ষ্যে তাদের দেশে প্রচলিত লিপিমালায় যেমন ল্যাটিন (বাংলা ইংরেজীসহ অন্যান্য) ভাষায় কুরআন লেখার অনুমতি দেয়া যেতে পারে।[২৩] অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বাংলা ইংরেজীসহ সকল স্থানীয় ভাষা ও বর্ণে কুরআন লেখার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহজীকরণের ব্যাপারে কুরআন এবং হাদীসে রয়েছে বিভিন্ন নির্দেশ। এ ছাড়াও সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং যুক্তিও তাই বলে। পর্যায়ক্রমে সেগুলো নিম্নরূপঃ

---

[২২] ল্যাটিন বর্ণে কুরআন লিখন, মুজাল্লাতুল বুহুসুল ইসলামিয়্যাহ, ১০ম খন্ড, প৪৬

[২৩] প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

কুরআনিক দলিল

১ - وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [২৪] অর্থাৎ, এবং তিনি (আল্লাহ) ধর্মীয় বিষয় তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা ও কঠোরতা রাখেননি।

২ - يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [২৫] অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান। তিনি তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না।

৩ - يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ [২৬] অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের দায়িত্ব হাল্কা করতে চান। কারণ, মানুষকে দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

৪ - لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [২৭] অর্থাৎ আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেননা।

হাদীসের দলিল

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

ক - يَسِّرُوْا وَ لاَ تُعَسِّرُوْا بَشِّرُوْا وَ لاَ تُنَفِّرُوْا [২৮] অর্থাৎঃ সহজ কর, কঠিন করোনা। সুখবর দাও, ঘৃণা সৃষ্টি করোনা।

খ - إن الدين يسر، و لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا و قاربوا [২৯] অর্থাৎঃ নিশ্চয় দ্বীন অত্যন্ত সহজ। যে কেউ দ্বীনকে কঠোর করবে সে পরাস্ত হবে। অতএব সহজ কর এবং কাছে টেনে নাও।

অতএব অনারবগণ যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষার বর্ণমালায় কুরআন লিখিত হলে অবশ্যই তাদের জন্য কুরআন তিলাওয়াত সহজ হবে। কুরআন প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্র হবে বিস্তৃত। থাকবেনা তাদের আর কোন রকম ওযর আপত্তি। কুরআন অধ্যয়নে এগিয়ে আসবে সাধারণ মুসলমানগণ। আর তখন তাদের বিরুদ্ধে - কুরআন না পড়ার- অভিযোগ তারা এড়াতে পারবেনা।

---

[২৪] সূরা হাজ্জ ঃ ৭৮
[২৫] সূরা বাকারাহ ঃ ১৮৫
[২৬] সূরা নিসা ঃ ২৮
[২৭] সূরা বাকারাহঃ ২৮৬
[২৮] বুখারীঃ কিতাবুল ইলম,মুসলিম ঃ কিতাবুল জিহাদি ওয়াস সিয়ার
[২৯] বুখারী, কিতাবুল ঈমান

www.nagorikpathagar.org

সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন পদক্ষেপ হতে দলিল

তা ছাড়া এটা কোন বিদআতও নয়। বরঞ্চ এটা শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ধরনের আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন পদক্ষেপে। যেমন,

ক - কুররা তথা কুরআনে হাফেয সাহাবায়ে কিরামের মৃত্যুর কারণে কুরআনের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কুরআন সংকলন করেন।[৩০]

খ - কিরাআত কেন্দ্রিক সৃষ্ট বিতর্কের মূলৎপাটন এবং ইখতিলাফের জড় উপড়ে ফেলার লক্ষ্যে হযরত উস্‌মান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সাত (গোত্রীয়) ভাষা থেকে একটি গোত্রীয় (কুরাইশ) ভাষায় হারাকাত (স্বও চিহ্ন) ও নুকতাবিহীন কুরআন সংকলনের মাধ্যমে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেন।[৩১] এবং কুরআন তিলাওয়াতের সাত পদ্ধতির যে কোন এক পদ্ধতিতে তিলাওয়াতের সুবিধার্থে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চূড়ান্তভাবে কুরআন সংকলন।[৩২]

গ - নিহায়া ও দিরায়া গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পারস্যবাসী সালমান পারসীকে তাদের জন্য ফারসীতে সূরা ফাতিহা লেখে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিল। তিনি তা লিখে পাঠিয়েছিলেন।[৩৩] তাদের উচ্চারণ সঠিক না হওয়া পর্যন্ত তারা ফারসীতে লিখিত সূরা ফাতিহা নামাযে পড়তেন। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থাপিত হলে তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানাননি।[৩৪] অন্য বর্ণনায় বলা হয়, নবীজী তাতে সম্মতি প্রদান করেন।[৩৫]

ঘ - বণী উমাইয়ার যুগে কুরআনে নুকতা ও স্বর চিহ্নের প্রচলন। অর্থাৎ, যখন অনারবদের অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে আরব মুসলমানদের সাথে সহাবস্থান বা মেলামেশা করে তখন বহু আরব তাদের কথপোকথনে অনারবদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে কুরআন তিলাওয়াতে লাহন বা বিকৃতির আশঙ্কা দেখা দেয়। তাই

---

[৩০] বুখারী, কিতাবুত তাফসীর

[৩১] বুখারী, কিতাবু ফাদায়িলিল কুরআন, তিরমিযি, কিতাবু তাফসীরিল কুরআন,

[৩২] ল্যাটিন বর্ণে কুরআন লিখন, মুজাল্লাতুল বুহসুল ইসলামিয়্যাহ, ১০ম খন্ড, প৫৬

[৩৩] ইমাম নববী বলেন, তারা কুরআনের কিছ অংশ লিখে পাঠানোর অনুরোধ করলে হযরত সালমান সূরা ফাতিহা লিখে পাঠান। আল মাজমূ, ৩য় খন্ড, প ২৪১

[৩৪] ল্যাটিন বর্ণে কুরআন লিখন, মুজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ, ১০ম খন্ড, প. ৫২

[৩৫] বায়ানুল লিন্নাসি, ২য় খন্ড, ৩৪৭

www.nagorikpathagar.org

কুরআনের বিশুদ্ধ উচ্চারণের সংরক্ষণ ও তিলাওয়াত বিকৃতি হতে পাঠকদের বিরত রাখার লক্ষ্যে কুরআনে নুকতা, যের, যবর ও পেশ স্বর চিহ্নের প্রচলন করা হয়।[৩৬]

এটা নিন্দনীয় কোন কাজ ছিলনা। বরঞ্চ বিষয়টিতে ইজমা তথা সর্বসম্মত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ এতে শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন এবং তদানুযায়ী আমলের ব্যবস্থা রয়েছে। অতএব এটা অসম্ভব কিছু নয় যে, শরীয়ত বাস্তবায়নকারী অনারবদের সুবিধার্থে তাদের ভাষার বর্ণে কুরআন লেখার অনুমতি প্রদান করা হয়।

যুক্তিনির্ভর দলিল

ক - আরবী বা অনারবী কোন বর্ণমালাতেই কুরআন লিখিত আকারে নাযিল হয়নি যে তা গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য। কুরআন তিলাওয়াতকৃত ওহী হিসাবে নাযিল হয়েছে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেখকদের দিয়ে তা লিখিয়েছেন। কারণ, তিনি ছিলেন উম্মী। তাই সাহাবায়ে কিরাম তাদের কাছে পরিচিত ও প্রচলিত বর্ণে কুরআন লিপিবদ্ধ করেন। আরবী বর্ণমালাতেই কুরআন লেখতে হবে কুরআন ও সুন্নাহর এমন কোন অকাট্য দলিল নেই যা উম্মতকে তা মেনে চলতে বাধ্য করবে। তখন তাদের ব্যবহৃত ভাষার বর্ণমালায় কুরআন লেখাটা ছিল একটি ভাষাগত বাস্তবতা। অথচ কোন কোন বর্ণ লিখনে তাদের মধ্যেও ছিল দ্বিমত। বিষয়টি যদি তাই হয় তবে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আনারবী যেমন ল্যাটিন (বাংলা ইংরেজীসহ অন্যান্য) বর্ণমালায় কুরআন লেখা নাজায়েয হবে কেন? অথচ এতে কোন ক্ষতি ছিলনা। বরঞ্চ রয়েছে এর প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি।[৩৭]

খ - এতে বহু অনারবের পক্ষে কুরআন পড়া ও লেখা সহজ হবে। ইস্‌লামের প্রতি আহবান এবং ইসলাম প্রচারে সুবিধে হবে। নিঃসন্দেহে এটা শরীয়তের মূল লক্ষ্যের অংশ। হযরত আবূ বাকার ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমাসহ বণী উমাইয়ার যুগে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল, যে সকল আরবদের উচ্চারণে জড়তা রয়েছে তাদের জন্য তিলাওয়াত সহজ করা এবং কুরআনের বিকৃত উচ্চারণ হতে তাদেরকে রক্ষা করা। এর কোনটিই নিন্দনীয় ছিলনা। বরঞ্চ এসব পদক্ষেপেই ছিল শরীয়তের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন। শুধু তাই নয়, এতে রয়েছে কুরআন তিলাওয়াতে সহজীকরণ,

[৩৬] মানাহিলুল ইরফান, খ১ প২৬১

[৩৭] ল্যাটিন বর্ণে কুরআন লিখন, মুজাল্লাতুল বুহুসুল ইসলামিয়্যাহ, ১০ম খন্ড, প৪৭ ও ৫৬

www.nagorikpathagar.org

কুরআনের প্রতি আহবান, কুরআনের প্রচার ও প্রসার ও কুরআনের সংরক্ষণ। অতএব একই উদ্দেশ্যে ল্যাটিন (বাংলা ইংরেজীসহ অন্যান্য) বর্ণে কুরআন লেখার অনুমতি দান করা উচিত।[৩৮]

গ - আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন স্টাইলে কুরআন লেখা। কলিকাতা ছাপা, লৌক্ষ ছাপা ইত্যাদি। এগুলো সব তিলাওয়াতকে সহজসাধ্য করার জন্যই করা হয়। তাই প্রচলিত ভাষার বর্ণে কুরআন লেখাতে আপত্তি থাকা উচিত নয়।

পর্যালোচনা

১ - সহজীকরণের কথা বলেছেন তারা। কিন্তু তারা কি কুরআন কারীমের এ আয়াতটি ভুলে গেলেন যা আল্লাহ পাক একাধিকবার ইরশাদ করেছেন।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ [৩৯]

অর্থঃ (আল্লাহর কসম) অবশ্যই আমরা নিশ্চিতভাবে কুরআনকে (তিলাওয়াত হিফয ও বোঝার জন্য) সহজ করে দিয়েছি। অতঃপর আছে কি কেউ চিন্তাশীল বা উপদেশ গ্রহণকারী? এখানে লক্ষণীয় হল, আয়াতে সহজীকরণের বিষয়ে তিনটি নিশ্চিত বাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

ক - قــد এর উপর লামের ব্যবহার যা কসমের অর্থবোধক।

খ - ক্রিয়া পদেও বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিতকরণের জন্য قد এর ব্যবহার এবং

গ - এক বচন কর্তাপদের পরিবর্তে বহুবচন কর্তাপদের মাধ্যমে ক্রিয়াপদ يسرنا -র ব্যবহার যা বক্তব্যকে শক্তিশালী করে।

অতএব যেখানে আল্লাহ পাক তার কালামের তিলাওয়াত সহজ করে দিয়েছেন, সহজ করে দিয়েছেন কুরআন হিফয যা আর কোন আসমানী কিতাবের ভাগ্যে জোটেনি সেখানে সহজীকরণের নামে বিতর্কিত নতুন কোন পদ্ধতি আবিষ্কারের কি আদৌ কোন প্রয়োজন আছে? অবশ্যই নেই। সহজীকরণের নামে যে কোন বর্ণে কুরআন লেখার অনুমতি দিলে তা যে কি ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনবে তা কুরআন বিকৃতির আলোচনায় প্রমাণিত হবে।

২ - উসমানী লিখন পদ্ধতিতে লিখিত আরবী বর্ণে কুরআন পড়াতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ যে ভাষাই হোক না কেন সেই ভাষায় পাঠ বা পড়া সহজ

---

[৩৮] প্রাগুক্ত ১০ম খন্ড, প৫৬

[৩৯] সূরা কামারঃ ১৭, ২২, ৩২, ৪০

www.nagorikpathagar.org

হওয়া নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ভাষার বর্ণ পরিচিতি ও তার মাধ্যমে পড়া অনুশীলনের উপর। অতএব যখন কোন ব্যক্তি শুরু থেকে আরবীতেই কুরআন পড়া শিখতে আরম্ভ করবে এবং তা বার বার পড়তে থাকবে তখন তার জন্য আরবীতে কুরআন তিলাওয়াত সহজ হয়ে যাবে। এটা সকল ভাষার জন্য প্রযোজ্য। এর মূল হলো বর্ণ পরিচিতি, সঠিক উচ্চারণ ও অনুশীলন।

দেখুন না, ইংরেজী ভাষা নিয়ে বিশ্বব্যাপী চলছে তোড়জোড়। অথচ সে ভাষার অনেক শব্দে রয়েছে বাড়তি বর্ণ যেগুলো লেখা তো হয় কিন্তু উচ্চারণ হয়না। তবুও মানুষ অনুশীলনের বদৌলতে সেগুলোকে কত সুন্দর করে রপ্ত করছে। তাদের শব্দগুলো বলাতে যেমন ভুল হয়না তেমনি লেখা ও বানানেও তারা ভুল করেনা। তা হলে কুরআনের বেলায় এত উন্নাসিকতা কেন?

৩ - নিজ ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় বলা, লেখা ও পড়া রপ্ত করা মানুষের কাছে একটি স্বাভাবিক ও প্রচলিত বিষয়। অজানাকে জানার প্রবল ইচ্ছা, উচ্চ শিক্ষা লাভ ও সার্টিফিকেট অর্জন, পারস্পরিক স্বার্থ বিনিময় ও সংরক্ষণসহ বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে ধারণা লাভ ইত্যাদি প্রয়োজনীয়তার কারণে মানুষ অন্যান্য ভাষা শিক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। আজ আমরা দেখতে পাই বিশ্বব্যাপী চলছে ইংরেজী শেখার প্রতিযোগিতা। অতএব অনারবদের জন্য আরবী ভাষায় লেখাপড়া শিখতে কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। এটা অত্যন্ত কঠিন বা অসাধ্য কিছু নয়। বরঞ্চ কুরআন পড়া, হাদীস বোঝা ও এগুলো থেকে শরীয়তের বিধিবিধান জানার জন্য মুসলমানদের উপর আরবী ভাষা শেখা ওয়াজিব। সার্টিফিকেট প্রাপ্তি ডাক্তারী বা শিল্প ইত্যাদি জাগতিক বিষয় জানার জন্য অন্য ভাষা শিখার চেয়ে আরবী ভাষা শেখা অনেক বেশি জরুরী। তাহলে অন্তত কুরআন কারীম সহীহ ও বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াতের খাতিরে আরবী শেখার প্রতিযোগিতা হয়না? যে কেউ মুসলমানদের অতীত ইতিহাস পাঠ করলে দেখতে পাবে অনারবদের যারাই ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা আরবী ভাষা শিখেছেন এবং আরবী ও ধর্মীয় বিষয়াদিতে পারদর্শিতা অর্জন করে বিশাল অবদান রেখেছেন। আরবী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন তারা। কুরআনের তাফসীর হাদীস সংকলন ও ব্যাখ্যায় অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। শুধু তাই নয় উলমুল বালাগা, নাহু, সারফ, আরবী আভিধান ও তার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয়েও অবদান রেখেছেন প্রচুর।[৪০]

---

[৪০] ল্যাটিন বর্ণে কুরআন লিখন, মুজাল্লাতুল বুহুসুল ইসলামিয়্যাহ, ১০ম খন্ড, প৪৮

www.nagorikpathagar.org

তাছাড়া অনারবদের পক্ষে আরবী বর্ণ ও ভাষা শেখা সহজ। এতে কোন অসুবিধে নেই। নেই কোন প্রতিবন্ধকতা। কারণ, বহু মানুষকে দেখা যায় অজানাকে জানার আগ্রহ ও বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিনিময়ের প্রয়োজনে নিজ ভাষা ছাড়াও অন্যান্য ভাষা শিখছে ও আয়ত্ত করছে। ইসলাম গ্রহণকারী অসংখ্য অনারব আরবী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করে ইসলামের খিদমাত করেছে। শুধুই কি তাই? বরঞ্চ অনেক দেশ তাদের ভাষাকে আরবীতে পরিবর্তন করেছে।[৪১]

আজ বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায় আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং ইসলামী শিক্ষার উপর বিভাগ ও ইনিস্টিটিউট খোলা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তারা যে কুরআন, হাদীস বা ইসলামের খাতিরে তা করছে এমনটি অবশ্যই নয়। তাদের উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে কুরআন, হাদীস এবং ইসলামের খুত বের করা। ইসলাম সম্পর্কে তাদের রচিত গ্রন্থাবলী এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এখানে আমাদের প্রশ্ন ওরা যদি কুমতলব নিয়ে আরবী ভাষা শিখতে পারে তাহলে আমরা মুসলমানরা সুমতলবে এবং অন্তত সালাত সহীহভাবে আদায় করার জন্য কেন আরবী ভাষা শিখতে নাক সিঁটকাই? এটা কি হাস্যকর নয়?

৪ - ল্যাটিন বা অন্যান্য বর্ণে (যেমন, বাংলা ইংরেজী ইত্যাদি) যখন কুরআন লেখার প্রয়োজনীয়তা থাকবেনা তখন অনারবদের পক্ষে আরবী ভাষা শেখা সহজ হয়ে যাবে। এবং এতে করে তাদের পক্ষে অসুবিধা ও কষ্ট দূরীভূত হবে। তাই ল্যাটিন বা অন্য বর্ণে কুরআন লিখন আবূ বাকার রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কুরআন সংকলন বা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাত (গোত্রীয়) ভাষার এক ভাষায় কুরআন সংকলনের মত নয়। যে কারণে অনারবী ভাষায় কুরআন লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এর সমাধান মানুষের নাগালের মধ্যেই রয়েছে। আর যে কারণে হযরত আবূ বাকার ও উসমান কুরআন সংকলন করেন তা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে কারণগুলো ছিল কুরআন সংরক্ষণ এবং কুরআন তিলাওয়াতে সৃষ্ট বিতর্কের অপনোদন। এ জন্য তাঁরা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন সমস্যার সমাধানে এ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ছিলনা। কুরআনে নুকতার প্রচলন ও স্বরচিহ্ন প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। অতএব কুরআন সংকলন, নুকতা ও স্বর চিহ্নের বিকল্প না থাকায় এ সব ব্যবস্থা নেয়া ছাড়া উপায় ছিলনা।[৪২]

---

[৪১] প্রাগুক্ত ১০ম খন্ড, প৫৬

[৪২] প্রাগুক্ত ১০ম খন্ড, প৪৮

www.nagorikpathagar.org

তাছাড়া উল্লেখিত কুরআন সংকলন, বিন্দু (নুকতা) ও স্বর চিহ্নের সংযোজনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, এ ছাড়া (কুরআনের উচ্চারণ ও তিলাওয়াত সংরক্ষণের) উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ছিল অসম্ভব। আর যে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল তা প্রতিরোধে অন্য কোন বিকল্প ছিলনা। অতএব এগুলোকে নযীর হিসেবে উপস্থাপনের কোন সুযোগ নেই। অনুরূপভাবে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকার কারণে অনারবী বর্ণে কুরআন লেখার স্বপক্ষে এগুলো প্রমাণও হতে পারে না।[৪৩]

৫ - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক সাহাবা ছিলেন যারা আরবী ছাড়া অন্য ভাষাও জানতেন। সে সব ভাষার বর্ণে লিখন কৌশলও জানতেন। হুজুরের রিসালাত আরব আজম তথা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য ছিল। আর যখন কুরআন অবতীর্ণের ধারাবাহিকতা চলছিল তখন আজমীদের যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আগামীতে যারা করবে তাদের জন্য সহজ করার উদ্দেশে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের কাউকে অনারবী বর্ণে কুরআন লেখার নির্দেশ বা অনুমতি দেননি। এমন কি এদের কাউকে কুরআন লেখক হিসাবে নিয়োগ পর্যন্ত দেননি। বরঞ্চ লেখকদের মধ্য থেকে তাদেরকেই নিয়োগ দেয়া হয় যারা যে ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে সেই আরবী ভাষাতেই কুরআন লিপিবদ্ধ করবে। খলীফা হযরত উসমানও একই পন্থা অবলম্বন করেন। আরবের কুরাইশ গোত্রীয় ভাষায় লেখতে পারদর্শীদের কুরআন লেখার জন্য তিনি বাছাই করেন। তাঁর এ পদক্ষেপে সকল সাহাবার সম্মতি ছিল। আর এভাবেই কুরআন লেখা অনুসরণীয় সুন্নাতে(سنة متبعة) পরিণত হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعد অর্থাৎ, আমার পর আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরা তোমাদের উপর ওয়াজিব।[৪৪]

পাশাপাশি বান্দাদের অবস্থা ও তাদের ভাষার বিভিন্নতার কথা কি আল্লাহ পাক জানতেন না? রিসালাতের সার্বজনীনতাও ছিল সর্বজনবিদিত। তা সত্ত্বেও উম্মাতের সুবিধার্থে, (কুরআনের) প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে এবং প্রমাণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ফারসী, হাবাশী ও সুরয়ানী ইত্যাদি ভাষায় কুরআন লিপিবদ্ধ করার জন্য এদের কাউকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি। অতএব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ল্যাটিন (বাংলা ইংরেজীসহ অন্যান্য) বর্ণে কুরআন লেখার সপক্ষে কথিত যুক্তি

---

[৪৩] প্রাগুক্ত ১০ম খন্ড, প৫৬

[৪৪] প্রাগুক্ত ১০ম খন্ড, প৪৮

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যাখ্যান এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এর অনুমোদন সে সকল যুক্তির অসারতাই প্রমাণ করে। তাই এগুলো অনুমতির ভিত্তি হতে পারে না।[৪৫]

৬ - যারা ল্যাটিন বর্ণে কুরআন লিখেছেন তারা এটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, ল্যাটিন ভাষায় কুরআন লিখলেই তিলাওয়াত সহজ হয়না। বরঞ্চ ল্যাটিন ভাষাভাষী লোকদের যারা নিজ ভাষায় কুরআন পড়তে অভ্যস্ত তাদের পক্ষেও ল্যাটিন বর্ণে কুরআন পড়া কঠিন। (বাংলা ইংরেজীসহ অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য)। কারণ, আরবী বর্ণমালায় এমন কিছু বর্ণ রয়েছে ল্যাটিন (সহ অন্যান্য) ভাষায় যার কোন প্রতিবর্ণ নেই। বাধ্য হয়েই তারা সেগুলোর বিকল্প প্রস্তাব করেছে। প্রতিবর্ণ বা প্রতিনিধি বর্ণের প্রস্তাব করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছে। আর যারা এ ভাষার সাথে পরিচিত ও এ ভাষায় পড়াশোনা করে তারা যেন বর্ণিত দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে সহজে কুরআন পড়তে পারে সে জন্য দিক নির্দেশনামূলক বহু পৃষ্ঠার ভূমিকা লেখতে হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এ দিকনির্দেশনা পড়ে তা রপ্ত করা ও ব্যবহার পদ্ধতি আয়ত্ত করা ইত্যাদির জন্য বেশ কিছু সময়েরও তো প্রয়োজন আছে নাকি? অবশ্যই এগুলো জানা ও পড়ার জন্য চেষ্টা সাধনা ও সময়ের প্রয়োজন। তাহলে এগুলো আয়ত্ত করতে যে সময়ের প্রয়োজন আরবী পড়া ও লেখায় অভ্যস্ত হতে তার চেয়ে বেশি সময়ের প্রয়োজন হবেনা। (বরঞ্চ কুরআন শেখার বর্তমান যে পদ্ধতিগুলো - যেমন নূরানী, নাদিয়া, তালীমুল কুরআন ইত্যাদি - আবিস্কৃত হয়েছে সেগুলো প্রমাণ করেছে কত সহজে ও কত অল্প সময়ে কুরআনের তাজওয়ীদসহ তিলাওয়াত শেখা যায়।) অতএব সূচনা থেকেই আরবী বর্ণমালা শিখে ও রপ্ত করে সরাসরি কুরআন তিলাওয়াত উত্তম নয় কি? আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল হওয়ার কারণে আরবী হরফেই কুরআন লেখা অধিকতর শ্রেয় ও নিরাপদ নয় কি? এতে কুরআনে কোন রকম পরিবর্তন ও বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়।[৪৬]

এটাও সর্বসম্মত যে, যে কোন বর্ণেই কুরআন লেখা হোক না কেন উস্তায ব্যতীত কোনভাবেই কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত সম্ভব নয়। এমন কি যে ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে সেই আরবী বর্ণমালায় মুদ্রিত কুরআন আরবী ভাষাভাষীদের পক্ষেও উসতাযবিহীন সঠিক উচ্চারণ অসম্ভব। অতএব যে সময়টুকু বিশুদ্ধ

---

[৪৫] প্রাগুক্ত ১০ম খন্ড, প৫৬ ও ৫৭

[৪৬] প্রাগুক্ত ১০ম খন্ড, প৪৯ ও ৫৮

www.nagorikpathagar.org

তিলাওয়াতের জন্য উস্‌তাযের কাছে ব্যয় করা হবে সে সময়টুকুতেই সরাসরি আরবী অক্ষর পরিচিতিসহ সঠিক উচ্চারণ কি অসম্ভব? অবশ্যই না।

৭ - ল্যাটিন (বাংলা ইংরেজীসহ অন্যান্য) বর্ণে কুরআন লেখক কুরআন লিখন পদ্ধতির জন্য নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ করতে নিশ্চিতভাবে ব্যর্থ হবেন। যেমন, আমরা বিভিন্ন ভাষার বর্ণে লিখিত কুরআনে দেখতে পাই যে, আরবী স্বর চিহ্নের বিপরিতে নির্ধারিত ল্যাটিন হরফ কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে আবার কোথাও হয়েছে বর্জিত। তাশদীদযুক্ত হরফে কখনও কখনও ঢেঁশ ব্যবহৃত হয়েছে আবার কোথাও বাদ পড়েছে। (বাংলা উচ্চারণের কুরআনে যার যেমন খুশী তাশদীদ ব্যবহার করা হয়েছে) এটি একটি বিপদ সংকেত এবং কুরআনের সাথে বিদ্রুপের নামান্তর যা কুরআন বিকৃতি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এটা কুরআনকে ছিনিমিনি খেলার বস্তুতে পরিণত করার পাশাপাশি কুরআনের বিকৃতি ঘটায়। সাথে সাথে এ ব্যবস্থা বক্র ও দুর্বল চিত্তের অধিকারী ধর্মদ্রোহী নাস্তিক ও কাফিরদের জন্য আল্লাহর কালামে অপবাদ দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি ও মিথ্যা দোষারোপের পথ সুগম করে দেয়। এভাবে তারা মুসলমানদের অন্তরে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করার প্রয়াস পায়। আর এ পথ ধরেই ইতিপূর্বে তাওরাত ও ইঞ্জীলে যে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতির আপদ দেখা দিয়েছিল কুরআনও সেই মুসিবতের সম্মুখীন হবে।[৪৭]

৮ - হযরত সালমান ফারসীর যে বরাত দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে বলা যায়ঃ

ক - এ প্রসঙ্গে দু'টি পরস্পর বিরোধী বর্ণনা পাওয়া যায়।

এক. ঘটনাটি উপস্থাপিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অস্বীকার করেননি অর্থাৎ সম্মতি প্রদান করেছেন।

দুই. অন্যদের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমোদন না করার কথা বলা হয়েছে। যেমন ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান উল্লেখ করেছেন যে, শাইখ মাহমূদ আবূ দাকীকাহ লিখেছেন যে, সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তিনি যা করেছেন তা ব্যক্ত করলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা অনুমোদন করেননি।[৪৮]

প্রশ্ন হলো, দু'টি বর্ণনার কোন্‌টি ঠিক? এ প্রসঙ্গে আমরা দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করতে পারি। কারণ, ঘটনাটি বিতর্কিত। এবং বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও

---

[৪৭] প্রাগুক্ত ১০ম খন্ড, প৪৯

[৪৮] কুরআন পরিচিতি, ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান, প,২১৮

www.nagorikpathagar.org

গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও হাদীস বিশারদগণ তা বর্ণনা করেননি।[৪৯] তাই এ ধরনের ঘটনা আদৌ ঘটেছিল কিনা তা প্রশ্নাতীত নয়। অতএব এটা দলিল হতে পারে না।

খ - ইমাম নববী এ প্রসঙ্গে বলেন, এটা ছিল সুরা ফাতিহার তাফসীর। আসল সূরা ফাতিহা নয়।[৫০]

গ - দুররুল মুখতারে বলা হয়েছে যে, দু'একটি আয়াত ফারসীতে লেখা যেতে পারে। এর বেশি নয়।[৫১] কাফী হতে গৃহীত আল ফাতহ গ্রন্থে উদ্ধৃত বর্ণনা ফাতাওয়া শামীতে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে, যদি কেউ ফারসীতে পড়তে অভ্যস্ত হয় এবং ঐ ভাষায় কুরআন লেখতে চায় তাহলে তাকে বারণ করা হবে।[৫২] উল্লেখিত মতামতের ভিত্তিতে মিসর দারুল ইফতা হতে প্রকাশিত আল ফাতাওয়াল ইসলামিয়্যাহ গ্রন্থে বলা হয়, যদি কেউ ফারসীতে পড়তে অভ্যস্ত হয় এবং ঐ ভাষায় কুরআন লেখতে চায় তাহলে তাকে বারণ করা হবে।[৫৩]

গ - রশীদ রিদা বলেন, হযরত সালমান সম্পর্কিত যে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তার অর্থ যদি এই হয় যে, তিনি পারস্যবাসীর জন্য সূরা ফাতেহার অনুবাদ লেখে পাঠিয়েছিলেন তাহলে এটা কি করে তাদের বিশুদ্ধ উচ্চারণের উছিলা হতে পারে? তারা ত এটা তাদের ভাষাতেই পড়ছিল। আর যদি বলা হয় তিনি সূরা ফাতিহা ফারসী স্টাইলে লিখে পাঠিয়েছিলেন তাহলে বলা যায় যে, ফারসী স্টাইল তো আরবী স্টাইলের খুব কাছাকাছি। উচ্চারণ অনুশীলনের সাথে এর কোন দখল নেই। আসল কথা হল এ ধরনের বর্ণনা সঠিক নয়।[৫৪]

বিভিন্ন স্টাইলে কুরআন লেখাতে দোষের কিছু নেই। কারণ এতে হরফের আকৃতিতে কোন রকম পরিবর্তন হয়না। যা হয় তা শুধু লেখার ধরনে। আর সব ভাষাতেই বিভিন্ন স্টাইলের প্রচলন আগেও ছিল। এখনও আছে। নতুন নতুন অনেক স্টাইল আবিষ্কারও হচ্ছে। কম্পিউটারের বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন স্টাইলের ফন্ট তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আর যিনি যে স্টাইলের লেখায় পড়তে অভ্যস্ত হন তার জন্য সে ধরনের কুরআন পড়া সহজ হয় বটে। তাই বলে সে অন্য স্টাইলে লেখা কুরআন

---

[৪৯] বায়ানুল গিন্নাসি, ২য় খন্ড, প৩৪৮

[৫০] আল মাজমূ, ৩য় খন্ড, প ২৪২

[৫১] দুররুল মুখতার, ১ম খন্ড, প. ৪৮৬

[৫২] রাদদুল মুহতার, ১ম খন্ড, প. ৪৮৬

[৫৩] আল ফাতাওয়াল ইসলামিয়্যাহ, ১ম খন্ড, প.৪৪

[৫৪] মুজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ, ১০ম খন্ড, প. ৫১ - ৫৫

www.nagorikpathagar.org

একেবারে পড়তে অক্ষম এমনটি নয়। একটু মনোযোগ দিলেই তিনি তাও পড়তে সক্ষম হন। অতএব এটা কোন যুক্তি হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়্যা বলেন, রাস্‌মুল খাত বা লিখন পদ্ধতির অনুসরণে যদি কেউ কুরআনে কূফী স্টাইলে লেখে তাহলে অসুবিধে নেই। কারণ, শুধুমাত্র একটি স্টাইলেই কুরআন লেখতে হবে এটা কোন মুসলমানের নিকট ওয়াজিব নয়। (অর্থাৎ উস্‌মানী লিখন পদ্ধতিতে যে কোন স্টাইলে কুরআন লেখা যেতে পারে।) অনুরূপভাবে ওয়াও আলিফ দ্বারা লিখিত শব্দাবলীর ক্ষেত্রে উস্‌মানী লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করা ভাল। শব্দটি সাহাবাগণের লিখন পদ্ধতিতেই লেখা হয়েছে।[৫৫]

৯ - ল্যাটিন বর্ণ ল্যাটিন ভাষাভাষীদের পারিভাষিক ও প্রচলিত লেখার একটি প্রকার মাত্র। তাই এটি অন্য ভাষার বর্ণ দ্বারা পরিবর্তন যোগ্য। অন্যান্য ভাষাও অনুরূপভাবে একের পর এক পরিবর্তন হতে পারে। এখন যদি পাঠের সুবিধার্থে অন্য বর্ণে কুরআন লেখার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয় তাহলে যখনি কোন ভাষা বা বর্ণে পরিবর্তন আসবে তখনি সেই বর্ণে কুরআন লেখাতেও পরিবর্তন আসতে বাধ্য। একই কারণে লিখন পদ্ধতির প্রচলিত নিয়মেও দেখা দেবে দ্বিমত। আর এভাবে একেকটি বর্ণের জন্য একেকটি প্রতিবর্ণ[৫৬] নির্ধারণ বা কোথাও কম আবার কোথাও বেশি বর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে কুরআনে বিকৃতি ঘটবে। এভাবে আশঙ্কা দেখা দেবে পঠন পদ্ধতিতে বিতর্কের। কাল ও যুগের পরিক্রমায় এক সময় এতে সৃষ্টি হবে মিশ্রণ, সংশয় ও সন্দেহের। একেক কপিতে একক ধরনের উচ্চারণ ও বানান বিভ্রাটের কারণে ইস্‌লামের শত্রুরা কুরআনে অপবাদ দেয়ার চমৎকার সুযোগ পেয়ে যাবে। এটি ঠিক সেই ধরণেরই আপদ যে আপদে নিপতিত হয়েছিল পূর্ববর্তী আস্‌মানী গ্রন্থসমূহ যখন সেগুলোতে তৎকালিন ব্যক্তিরা অবৈধ হস্তক্ষেপ করেছিল। বিশৃংখলা ও ফিতনা ফাসাদের পথ রুদ্ধ করা এবং দ্বীনের মৌলিকত্ব সংরক্ষণে ইস্‌লামী শরীয়ত প্রথম থেকেই এ ধরনের সকল প্রয়াসের পথ রুদ্ধ করে দেয় এবং সমূলে তা নিষিদ্ধ করে।[৫৭]

১০ - যদি এতে অনুমতি প্রদান বা স্বীকৃতি দেয়া হয় তাহলে আল্লাহর কিতাব মানুষের হাতে খেলনার বস্তুতে - নাউযুবিল্লাহ - পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

---

[৫৫] মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ১২/৪২০, কিতাবাতুল মাসহাফ, প২২ - ২৩

[৫৬] যেমন ث বর্ণের জন্য কেউ প্রতিবর্ণ নির্ধারণ করেছেন 'থ' আবার কেউ ব্যাবহার করেছেন 'স' আবার কেউ গ্রহণ করেছেন 'ছ'।

[৫৭] ল্যাটিন বর্ণে কুরআন লিখন, মুজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ, ১০ম খন্ড, প৫০

www.nagorikpathagar.org

যখনই মানুষের কুরআন লেখার ক্ষেত্রে কোন চিন্তার উদ্রেক হবে সাথে সাথেই সে তা বাস্তবায়নের জন্য উঠে পড়ে লেগে যাবে। তখন কেউ হিব্রু ভাষায় আবার কেউ সুরয়ানী ভাষায় কুরআন লেখার প্রস্তাব দেবে। আর এধারা চলতে থাকবে অব্যাহত গতিতে। এ ক্ষেত্রে তারাও সহজীকরণ, অসুবিধা দূরীকরণ, জ্ঞানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ, ব্যাপক প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি, এবং দলিল প্রমাণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি জাতীয় ঠিক সেই যুক্তিগুলোই উপস্থাপন করবে। এ যে কত বড় বিপজ্জনক তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।[৫৮]

হযরত মালেক ইবনে আনাস বাদশাহ রশীদ অথবা তার দাদাকে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর কর্তৃক হযরত ইবরাহীম খলীল আলাইহিস্ সালামের মূল আকৃতিতে বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মাণের লক্ষ্যে আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান নির্মিত কাবা শরীফ না ভাঙ্গার উপদেশ দিয়েছিলেন। কারণ, এতে করে পরবর্তীতে কাবা শরীফ শাসকগোষ্ঠীর হাতের খেলনাতে পরিণত হওয়ার আশংকা দেখা দেবে।[৫৯]

শিফাউল গারাম নামক গ্রন্থে তাকিউদ্দীন ফামী বলেন, 'বাদশাহ রশীদ অথবা তার দাদা মানসূরও একবার ইচ্ছা করলেন যে, হাজ্জাজ নির্মিত কাবা শরীফ ভেঙ্গে ইবনে যুবায়ের নির্মিত আকৃতিতে পুনঃ নির্মাণ করবেন। ইমাম মালিক ইবনে আনাস তাকে এ ধরনের কিছু করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়ে বল্লেন, তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আল্লাহর ঘরকে রাজা বাদশাদের খেলনায় পরিণত করোনা। এদের কেউ যখনই বাইতুল্লাহর ডিজাইন পরিবর্তনের ইচ্ছা করবে সাথে সাথে তা বাস্তবায়ন করবে। আর এভাবে চলতে থাকলে মানুষের মন থেকে কাবা শরীফের মান মর্যাদা ও গাম্ভির্যতা নিঃশেষ হয়ে যাবে। এরপর তিনি বলেন, এ বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, درء المفاسد أولى من جلب المنافع। অর্থাৎ লাভের চেয়ে ক্ষতি নিবারণই উত্তম। এবং ফেকাহ শাস্ত্রে এটি একটি বহুল প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য মূলনীতি।[৬০]

১১ - ফিকাহ শাস্ত্রের একটি মূলনীতি হলো, হারাম পরিণতির সকল উপাদান বা মাধ্যমও হারাম। যেমন ফরয বা ওয়াজিব পরিণতির সকল উপাদান বা মাধ্যমও ফরয বা ওয়াজিব। অতএব বাংলা ইংরেজীসহ অনারবী বর্ণে ও উচ্চারণে কুরআন

---

[৫৮] প্রাগুক্ত

[৫৯] প্রাগুক্ত

[৬০] প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

লেখা হলে তা নিশ্চিত হারাম পরিণতি (কুরআনের সার্বিক যথা উচ্চারণিক, বর্ণিক ও শাব্দিক বিকৃতি এবং এ কারণে সৃষ্ট অপব্যাখ্যা) ডেকে আনবে বিধায় তাও হারাম।

বাংলা ইংরেজী তথা অনারবী বর্ণে কেন কুরআন লেখা যাবে না

উপরের আলোচনা থেকে নিশ্চিতভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বাংলা ইংরেজী তথা অনারবী বর্ণে কেন কুরআন লেখা যাবে না। কারণগুলো সংক্ষিপ্তাকারে এভাবে সাজানো যেতে পারে।

১ - আল্লাহ্ কর্তৃক কুরআনকে সহজ করার ঘোষণা অস্বীকার করা হবে।

২ - প্রতিবর্ণায়ন অসম্ভব বিধায় কুরআন লিখনে উচ্চারণে বিকৃতির দ্বার উন্মুক্ত হবে।

৩ - উচ্চারণ বিকৃতির ফলে নিশ্চিত অর্থ বিকৃতি ঘটবে।

৪ - রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী সাহবাগণের উপস্থিতি ও পরবর্তী প্রয়োজনকে সামনে রেখে প্রচলিত ভাষা ও বর্ণে কুরআন লেখা হয়নি।

৫ - এতে অমান্য করা হবে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ।

৬ - লংঘিত হবে কুরআন লিখন পদ্ধতিতে সাহাবা ও আইম্মায়ে কিরামের সর্বসম্মত ইজমা।

৭ - আল্লাহর কিতাব -আল্লাহর পানাহ- মানুষের হাতে পরিণত হবে খেলনার বস্তুতে।

৮ - সৃষ্টি হবে বিভিন্ন ভাষার - এমনকি একই ভাষার - উচ্চারণে কুরআন নামের বিচিত্র গ্রন্থের, যেগুলোর একটির সাথে অন্যটির কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

৯ - দুশমনদের জন্য কুরআনে অপবাদ দেয়ার মহা সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১০ - আরবীতে কুরআন তিলাওয়াত অসাধ্য কিছু নয়।

১১ - সৃষ্টি হবে নানান জটিলতা বিভ্রাট ও সমস্যা।

www.nagorikpathagar.org

অনারবী বর্ণে কুরআন লেখার সমস্যা

▲ প্রতিবর্ণায়ন সমস্যা

প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে সঠিক ও সুষ্ঠু কোন নীতিমালা না থাকায় উচ্চারণে দেখা যায় বিভিন্নতা যার প্রভাব পড়ে বানানের ক্ষেত্রে। একই শব্দ লেখা হয় বিভিন্নভাবে। তাই উচ্চারণ ও বিশেষ করে বানান বিভ্রাট অবসানের লক্ষ্যে আরবী-ফারসী বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন কর্তৃক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত হয় একাধিক কমিটি। যেমন,

১. পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি। মার্চ ১৯৪৯ইং।

২. বাংলা একাডেমী। ১৩৭০বঙ্গাব্দ।

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৭ইং।

৪. পূর্ব পাকিস্তান স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড। ১৯৬৭ইং।

৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিবর্ণীকরণ কমিটি। অক্টোবর ১৯৭৯ইং।[৬১]

ব্যক্তি পর্যায়েও চলে এ সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা। এদের মধ্যে রয়েছেন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ। কিন্তু সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্তে কেউ উপণীত হতে পারেননি। ফলে অবস্থা যা দাঁড়ায় এ, টি, এম, ফাখরুদ্দীনদের ভাষায়, 'আরবী হরফ সমূহের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন বা অনুলিখনের ক্ষেত্রে যেহেতু কোন সুষ্ঠু ও স্বীকৃত নীতিমালা নেই তাই এক এক বইতে এক এক রকমভাবে লেখা থাকে। যদিও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ এ বিষয়ে লিখেছেন এবং তৎপরবর্তীতেও অনেকে আলোচনা করেছেন, কিন্তু এ সমস্যার সমাধান হয়নি।[৬২] বরং দ্বিধা-সন্দেহ আরো বেড়ে গেছে, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুসৃত নীতি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির নীতির সাথে বিসদৃশ্য, আবার বাংলা একাডেমীর অভিধানের সাথে অন্যান্য বইয়ের নীতি মেলেনা। আর এতে করে শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠক বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এমনকি মাদ্রাসা শিক্ষিত অনেক লোকও তা বুঝে উঠতে পারে না।[৬৩]

---

[৬১] প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা, ইস্‌লামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইস্‌লামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প.২

[৬২] আরবী বাংলা অভিধান, প.চব্বিশ

[৬৩] আরবী বর্ণের প্রতিবর্ণায়নঃ একটি ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা, প.৮৯

www.nagorikpathagar.org

যে কোন ভাষাকে বুঝতে হলে অবশ্যই তার নিজস্ব ভাবধারা ও স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রেখে সেই আলোকেই বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। এমন কোন পন্থা বা পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না যাতে করে ভাষার বিকৃতি ঘটে এবং ভাষা তার আপন ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে। প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে ধ্বনিই হবে একমাত্র বিচার্য। কারণ, বর্ণ বা হরফ এগুলো সেই ধ্বনির প্রতীক হিসাবেই নির্ধারিত। এ প্রসঙ্গে ড. আব্দুল হাই বলেন, 'ধ্বনিবিজ্ঞানীদের কাছে ধ্বনির অক্ষর বা প্রতীক বড় নয়, ধ্বনিই সর্বেসর্বা। তাদের মতে যে কোন প্রতীকের সাহায্যেই যে কোন ধ্বনির প্রতিলিপি নির্মাণ করা যায়, তবে সুবিধা-অসুবিধার কথা ভেবে তাঁরা তা করেন না। প্রাচীন সংস্কার এবং অক্ষরের ঐতিহাসিক মূল্যকেই বড় স্থান দিয়ে থাকেন।'[৬৪]

এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, আরবী শব্দের বানান শুদ্ধির ব্যাপারটি অতীব জটিল। এ জন্য বিভিন্ন ভাষায় প্রতিবর্ণায়নের (Translation) ব্যবস্থা রয়েছে। যেহেতু আরবীতে এমন কতক বর্ণ আছে যা আর কোন ভাষায় নেই, তাই উচ্চারণ ও প্রতিবর্ণায়নের বেলায় সহজ সমাধান লাভ করা দুরূহ।[৬৫]

▲ বাংলা ও ইংরেজী প্রতিবর্ণায়ন সমস্যা

প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষণীয় যে, এক ভাষার একটি নির্ধারিত ধ্বনি যার জন্য প্রতীক হিসাবে নির্দিষ্ট বর্ণ বা হরফ রয়েছে অন্য ভাষায় এমন কোন বর্ণ বা হরফ আছে কিনা যা সেই একই ধ্বনির হুবহু প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে? যদি থেকে থাকে তাহলে একটি অপরটির প্রতিবর্ণ হতে পারে। যেমন বাংলার (ব) বর্ণ আরবীতে যার প্রতিবর্ণ হতে পারে (بِ) ইংরেজীতে (ই)। অনুরূপভাবে আরবীর (بِ) বাংলায় যার প্রতিবর্ণ হতে পারে (ব) ইংরেজীতে (ই)। যেহেতু কুরআনুল কারীম আরবীতে তাই এখানে আরবীকেই মূল ধরে এর প্রতিবর্ণায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

সর্বসম্মতভাবে আরবী হরফ আটাশটি। তবে কেউ হরূফে মাদ্দকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হরফ মনে করেন। এদের নিকট আরবী হরফ একত্রিশটি। আবার কেউ কেউ শুধু মাত্র আলিফকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হরফ মনে করেন। এদের নিকট আরবী হরফ

---

[৬৪] ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, বর্ণ মিছিল, ড. আব্দুল হাই, ঢাকা, ১৯৭৫, প৭০

[৬৫] কুরআন পরিচিতি, ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, প.২২৬

www.nagorikpathagar.org

ঊনত্রিশটি।

ইংরেজী বর্ণ ছাব্বিশটি যা আরবী হরফ সংখ্যা হতে কম। অতএব ইংরেজীতে আরবীর প্রতিবর্ণায়ন যে সম্ভব নয় তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তা ছাড়াও আরবীতে এমন কিছু হরফ রয়েছে যার প্রতিবর্ণায়ন ইংরেজীতে একেবারেই অসম্ভব। তবে আরবী যে হরফগুলোর প্রতিবর্ণ ইংরেজীতে পাওয়া যায় সেগুলো নিম্নরূপ

ا	ب	ر	ف	ك	ل	م	ن	هـــ
A	B	R	F	K	L	M	N	H

অন্যান্য বর্ণগুলোর প্রতিবর্ণায়ন বড়ই জটিল। না, হাস্যকরও বটে। আরবী একাধিক বর্ণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে ইংরেজীতে মাত্র একটি বা দু'টি বর্ণ। মজার ব্যাপার হল আরবী কোন কোন হরফের জন্য ইংরেজীতে ব্যবহৃত হয় দু'টি বর্ণ। মাখরাজ ও গুণাবলীতে এগুলোর মাঝে রয়েছে আকাশ পাতাল ফারাক। নিম্নের ছক তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

خ	ث	ش	ج، ذ ، ز ، ض ، ظ	هـــ	ث، س، ص	د ، ض
KH	TH	SH	J Z	H	S	D

বাংলা বর্ণ সংখ্যা চল্লিশটি। অর্থাৎ আরবীর তুলনায় বাংলা হরফ অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও বেশ কিছু আরবী হরফের হুবহু প্রতিবর্ণ বাংলায় পাওয়া যায় না। বরঞ্চ আরবী হরফের বাংলা প্রতিবর্ণায়নে দেখা দেয় জটিলতা ও সমস্যা।

যেমন প্রাথমিকভাবে পাঁচটি আরবী বর্ণের (ج، ذ، ز، ض، ظ) জন্য একটিমাত্র বাংলা বর্ণ (জ) ব্যবহার করা হত। পরবর্তীতে এগুলোর জন্য বাংলা তিনটি বর্ণের ব্যবহার শুরু হয়। (ذ، ز ظ)এর জন্য (য), (ج)এর জন্য (জ) ও (ض)এর জন্য (দ)। অথচ (দ) আরবী (د)এর হুবহু প্রতিবর্ণ। অনুরূপভাবে আরবী তিনটি (ث، س، ص) এর জন্য বাংলা একটি বর্ণ (স) প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে তা দু'টিতে উন্নীত হয়। (ث) এর জন্য (ছ) ও (س، ص)এর জন্য (স)। মজার ব্যাপার হলো তাও এগুলো আবার সর্বসম্মত নয়। অর্থাৎ যার যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার করেছে। তাছাড়া রয়েছে আরবী দু'টি হরফের জন্য বাংলা একটি বর্ণ। যেমন, (هـــ، ح)এর জন্য (হ), (ق، ك)এর জন্য (ক), (ت، ط)এর জন্য (ত)। এখানে কেউ কেউ বফলা যোগে দু'টি হরফের মাঝে পার্থক্য করার চেষ্টা করেছেন বটে।

www.nagorikpathagar.org

অতএব হুবহু প্রতিবর্ণায়নের জন্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রীতি অনুসারে চৌদ্দটি এবং ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে নয়টি হরফের দরকার হবে।[৬৬] হুবহু প্রতিবর্ণায়নে চৌদ্দটি বর্ণের ক্ষেত্রে প্রায় সবার ঐকমত্য দেখা যায়। সেগুলো যথাক্রমে

ا	ب	ت	ج	خ	د	ر	ش	ف	ك	ل	م	ن	هـ
অ	ব	ত	জ	খ	দ	র	শ	ফ	ক	ল	ম	ন	হ

কিন্তু' ধ্বনি ও উচ্চারণ স্থল বিশ্লেষণে এ সংখ্যা থেকে অন্তত তিনটি হরফ বাদ যাবে। সেগুলো ا ج خ । বিস্তারিত পর্যালোচনা নিম্নরূপঃ

১ - প্রথমতঃ ا (আলিফ)-এর জন্য সকলেই বাংলা প্রতিবর্ণ নির্ধারণ করেছেন (অ)। আসলে আলিফ আরবী বর্ণমালার যবরযুক্ত হরফের পরে দীর্ঘ স্বরচিহ্ন মাত্র। যেমন يْ য়া সাকিন ও وْ ওয়াও সাকিন যের ও পেশ-এর পরে দীর্ঘস্বরে পরিণত হয়। তাই যবরের বাম পাশে আলিফ, যেরের বাম পাশে সাকিনযুক্ত য়া ও পেশের বাম পাশে সাকিনযুক্ত ওয়াও কে হরূফে মাদ্দিয়্যাহ বা দীর্ঘস্বর বর্ণ বলা হয়।

দ্বিতীয়তঃ বলা হয় আলিফের সাথে যখন কোন স্বরচিহ্ন বা কার যুক্ত হয় তখন তা হামযাহ-এ পরিবর্তিত হয়। আসলে আরবী বর্ণমালায় হামযাহ একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বর্ণ। আলিফ কোন স্বয়ং সম্পূর্ণ বর্ণ নয়। কারণ,

১ - আলিফ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া এককভাবে উচ্চারিত হয়না। হামযাহ এককভাবে উচ্চারিত হয়।

২- হামযাহ ও আলিফসহ দীর্ঘ স্বরবর্ণসমূহের উচ্চারণ স্থল এক নয়।

৩ - হামযাহ এর গুণ হল শিদ্দাহ। অর্থাৎ হামযাহ উচ্চারণের সময় ধ্বনি রুদ্ধ হয়। আলিফের গুণ হল রিখওয়াহ বা মৃদুতা ও লীন বা কোমলতা। অর্থাৎ হামযাহ উচ্চারণের সময় ধ্বনি রুদ্ধ হয়না।

তৃতীয়তঃ ড. মুহম্মদ এনামুল হক 'অ' বর্ণের উচ্চারণ- স্থান নির্ধারণ করেছেন কণ্ঠ।[৬৭] অপরদিকে মাওলানা মুহম্মদ আলাউদ্দীন আল্ আয্হারী আলিফ বর্ণের উচ্চারণ -স্থান নির্ধারণ করেছেন কণ্ঠনালী ও মুখের মধ্যস্থিত শুন্য জায়গা।[৬৮]

---

[৬৬] শহীদুল্লাহ রচনাবলী, ১৯৯৫, প৩৮৯। আরবী বর্ণের প্রতিবর্ণায়নঃ একটি ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা, প.৮৯

[৬৭] বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক অভিধান, প২

[৬৮] আরবী বাংলা অভিধান, প১

www.nagorikpathagar.org

বস্তুত কণ্ঠনালী হতে উচ্চারিত বর্ণের নাম হামযাহ। আর মুখের মধ্যস্থিত শুন্য জায়গা যাকে বিশুদ্ধ কুরআন পঠন শিক্ষাশাস্ত্র বা ইলমুত তাজওয়ীদের পরিভাষায় জাওফ جوف বলে এখান থেকে শুধুমাত্র আলিফ উচ্চারিত হয়না। এর সাথে আরো উচ্চারিত হয় মাদ্দের হরফ নামে পরিচিত যেরের বাম পাশে সাকিনযুক্ত ইয়া يْ এবং পেশের বাম পাশে সাকিনযুক্ত ওয়াও وْ। আর এ কারণে অনেকেই হরূফে মাদ্দিয়্যাহ নামে পরিচিত এ তিনটি অক্ষরকে আরবী বর্ণমালায় স্থান দেননি। আরবী বর্ণের সংখ্যা নির্দিষ্ট করেছেন আটাশটিতে। অবশ্য কেউ কেউ একমাত্র আলিফকে একটি স্বতন্ত্র বর্ণ গণ্য করে আরবী বর্ণের সংখ্যা বলেছেন উনত্রিশটি।[৬৯]

চতুর্থতঃ আলিফের প্রতিবর্ণ অ-কে নির্ধারণ করায় যবরযুক্ত আলিফের উচ্চারণ হচ্ছে কারো নিকট (অ)[৭০] আবার কারো নিকট (আ)।[৭১] তাহলে যের ও পেশযুক্ত আলিফের উচ্চারণ হওয়া উচিত ছিল (অি) ও (অু)। কারণ বর্ণের মূল ঠিক রেখেই তার সাথে কার যোগ করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সবাই (ই) ও (উ) উচ্চারণে একমত যা হারাকাতযুক্ত হামযাহর প্রতিরূপ। অতএব আরবীতে আলিফ দীর্ঘস্বরধ্বনির প্রতীক যা যবরযুক্ত অন্য বর্ণের পরে নিজের উপস্থিতি প্রমাণ করে। কোথাও প্রকাশ্যে ও কোথাও গোপনে। যেমন, ملك ও قال। সূরাতুল ফাতিহার ملـــك শব্দটি মীমের উপর খাড়া যবর দিয়ে লেখা হয় যা যবর + আলিফের সমষ্টি। যেমন খাড়া যের ও উল্টা পেশ যথাক্রমে যের + ইয়া সাকিন ও পেশ+ ওয়াও সাকিনের সমষ্টি। আর এ কারণেই আরব দেশগুলোতে মুদ্রিত কুরআন শরীফে খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশের প্রচলন নেই। তারা সরাসরি যবর যের পেশ লেখে মাদ্দ বুঝাবার জন্য তার সাথে ক্ষুদ্রাকৃতির আলিফ, ইয়া ও ওয়াও লেখে দেয়। আর قال শব্দটিতে আলিফ লেখা হয়েছে।

২ - ج - এর প্রতিবর্ণ হিসাবে নির্ণীত হয়েছে (জ)। কিন্তু উচ্চারণ বিশ্লেষণে দেখা যায় (জ) হুবহু ج -এর প্রতিবর্ণ হতে পারে না। কারণ, (জ) প্রশস্ত দন্তমূলীয়

---

[৬৯] আল ওয়াফী ফী শারহিশ শাতাবিয়্যাহ, প৩৯, কাওয়াইদুত তাজওয়ীদ, প৩০, আল মুখতাসারুল মুফীদ, প৮, দুরূসুন ফী ইলমিত তাজওয়ীদ, প৩৯

[৭০] আরবী বাংলা অভিধান, প তেইশ

[৭১] প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা, প১৪

www.nagorikpathagar.org

অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পর্শ ধ্বনি।[৭২] আর ج - এর উচ্চারণ স্থান জিহ্‌বার মধ্যস্থল এবং তালুর মধ্য ভাগ।[৭৩] অর্থাৎ ঘোষ তালব্য স্পৃষ্ট ধ্বনি।[৭৪]

৩ - خ - এর প্রতিবর্ণ হিসাবে নির্ণীত হয়েছে (খ)। কিন্তু উচ্চারণগত কারণে এগুলোও একে অপরের প্রতিলিপি বা প্রতিবর্ণ হতে ব্যর্থ। কারণ, (খ) জিহ্বামূলীয়, পশ্চাত্তালুজাত বা কোমলতালুজাত, অঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনি।[৭৫] আর خ -এর উচ্চারণ স্থান কণ্ঠনালীর উপরের দিক।[৭৬] অর্থাৎ অঘোষ কণ্ঠ্য উষ্ম ধ্বনি।[৭৭]

অতএব দেখা যায় মাত্র এগারটি আরবী হরফের হুবহু বাংলা প্রতিবর্ণায়ন বা প্রতিলিপি পাওয়া যায়। তাই এক কথায় বলা যায় আরবী বর্ণমালার হুবহু বাংলা প্রতিবর্ণায়ন সম্ভব নয়। এবং এ পর্যন্ত কৃত প্রতিবর্ণায়ন দ্বারা বিশুদ্ধ কুরআন লেখা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। এগুলো দ্বারা বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত প্রচলিত ও ব্যবহৃত আরবী শব্দাবলী লেখার অনুমতি দেয়া গেলেও কুরআন লেখার অনুমতি কিছুতেই দেয়া যায় না। কারণ বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত প্রচলিত ও ব্যবহৃত আরবী শব্দাবলী বাংলা ভাষার এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। বলা যায় বাংলা ভাষায় এগুলোর আত্মিকরণ হয়েছে। তাই আরবীর স্বকীয়তা বজায় রাখার স্বার্থে প্রতিবর্ণীত বর্ণমালায় তা লেখা যেতে পারে। কিন্তু কুরআনুল কারীম লেখা যেতে পারে না। এতে কুরআনের উচ্চারণ বিকৃতির পাশাপাশি অর্থ বিকৃতিও ঘটে যা নিঃসন্দেহে হারাম। উচ্চারণ ও অর্থ বিকৃতির বিবরণ পরবর্তীতে উপস্থাপন করা হবে।

সারা বিশ্বে আরবী বর্ণে লিখিত কুরআনে কোন রকম অমিল খুঁজেই পাওয়া যাবে না। অথচ আমাদের দেশে বাংলা উচ্চারণে মুদ্রিত কুরআন শরীফে ব্যবহৃত প্রতিবর্ণায়নে দেখা যায় বিভ্রান্তি। একেকটিতে একেক রকম। অর্থাৎ যার যেমন খুশী প্রতিবর্ণায়ন করে নিয়েছে। কোন নীতিমালার ধার ধেরেছে বলে মনে হয়না। তাই একটির সাথে অন্যটির মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। নিম্নে আমাদের দেশে বিভিন্ন

---

[৭২] বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, প৪১৫

[৭৩] আরবী বাংলা অভিধান, খ২ প১০৫৪

[৭৪] আরবী বর্ণের প্রতিবর্ণায়নঃ এশটি ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা, প২৭৫

[৭৫] বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, প২৭৫

[৭৬] আরবী বাংলা অভিধান, খ২ প১২২৮

[৭৭] আরবী বর্ণের প্রতিবর্ণায়নঃ একটি ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চল্লিশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক্ ১৪০৩, প৯১

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত বাংলা উচ্চারণে কুরআন শরীফ মুদ্রণে শুরুতে যে প্রতিবর্ণায়ন তালিকা দেয়া হয়েছে তাতে গড়মিলের কিছু নমুনা পেশ করা হল।

	নূর[৭৮]	খোশরোজ[৭৯]	বাকুশ[৮০]	শাকুশ[৮১]	পকশ[৮২]	বযোগ[৮৩]
ء	অ/য়	অ'/য়	অ'	আ	আ	সকল ক্ষেত্রেই ব-যোগে প্রতিবর্ণায়ন সমস্যা সমাধানের প্রয়াস চালানো হয়েছে
ث	ছ	ছ	ছ	ছ	ছ	
ج	জ	জ্ব	জ/জ্ব	জ্ব	জ্ব	
ح	হ	হ	'হ	ঘ	ঘ	
ذ	য	য	য	জ	জ	
ز	য	য	য	য	য	
س	স	স	ছ	ছ	ছ	
ص	ছ	ছ	স	ছ্ব	ছ	
ض	দ্ব	দ্ব	দ/ধ	দ্ব	দ্ব	
ط	ত্ব	ত্ব	ত/ত্ব	ত্ব	ত্ব	
ظ	জ	জ	জ/য	জ	জ	
ع	'য়	অ/'অ	'অ/'ই/'ঈ	'আ	আ	
غ	গ	গ	গ্ব/ গ	গ্ব	গ্ব	

---

[৭৮] নূর বঙ্গানুবাদ ক্বোরআন শরীফ, আল্হাজ্ব মাওঃ মোহাম্মদ মোরশেদ আলম, প্রকাশনায়ঃ সোলেমানীয়া বুক হাউস, ৭নং বাইতুল মোকাররম ও ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০ তাফসীর আল-মাদানী, হাফেয মাওঃ হুসাইন বিন সোহরাব, প্রকাশনায়ঃ হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী ৩৮ বংশাল (নতুন রাস্তা) ঢাকা।

[৭৯] কোরআন শরীফ, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

[৮০] বাংলা কুরআন শরীফ, কথাকলি, ঢাকা ও গাইবান্ধা প্রকাশকঃ কথাকলি ৫৮/প্যারীদাস রোড, (বাংলাবাজার) ঢাকা-১১০০

[৮১] শাহনূর কুরআন শরীফ, মাওলানা মাজহার উদ্দীন আহ্মদ, পরিবেশনায়ঃ ছারছীনা প্রকাশনী, ৫৮/১, প্যারীদাস রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা - ১১০০

[৮২] পবিত্র ক্বোরআন শরীফ, বাংলা তাজ কোম্পানী লিমিটেড, ৮. প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

[৮৩] ব - যোগে আল্ কোরআনের প্রতিবর্ণীকরণ, প্রকাশকঃ গ্রাম কল্যাণ মিশন, চট্টগ্রাম (কোরআন গবেষণা ও প্রচার প্রকল্প) বশর বিল্ডিং, ৯৬ মুরাদপুর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

www.nagorikpathagar.org

و	ওয়া, ও/য়, ঔ	-	ইয়া, ই, ঈ	ইয়া	ইয়া
ي	ইয়া,য়া, ইউ, য়	-	ইয়া, ই,ঈ	ইয়া	ইয়া

উপরের ছক থেকেই বুঝা যাচ্ছে অবস্থা কি জটিল। এভাবে প্রতিবর্ণায়নের নামে কুরআনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার তারা কোত্থেকে প্রাপ্ত হল তা বুঝতে আমরা অক্ষম।

আরো এক মহা জটিল সমস্যা রয়েছে। সেটা হল গোল তা (ة) এর সমস্যা। কুরআনুল কারীমে রয়েছে অসংখ্য গোল তা -র ব্যবহার। এর বৈশিষ্ট্য হলঃ

ক - এটা সবসময় শব্দের শেষে যুক্ত হয়।

খ - শব্দটি মিলিয়ে পড়লে উচ্চারণ হবে হারাকাতযুক্ত লম্বা তা (ت) এর মত।

গ - শব্দটিতে ওয়াকফ বা থামলে তার উচ্চারণ সাকিনযুক্ত হা (هـ) এর মত হবে । অথচ এ বিষয়ে কারো কোন নীতিমালা নেই।

গোল তা (ة) জটিলতা আরো প্রকট। অন্য কোন ভাষায় এর প্রতিবর্ণ নেই। এ কারণে পঠন-পাঠনে মিলিয়ে পড়লে লম্বা তা (ت) থেকে কোন অবস্থাতেই একে পৃথক করা যাবে না। বাংলা বর্ণে গোল তা কে (ত) দিয়ে লিখলে ওয়াকফের সময় পাঠক এক বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হবেন। কিভাবে ওয়াকফ করবেন? হা (ه) এর মত করে নাকি লম্বা তা (ت) এর মত করে? তাছাড়া গোল তা (ة) যুক্ত শব্দাবলী বাংলা ভাষায় লেখার ক্ষেত্রে কখনো কখনো এর প্রকাশ ঘটে। আবার উহ্যও থাকে । যেমন, গোল তা (ة) থেকে তৃতীয় অক্ষর যদি যবর অথবা যের অথবা 'য়া' সাকিন হয় তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোল তা (ة) বাংলা লেখায় ও উচ্চারণে উহ্য থাকে। যেমন, كلمة = কালিমা, توبة = তাওবা, نعيمة = নাঈমা। আবার নামের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম দেখা যায়। যেমন, عائشة = আয়েশা, أمينة = আমীনা, طلحة = তালহা। আর যদি সরাসরি মাদ্দের হরফ আলিফের পর অথবা আলিফের পর যবর হয় অথবা তৃতীয় অক্ষর যের হয় তাহলে গোল তা লেখাও হয়

www.nagorikpathagar.org

পড়াও হয়। যেমন. زكـاة = যাকাত, صـلاة = সালাত, أمانة = আমানাত, = هدايـة হিদায়াত। এর ব্যতিক্রমও ঘটে। যেমন, مغفرة = মাগফিরাত। তবে এ নিয়ম বাংলা ভাষায় গ্রহণযোগ্য হলেও কুরআন লেখার ক্ষেত্রে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বর্ণটির বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তাকে দ্বিত্ববর্ণ বলা যেতে পারে। এমন বর্ণ অন্য কোন ভাষায় দেখা যায় না। আর যেহেতু আরবী বর্ণমালায় এটি কোন একক বর্ণ নয় তাই এর প্রতিবর্ণ নির্ণয়ে কেউ সচেষ্ট হননি। তবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কারো কারো প্রস্তাব রয়েছে। যেমন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ ক্ষেত্রে হসন্তসহ 'হ্' বা 'ত' লিখতে প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, 'এ প্রস্তাব মূলত সংকটের সৃষ্টি করে। এজন্য যে 'ত' বা 'হ্' যে যার মত ব্যবহার করলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।' এরপর তিনি এর ব্যবহারিক দিক আলোচনা করে বলেন, এসব ক্ষেত্রে (যে সব গোল 'তা'যুক্ত শব্দে থামার কারণে গোল 'তা'র উচ্চারণ উহ্য থাকে যেমন (عائشة) আয়েশা, (أمينة) আমীনা ইত্যাদি) বিসর্গ লেখা যেত, কেননা বিসর্গকে অঘোষ 'হ' বলা হয় যা হসন্তযুক্ত 'হ্' এর অপর নাম। কিন্তু (ء) হামাযাহ হরফের প্রতিবর্ণ করণের ক্ষেত্রে সমস্যা এড়ানোর জন্য হসন্তসহ 'হ্' লেখাই ভাল। আর নামে 'হারাকাত' বা স্বরচিহ্নসহ পড়া গেলে সেখানে 'তা' উচ্চারণ করতে হয়। সে ক্ষেত্রে প্রতিবর্ণায়নেও 'ত' লেখতে হবে। তবে (ت) 'তা' আল মামদুদাহ (লম্বা তা) থেকে পৃথক করার জন্য 'ত' এর নিচে হসন্ত দেয়া যেতে পারে।'[৮৪]

বাংলায় ব্যবহৃত গোল 'তা'যুক্ত আরবী শব্দাবলীর ক্ষেত্রে এ প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে। যদিও তা অনুপস্থিত। কিন্তু কুরআন লিখনের ক্ষেত্রে অবশ্যই তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, গোল 'তা'যুক্ত শব্দাবলীর প্রচুর প্রয়োগ রয়েছে কুরআনের আয়াতসমূহে। আয়াতের শেষে হলে এগুলো মিলিয়ে পড়া যেতে পারে আবার এগুলোতে থামাও যেতে পারে। আর মাঝে হলে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা পরীক্ষামূলকভাবে কিংবা নিশ্বাসজনিত কারণে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে আবার থামাও যেতে পারে। অতএব গোল 'তা' এর কোন প্রতিবর্ণ বা বিকল্প না থাকায় কুরআনের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়।

---

[৮৪] শহীদুল্লাহ রচনাবলী, ১৯৯৫, ৩৮৯

www.nagorikpathagar.org

▲ হারাকাত বা স্বরচিহ্নের প্রায়োগিক সমস্যা

নুকতা ও হারাকাত প্রসঙ্গে প্রাথমিক কথা

যবর যের পেশ ও নুকতাবিহীন কুরআনই মূল কুরআন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাযুগের প্রথম দিকে কুরআনে অক্ষর পরিচিতির জন্য কোন নুকতা ব্যবহারের প্রচলন ছিলনা। ছিলনা হারাকাতের প্রয়োগ।[৮৫] কারণ, তাঁরা ছিলেন আরব। তিলাওয়াতে তাঁদের কোন ভুল হতোনা। পরবর্তীতে ইস্‌লামী দুনিয়ার বিস্তৃতি লাভ, আরবদের সাথে অনারবদের অবাধ মেলামেশা, সাংস্কৃতিক সামাজিক ধর্মীয় ও পারিবারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হওয়ার কারণে কুরআনের তিলাওয়াত ও কিরাআতে, পঠন-পাঠন উচ্চারণ ও ব্যাকরণে কিছু ভুল ধরা পড়ে। তারই প্রতিক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে হযরত উস্‌মান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাষ্ট্রীয়ভাবে তৃতীয়বারের মত কুরআন সংকলনে ব্রতী হন। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহীহ্ সনদে প্রমাণিত ও কুরআনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মুতাওয়াতির কিরাআতের সমন্বয় সাধনের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। তখনও স্বর চিহ্ন এবং নুকতা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তাই হযরত উস্‌মানের তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয়ভাবে সংকলিত কুরআনও ছিল নুকতা বা হারাকাতবিহীন।[৮৬] কিন্তু সাহাবা যুগের শেষের দিকে আরবদের সাথে অনারবদের মিশ্রণের কারণে কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি দেখা দেয়। অক্ষর পরিচিতিসহ যের যবর পেশ ইত্যাদি নির্ধারণে সৃষ্টি হয় নানারকম জটিলতা। মূল কুরআনের লিখন ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ ঠিক রাখার জন্যও সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে নুক্বতাসহ যের যবর ও পেশ ইত্যাদির প্রয়োগ ও প্রচলনের সূচনা হয়। এ পর্যায়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে তাঁরই নির্দেশে উচ্চারণ বিকৃতি ও ব্যাকরণিক বিভ্রাট হতে উত্তরণের লক্ষ্যে স্বর চিহ্ন ও অক্ষর পরিচিতির জন্য নুকতার প্রচলন করা হয়।

তবে সর্বপ্রথম কে এগুলো প্রণয়ন করেছেন? কে সর্বপ্রথম এর উৎপত্তি ঘটান বা এর উদ্ভাবক কে? এ বিষয়ে তিনটি মত পাওয়া যায়।

ক - 'আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে সর্বপ্রথম নুক্বতা প্রণয়ন করেন 'আবুল আস্‌ওয়াদ দুআলী।

খ - হাসান আল বাস্‌রী ও য়াহয়া ইবন য়া'মার।

---

[৮৫] কিতাবাতুল মাসাহিফ, প১৩

[৮৬] আত তিবয়ান, প.২২৪, কুরআন পরিচিতি, ড, মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, প২১১

www.nagorikpathagar.org

গ - নাসার ইবনে 'আসেম লাইসী।[৮৭]

নুকতা ও হারাকাত ব্যবহার প্রসঙ্গে উলামায়ে কিরামের মতামত

যেহেতু নুক্বতা ও হারাকাতবিহীন কুরআনই ছিল সবার নিকট পরিচিত তাই নুক্বতা ও হারাকাত ব্যবহারে (লিখনে) অনেকেরই ছিল আপত্তি। যেমন, হযরত ইবনে মাস'উদ বলেছেন جردوا القرآن و لا تخلطوه بشيئ অর্থাৎ কুরআনকে (অন্য কিছুর মিশ্রণ হতে) খালি করে দাও। তাকে কোন কিছুর সাথে মিশ্রিত করোনা। নুখামী থেকে বর্ণীত তিনি কুরআনে নুকতার ব্যবহারকে অপছন্দ করতেন। ইবনে সীরীনও কুরআনে নুক্বতা ইত্যাদির ব্যবহারকে মাকরূহ মনে করতেন।[৮৮] শুধু তাই নয় এমনকি তারা সূরার প্রথমে সূরার নাম লেখা আয়াত ও রুকু সংখ্যা ইত্যাদিকেও অগ্রহণযোগ্য মনে করতেন। ইবনু আবী দাউদ বর্ণনা করেন যে, একবার ইমাম নুখামীর নিকট একখানা কুরআন আনা হলো। তাতে লেখা ছিল অমুক সূরা এত আয়াত। তিনি বল্লেন, এগুলো মুছে দাও। কারণ, ইবনে মাস্উদ এটাকে মাকরূহ মনে করতেন।[৮৯] বাইহাকী বলেন, কুরআনের আদব হলো, তাকে বড় করে দেখানো। অতএব বড় করে লেখতে হবে। ছোট করা যাবে না। অক্ষরগুলো জটিল করা যাবে না। কুরআনে যা নেই তা লেখা যাবে না। যেমন, আয়াত সংখ্যা, সাজদা, বিরাম চিহ্ন, বিভিন্ন ক্বিরাআত, মাঝে মাঝে আয়াতের অর্থ।[৯০]

আপত্তির পাশাপাশি আবার এগুলোর ব্যবহার বা লেখারপক্ষে সমর্থনও মেলে। যেমন ইমাম মালেক বলেন, আলেমগণ যে মাস্হাফে পড়াশোনা করেন তাতে নুকতার ব্যবহারে অসুবিধে নেই। তবে মূল মাস্হাফে (অর্থাৎ হযরত উস্মান সংকলিত মাস্হাফ অথবা যেগুলো থেকে কুরআন নকল করা হয়) ব্যবহার করা যাবে না।[৯১] হালীমীর মত হল, কুরআনে দশমাংশ, পঞ্চমাংশ নির্ধারণ, সূরার নাম ও আয়াত সংখ্যার উল্লেখ করা ইত্যাদি হযরত ইবনে মাস্উদের উক্তি অনুযায়ী মাকরূহ। তবে নুকতার ব্যবহার জায়েয। কারণ, নুকতার এমন কোন আকৃতি নেই

---

[৮৭] ইতকান, খ৪ প১৮৪, মুজাল্লাতুল বুহূস্, কিতাবাতুল মাস্হাফ, প.২১
[৮৮] কিতাবাতুল মাসহাফ, প.২১
[৮৯] প্রাগুক্ত
[৯০] প্রাগুক্ত
[৯১] প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

যার দ্বারা মনে হতে পারে যে, কুরআন নয় এমন জিনিসের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। এগুলো তিলাওয়াত বা পড়ার ধরন কি হবে তার চিহ্ন মাত্র। এর উপকারিতা তাদের জন্যই প্রযোজ্য যারা এর মুখাপেক্ষী।[৯২] হাসান (বাস্‌রী) ও ইবনে সীরীন (দ্বিতীয় মত) কুরআনে নুক্বতা ব্যবহারে অসুবিধা নেই বলে মত দিয়েছেন। রাবী'আ ইবনে আবী 'আবদুর রাহমান বলেছেন, হারাকাতের ব্যবহার ও প্রয়োগে কোন অসুবিধে নেই।[৯৩] ইমাম নববী বলেন, কুরআনে নুকতা এবং হারাকাতের ব্যবহার মুস্তাহাব। কারণ, এ পদ্ধতিতে রয়েছে কুরআনকে ভুল ও বিকৃতি হতে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা।[৯৪]

যেহেতু হারাকাত কুরআনের বিশুদ্ধ উচ্চারণের সাথে সম্পর্কিত তাই এটা কুরআনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে ইবনি তাইমিয়্যাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, 'যবর যের পেশ ও নুকতা ইত্যাদি অবশ্যই কুরআনের অংশ' কথাটি কি সঠিক নাকি বাতিল? উত্তরে তিনি বলেন,

الحمد لله رب العــلمين، সাহাবাগণের লিখিত কুরআনে তাঁরা হরফে হারাকাত ও নুকতা ব্যবহার করতেন না। এরপর সাহাবাযুগের শেষের দিকে যখন উচ্চারণ গত ভুল ও বিকৃতি দেখা দেয় তখন তারা কুরআনে নুক্বতা ও হারাকাতের প্রয়োগ শুরু করেন। এটা অধিকাংশ আলিমের মত। আহমাদ হতে বর্ণিত দু'টি মতের এটি একটি। কেউ কেউ এটাকে অপছন্দ করেছেন। তবে সঠিক হল এটা মাকরূহ্ নয়। কারণ, প্রয়োজন (অর্থাৎ কুরআনের মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ন রাখা) এটা করতে বাধ্য করেছে। কুরআনে ব্যবহৃত নুক্বতা ও হারাকাতের হুকুম কুরআনে লিখিত হরফের অনুরূপ হুকুম। এ ব্যাপারে 'আলিমগণের কাছে কোন্ বিরোধ নেই। কারণ, নুক্বতার ব্যবহার বর্ণকে পরস্পর হতে পৃথক করে দেয়। অপরদিকে হারাকাত এ'রাব অর্থাৎ যবর যের ও পেশের স্থান নির্ণয় করে দেয়। আর এগুলো উচ্চারণের মাধ্যমে বাক্য পূর্ণতা লাভ করে। আবূ বাকার ও উমার হতে বর্ণিত তাঁরা দুজনেই বলেছেন, কুরআনের এ'রাব (হারাকাত) আমাদের নিকট কুরআনের কিছু শব্দ মুখস্থ করার চেয়েও বেশি প্রিয়। অতএব ক্বারী যখন (الحمد لله رب العالمين) তিলাওয়াত করেন তখন (আয়াতে উচ্চারিত) পেশ, যবর ও যের কুরআনিক শব্দের পূর্ণতা দান

---

[৯২] প্রাগুক্ত

[৯৩] প্রাগুক্ত

[৯৪] প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

করে।[৯৫]

উল্লেখিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম দিকে নুকতা হারাকাত ইত্যাদি ব্যবহারে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। এরপর কিছু শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় এবং সর্বশেষে সবাই এটা মেনে নেন।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, কুরআনের লিখন পদ্ধতি পরিবর্তন করা যাবে বা অন্য বর্ণেও কুরআন লেখা যাবে। কারণ,

প্রথমতঃ এতে কুরআনের মৌলিকত্বে বিকৃতি সৃষ্টি হতে বাধ্য যা নুক্বতা ও হারাকাতের ব্যবহারে হয়না। নুকতা ও হারাকাত বা স্বরচিহ্নের ব্যবহার মূলতঃ কুরআনের বর্ণিক ও উচ্চারণগত কারণেই অপরিহার্য ছিল।

দ্বিতীয়তঃ নুকতা ও হারাকাতের ব্যবহার হরফের উপরে নিচে এমনভাবে করা হয়েছে যদি সেগুলো তুলেও দেয়া হয় তাহলে মূল কুরআনে কোনই হেরফের হবেনা। অন্য বর্ণে লিখিত কুরআনে কোনভাবেই এ অনন্য বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখা যাবে না। আর হারাকাত বা স্বরচিহ্নের প্রয়োগ হবে শব্দের শুরু মাঝে নিচে বা শেষে। যেগুলো তুলে দেয়া হলে সে বর্ণ উচ্চারণে কোন বিকল্প থাকবেনা। তা ছাড়া এটা সরাসরি উস্‌মানী লিখন পদ্ধতি বিরোধী যা ইবনুল জাযারী বর্ণীত ও সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত শর্তের পরিপন্থী। আরবী হরফ ও উস্‌মানী লিখন পদ্ধতি ছাড়া এ শর্ত পূরণ অসম্ভব।

হযরত ইবনে মাস্‌উদের নির্দেশ "কুরআনকে অন্য কিছুর মিশ্রণ হতে মুক্ত রাখ" এ সম্পর্কে হারবী তার গারীবুল হাদীস্ গ্রন্থে বলেন, এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে।

ক. তিলাওয়াতে অন্য কিছুর মিশ্রণ হতে কুরআনকে মুক্ত রাখ। তার সাথে অন্য কিছুর মিশ্রণ করোনা।

খ. কুরআন লেখার সময় নুকতা, উশর ইত্যাদি লেখা হতে কুরআনকে মুক্ত রাখ।

বাইহাকী বলেন, এ বক্তব্যে যেটা সুস্পষ্ট তা হলো তিনি তাঁর এ নির্দেশ দ্বারা এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, কুরআনকে অন্যান্য গ্রন্থের সাথে মিশ্রিত করোনা। কারণ, কুরআন ছাড়া আল্লাহর প্রেরিত অন্যান্য কিতাব ইহুদি ও নাসারা থেকে প্রাপ্ত হয়। আর তারা এ বিষয়ে নিরাপদ নয়।[৯৬]

---

[৯৫] মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ১২/১০০ - ১০২, কিতাবাতুল মাসহাফ, প.২৩

[৯৬] ইত্কান ঃ খ৪ প১৮৬ - ১৮৭

www.nagorikpathagar.org

বাংলা ও ইংরেজী স্বরচিহ্ন সমস্যা

১ - বাংলা ভাষায় রয়েছে এগারটি স্বরধ্বনি বা বর্ণ। ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হলে এগুলোর স্বরধ্বনি হিসাবে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন প্রতীক। এগুলোর নাম কার। অ -স্বর ব্যতীত অন্যান্য স্বরধ্বনির পৃথক পৃথক কার আছে। সেগুলো নিম্নরূপঃ

আ	ই	ঈ	উ	ঊ	এ	ঐ	ও	ঔ	ঋ
া	ি	ী	ু	ূ	ে	ৈ	ো	ৌ	ৃ

ইংরেজী ভাষায় স্বরচিহ্ন মূলতঃ পাঁচটি। সেগুলো হল A E I O U। এর সাথে যোগ করা যায় Y কে।

অপরদিকে আরবী ভাষায় মূল স্বর চিহ্ন হচ্ছে মাত্র তিনটি। সেগুলো হল, যবর ـَ যের ـِ ও পেশ ـُ। আরবী পরিভাষায় এগুলোকে হারাকাত বলা হয়।

২ - যবরের কোন প্রতিনিধি বাংলায় পাওয়া যায় না। তাই যবরযুক্ত আরবী হরফের জন্য প্রায়শঃই কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়না। সত্যি কথা বলতে কি; এ কারণে যবরযুক্ত আরবী শব্দের সঠিক উচ্চারণ বাংলায় হয়না। যেমন, نَبِي = নবী, قَلَم = কলম। তবে কখনো কখনো এর ব্যতিক্রমও হয়। তখন যবরের জন্য আকার ব্যবহার হয়। আবার আকার বিহীনও লেখা হয়। যেমন, رَسُوْل = রাসূল, রসূল, مَسْجِد = মসজিদ, মাসজিদ। তবে বর্তমানে যবরের জন্য আকার ব্যবহারে একরকম ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যায়। বাংলা ভাষায় আকার (া) দীর্ঘস্বর। এটি মূলতঃ (ী) ও (ূ) সমকক্ষীয়। অর্থাৎ দীর্ঘস্বর চিহ্নের অনুরূপ। কিন্তু যেহেতু 'অ' এর কোন কার নেই এবং যেহেতু আকারটিই উচ্চারণগত দিক থেকে (ি) ও (ু) এর সমকক্ষীয় সেহেতু যবরের জন্য আকারকেই নির্ধারণ করা হল।[১৭] অর্থাৎ ـَ = আকার (া)।

---

[১৭] যবর সম্পর্কে আলাউদ্দীন আল আযহারীর বক্তব্য নিম্নরূপ, আরবী ভাষার স্বরধ্বনিগুলোর মধ্যে 'যবর' একটা বিচিত্র স্বরবর্ণ। ইহার উচচারণ বাংলা স্বরবর্ণের 'অ' অথবা 'ধা' ইহাদের কোনটাই নয়। বরং এই দুইয়ের মাঝামাঝি একটা ধ্বনি। ইহা অগ্রবর্তী বা পশ্চাদ্‌বর্তী স্বও ও ব্যঞ্জন ধ্বনির দ্বারা হরদম প্রভাবিত হইয়া, কষনও অর্ধ-সংবৃত-'অ', আবার কখনও অর্ধ বিবৃত-'আ'- রূপে উচ্চারিত হইতে থাকে। সুতরাং আরবী- স্বরবর্ণে ইহার উচ্চারণগত অবস্থান অত্যন্ত পিচ্ছিল।' বাংলা একাডেমী আরবী-বাংলা অভিধান। প 'সাতাশ'

আলাউদ্দীন আল আযহারীর বক্তব্য আরবী শব্দমালার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও কুরআনিক প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রজোয্য হবেনা। কুরআনিক ক্ষেত্রে যবর সম্পূর্ণ বিবৃত 'আ' স্বর।

www.nagorikpathagar.org

৩ - যেরের উচ্চারণ বাংলা ভাষায় দু'ভাবে হয়। ইকার (ি) ও একার (ে)। যেমন, كِتَاب = কিতাব, কেতাব। কিন্তু মৌলিকভাবে যেরের জন্য ইকার (ি) নির্ধারিত। অর্থাৎ যের ـِ = ইকার (ি)।

পেশের উচ্চারণও বাংলা ভাষায় হয় দু'ভাবে । উকার (ু) ও ওশার (ো)। যেমন, مُحَمَّد = মোহম্মদ, মুহাম্মাদ। কিন্তু মৌলিকভাবে পেশের জন্য উকার (ু) নির্ধারিত। অর্থাৎ পেশ ـُ = উকার (ু)।

তবে আমি মনে করি যতটুকু সম্ভব আরবী শব্দাবলীর মৌলিকত্ব ও স্বকীয়তা বজায় রাখার স্বার্থে যবরের জন্য আকার যেরের জন্য ইকার ও পেশের জন্য উকার ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

আরবীতে এ তিনটি হারাকাত বা স্বর চিহ্ন ছাড়া অন্য কোন কার ব্যবহার হয়না। তবে হ্যাঁ, আরবী কথপোকথনে একারের প্রয়োগ থাকলেও আমরা যে রেওয়ায়েতে কুরআন তিলাওয়াত করি সে রেওয়ায়েতে শুধুমাত্র একটি শব্দে (ি) ইকারের পরিবর্তে (ে) = একারের প্রয়োগ আছে।[১৮] অবশ্য অন্যান্য রেওয়ায়েতে কাওয়ায়েদ অনুযায়ী নির্ধারিত বেশ কিছু শব্দে একার ও যফালা আকার (্যা) এর ব্যবহার রয়েছে। কিরাআতের পরিভাষায় এগুলোকে যথাক্রমে এমালা (إمالة) ও তাকলীল (تقليل) বলা হয়। তবে এর জন্য কোন নির্ধারিত কার নেই। (ো) ওকারের কোন প্রচলন আরবী কথোপকথনে নেই। কুরআন তিলাওয়াতে তার প্রশ্নই উঠেনা।

৪ - বাংলা ভাষায় দীর্ঘস্বরের জন্য পাওয়া যায় তিনটি স্বর চিহ্ন। আকার (া) দীর্ঘ ইকার (ী) ও দীর্ঘ উকার (ূ)। এ ছাড়াও বাংলায় এক সময়ের বহুল প্রচলিত আরো দু'টি কার পাওয়া যায়। সেগুলোঃ (ৌ) = ঔকার ও (ৈ) = ঐকার। কিন্তু ইংরেজীতে এ ধরনের কোন কার বা প্রতীক পাওয়া যায় না। এ কারগুলো সম্পর্কে পরে আমরা ইলমুত তাজওয়ীদের মাদ্দ ও লীন এর আলোচনায় উপস্থাপন করব।

৫ - এর পাশাপাশি সাকিন বা জযমকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এর উচ্চারণ অর্ধ বিবৃত ধ্বনি। বাংলায় এর জন্য (্) হসন্ত চিহ্ন নির্ধারিত থাকলেও বর্তমানে এর প্রচলন বা ব্যবহার প্রায় উঠে গেছে।

[১৮] শব্দটি হল, (مجريها) । সূরা হূদ ঃ ৪১

www.nagorikpathagar.org

৬ - আরবী ভাষায় আরো একটি চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায় যা তাশদীদ নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে একটি হরফের উচ্চারণ দু'বার করা হয়। বাংলা বা ইংরেজীতে এর বিকল্প বা প্রতিলিপি নেই। তাই বাধ্য হয়েই হয় দিত্ব উচ্চারণের স্বার্থে একই বর্ণকে দু'বার লেখতে হবে যা কুরআনে বর্ণসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটাবে। যেমন, رَبَّ = রাব্বা, RABBA। প্রশ্ন হল, কুরাআনে বর্ণসংখ্যা বৃদ্ধির অনুমতি তারা পেলেন কোথায়?

৭ - ইংরেজীতে যবরের জন্য ব্যবহৃত হয় E । তবে আমি মনে করি এটা (ে) একারের জন্যই বেশী প্রযোজ্য। সৌদী আরবে দেখেছি তারা ইংরেজদের অনুকরণে মাক্কা মাদীনা ও আহমাদ লিখত এভাবে MEKKAH, MEDINAH, AHMED । উচ্চারণ ছিল মেক্কা মেদীনা আহমেদ। কিন্তু পরবর্তীতে তারা E এর পরিবর্তে A দ্বারা বানান সংশোধন করতঃ এভাবে লেখতে শুরু করে MAKKAH, MADINAH, AHMAD । উচ্চারণ মাক্কাহ মাদীনাহ আহমাদ।

৮ - ইংরেজী ভাষায় যেরের জন্য ব্যবহৃত হয় I । এর পাশাপাশি Y এর ব্যবহারও দেখা যায়। পেশের জন্য রয়েছে U । O র ব্যবহারও দেখা যায়। যেমন, MUHAMMAD, MOHAMMAD ।

৯ - নিচের ছকে এক নযরে আরবী বাংলা ও ইংরেজী স্বরচিহ্ন দেখানো হল।

আরবী	যবর	যের	পেশ	যবর এমালা	পেশ এমালা	اَ	ـِي	ـُو	ـَوْ	ـَيْ
বাংলা	া	ি	ু	ে	ো	া	ী	ু	ৌ, াও	ৈ, াই, ায়
ইংরেজী	EA	I	U	E	O	AA	II	UU	OU	AI

অবশ্য এটা বাধ্যতামূলক কোন নিয়ম ছিলনা। যার কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। এখান থেকে প্রমাণ হয় এগুলো পরিবর্তনশীল। তাই বাংলা ও ইংরেজীতে প্রচলিত আরবী শব্দাবলীতে এ সকল নিয়ম ইচ্ছার বাইরে মেনে নিলেও কুরআনের ক্ষেত্রে তা একেবারেই প্রযোজ্য নয়।

১০ - কিন্তু কেন? কারণ, আরবী ও বাংলা-ইংরেজীতে স্বর চিহ্ন ব্যবহার ও প্রয়োগে মৌলিক প্রার্থক্য হল আরবী স্বর চিহ্নের ব্যবহার হয় হরফের উপরে বা নিচে যা কোন অবস্থাতেই কুরআনের মৌলিকত্ব ও লিখন পদ্ধতিকে ব্যাহত করেনা। অপরদিকে বাংলা-ইংরেজীতে স্বর চিহ্ন ব্যবহার হয় শব্দের প্রথমে মাঝে এবং শেষে। আর এটা সাহাবায়ে কিরামগণের ইজমাভিত্তিক গৃহীত কুরআন লিখন পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং কুরআন লিখন পদ্ধতির বিকৃতি যা কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। তা ছাড়া এটা কুরআনের শব্দাক্ষরের বিন্যাসকে অবশ্যই প্রভাবিত

www.nagorikpathagar.org

করে ও হরফ সংখ্যায় হ্রাস বৃদ্ধি ঘটায় যা কুরআনের তাহরীফ বা বিকৃতিরই নামান্তর। আর এটা অকাট্যভাবেই হারাম।

ইলমুত তাজওয়ীদের প্রায়োগিক সমস্যা

ইলমুত তাজওয়ীদ কি ও কেন?

আভিধানিক অর্থে সৌন্দর্যকরণ ও উৎকর্ষ সাধনকে তাজওয়ীদ বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতকে বুঝানো হয়। কুরআন তিলাওয়াতে বেশ কতগুলো বিষয় ও নিয়মনীতি রয়েছে যেগুলো মেনে চলা পাঠকের জন্য অবশ্যই জরুরী। নিয়মগুলো আরবী একক ও সংযুক্ত বর্ণকে ঘিরে আবর্তিত। একক বর্ণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর মাঝে রয়েছে হরফের মাখরাজ বা উচ্চারণ স্থল এবং সিফাত বা গুণাবলী। সংযুক্ত বর্ণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর মাঝে রয়েছে মাদ্দ, গুন্না, মোটা - চিকন করে পড়া ইত্যাদি। এগুলো প্রয়োগ করা না হলে তিলাওয়াতে বিভিন্ন ধরনের ভুল হবে। এর কতগুলো যেমন শ্রুতি মাধুর্যতায় বিভ্রাট ঘটাবে তেমনি অনেক ক্ষেত্রে অনাকাংখিত অর্থ বিকৃতিতেও প্রভাব ফেলবে। ভুল উচ্চারণের কারণে নিশ্চিত অর্থবিকৃতি ঘটবে। এটা শুধু আশঙ্কার কথা বা অবাস্তব নয়, বরঞ্চ এটা রূঢ় বাস্তবতা এবং এ আশঙ্কা রয়েছে ষোল আনা। তাই এসব ভুল থেকে কুরআনকে হিফাযত করা ও পাঠকবর্গকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিশুদ্ধ কুরআন পঠন শিক্ষাশাস্ত্র বা ইলমুত তাজওয়ীদ।

অতএব কারো কারো মতে আরবী একক বা সংযুক্ত বর্ণের সাথে সম্পর্কিত নিয়মাবলীকে ইলমুত তাজওয়ীদ বলে। বা এও বলা যেতে পারে যে, একক ও সংযুক্ত হরফের যথাযথ প্রাপ্য ও অধিকার নিশ্চিতকরণকে ইলমুত তাজওয়ীদ বলে।[৯৯] তাই বলা যায়, 'যেসব নিয়মাবলী জানার মাধ্যমে নির্ভুল কুরআন তিলাওয়াতের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় তাকে ইলমুত তাজওয়ীদ বলা হয়'। অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, 'যে জ্ঞান দ্বারা সঠিক উচ্চারণসহ বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা যায় তাকে ইলমুত তাজওয়ীদ বলে'। ইলমুত তাজওয়ীদের মূল বিষয় হল কুরআনুল কারীম।[১০০] আর কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াতের সময় ভুল ও বিকৃত উচ্চারণ হতে জিহ্বাকে হিফাযত করা এর লক্ষ্য

---

[৯৯] দুরূসুন ফী ইলমিত তাজওয়ীদ, প.২৬

[১০০] প্রাগুক্ত, প২৭, হিদায়াতুল ক্বারীঃ ৩৮

www.nagorikpathagar.org

ও উদ্দেশ্য।[১০১]

📖 ইলমুত তাজওয়ীদ জানার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ পাক সকল আকেল বালেগ মুস্‌লিম নর - নারীর উপর সালাত ফরয করেছেন। আর সালাতে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করাও করেছেন ফরয। আর কুরআন পাঠ যদি শুদ্ধ না হয় তাহলে সালাত শুদ্ধ হবে না। তাই সকল আকেল বালেগ নারী পুরুষের জন্য আল্লাহর কালাম কুরআনুল কারীম বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে জানা ফরযে আইন। আর ইলমুত তাজওয়ীদ ছাড়া বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত অসম্ভব। এ কারণেই বিষেশজ্ঞ আলিমগণ ইলমুত তাজওয়ীদকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

ক. ইলমুত তাজওয়ীদের নিয়মাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

খ. নিয়মাবলী প্রয়োগকরণ।

প্রথমটি সম্পর্কে তাঁদের মত হল এটা ফরযে কিফায়া। কারণ, সবার পক্ষে ইলমুত তাজওয়ীদের খুঁটিনাটি বিশদভাবে জানা কষ্টসাধ্য ও দুষ্কর। তবে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ইলমুত তাজওয়ীদের নিয়মানুযায়ী তিলাওয়াত করা সবার জন্য ফরয। এ ব্যাপারে কিন্তু কারো দ্বিমত নেই।[১০২] এখানে এ প্রশ্ন অবান্তর যে, নিয়মাবলী জানা না থাকলে কিভাবে তা প্রয়োগ করা হবে? কারণ আমরা দেখতে পাই অসংখ্য শিশু ছোটবেলা কুরআন শরীফ পড়তে শিখে। যোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ইলমুত তাজওয়ীদ সম্পর্কে তেমন জানা না থাকা সত্ত্বেও তারা মাদ্দ গুন্নাহ ইত্যাদির প্রয়োগে চমৎকার আকর্ষণীয় ও সমধুর সুরে কুরআন তিলাওয়াতে সক্ষম।

বাংলা বর্ণে লিখিত কুরআনে উপেক্ষিত ইলমুত তাজওয়ীদ

বাংলা বর্ণে লিখিত কুরআনে ইলমুত তাজওয়ীদ পুরোপুরি উপেক্ষিত। মাখরাজ ও সিফাতের সাথে সম্পর্কিত ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিবর্ণায়ন জটিলতা যা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে লিখন পদ্ধতিকে করেছে আরো জটিলতর। মাদ্দ, গুন্নাহ ও এদের প্রকারসমূহ নির্ধারণে নেই কোন সুষ্ঠু নিয়মনীতি। স্বরচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে এমনভাবে যা সর্বসম্মত কুরআন লিখন পদ্ধতির পরিপন্থী। এছাড়াও রয়েছে আরো কিছু বিষয়

---

[১০১] দুরূসুন ফী ইলমিত তাজওয়ীদ, প২৮ ও ৩৮ ও আর-রাইদঃ ৪

[১০২] দুরূসুন ফী ইলমিত তাজওয়ীদ, প.২৬ - ২৭, হিদায়াতুল ক্বারীঃ প৩৯, আল - মুখতাসারুল মুফীদঃ প৮, কাওয়াইদুত তাজওয়ীদঃ প২৫

www.nagorikpathagar.org

যার কোন সমাধান নেই। তারতীলের সহিত কুরআন তিলাওয়াত বা বিশুদ্ধ কুরআন পাঠে এগুলো জানার কোন বিকল্প নেই।

এখন প্রশ্ন হল, বাংলা ইংরেজী বর্ণে কুরআন লেখা হলে ইলমুত তাজওয়ীদেও নিয়মাবলী প্রয়োগ কি সম্ভব? সম্ভব হবে কি তাজওয়ীদেও সকল ব্যবহারিক কলা কৌশল ফুটিয়ে তোলা?

উত্তর, না, কখনো নয়। এটা অসম্ভব। অবাস্তব। বরঞ্চ এতে পুরো ইলমুত তাজওয়ীদকেই অকার্যকর করা হবে। তখন কেউ আর তাজওয়ীদ নিয়ে ভাববেনা। আর এভাবে সে ভাষায় একটা জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে কুরআনে বিকৃতির পথ হবে প্রশস্ত। সর্ব সম্মত ইজমার সিদ্ধান্ত হবে লংঘিত। এখানে বাংলা ইংরেজী বর্ণে কুরআন লেখা হলে ইলমুত তাজওয়ীদ কি ভাবে উপেক্ষিত হয় তার অসংখ্য নমুনা হতে কিছু তুলে ধরছি।

ক - উচ্চারণ বিভ্রাট ও জটিলতা

ইতিপূর্বে আরবী হরফের বাংলা ইংরেজী প্রতিবর্ণায়ন জটিলতা বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে। সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি আরবী একাধিক হরফের জন্য বাংলা ইংরেজীতে ব্যবহার হয় একটি বা দু'টি বর্ণ। এমতাবস্থায় বাংলা ইংরেজী বর্ণ হতে সঠিক আরবী হরফ নির্ণয় অসম্ভব। ফলে দেখা দেবে উচ্চারণ বিভ্রাট। আর নতুন প্রতিবর্ণ সৃষ্টি তাও অবাস্তব। কারণ, সর্বসম্মতভাবে তা স্বীকৃত হবেনা এবং তাও হবে পরিবর্তনশীল। উচ্চারণ বিভ্রাট ও প্রতিবর্ণিক বিকৃতির আলোচনায় তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

খ - নূন সাকিন ও তানওয়ীনের প্রয়োগ জটিলতা।

প্রথমতঃ আরবী ভাষায় নূন সাকিন ও তানওয়ীন উচ্চারণে এক হলেও তাদের মাঝে রয়েছে বিভিন্ন পার্থক্য। নিম্নে আমরা কয়েকটি পার্থক্য তুলে ধরছি।

✔ নূন সাকিন

১ - সাকিনযুক্ত নূনকে নূন সাকিন বলা হয়। এর প্রতীক হল, نْ

২ - নূন সাকিন এর নূন টি আসল।

৩ - নূন সাকিন এর নূন টি লিখিত ও উচ্চারিত।

৪ - নূন সাকিন এর নূন টি মিলিয়ে অথবা থেমে পড়লে উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চারতি ও বিরাজমান। যেমন, وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ । مِنْ শব্দটিতে

www.nagorikpathagar.org

থামুন অথবা পরের সাথে মিলিয়েই পড়ুন এখানে নূনটি যেমন উচ্চারতি হবে তেমনি লেখায় বহাল থাকবে।

৫ - নূন টি শব্দের মাঝেও আসে, শেষেও আসে। যেমন, مِنْكُمْ, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى

✔ তানওয়ীন

১ - তানওয়ীন উচ্চারণে সাকিনযুক্ত নূনের অনুরূপ। তবে প্রতীক হিসাবে দু'যবর দু'যের ও দু' পেশ ব্যবহর করা হয়। ًـــٍـــٌ

২ - তানওয়ীনের নূনটি বাড়তি।

৩ - তানওয়ীনের নূনটি উচ্চারিত, তবে লিখিত নয়। যেমন,

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيْدٌ

৪ - মিলিয়ে পড়লে তানওয়ীনের নূনটি উচ্চারিত হবে। কিন্তু থেমে পড়লে নূনটি থাকবে অনুচ্চারিত। যেমন, بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيْدٌ। قُرْآنٌ অথবা مَجِيْدٌ যে শব্দটিতেই থামুন না কেন এখানে তানওয়ীনের নূন উচ্চারিত হবেনা। সোজা নূন ও দালকে সাকিন করে পড়তে হবে। তবে মিলিয়ে পড়লে নূনটি হবে উচ্চারিত ।

শুধু তাই নয়, তানওয়ীনের দু'যবর বিশিষ্ট শব্দ লেখতে হবে আলিফ দিয়ে। কারণ, এ ধরনের শব্দে থামলে সেখানে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا। এখানে سُبَاتًا শব্দটি মিলিয়ে পড়লে তানওয়ীনের নূনটি উচ্চারিত হবে। তবে যদি আপনি এ শব্দে থেমে যান তাহলে আপনাকে (তা) এক আলিফ পরিমাণ টেনে থামতে হবে।

৫ - তানওয়ীন শুধুমাত্র শব্দের শেষে আসে।

বাংলা-ইংরেজী ভাষায় নূন সাকিন ও তানওয়ীনের কোন প্রতিলিপি নেই। নেই এ দু'টোকে পার্থক্য করার কোন ফর্মুলা। তাই নূন সাকিনের জন্য বাংলায় (ন) এবং ইংরেজীতে (N) ব্যবহার করা গেলেও তানওয়ীনের জন্য নেই কোন প্রতিলিপি। আর যদি বিকল্প হিসাবে (ন) ও (N) ব্যবহার করা হয় তাহলে তা কুরআনে অক্ষর বৃদ্ধির

www.nagorikpathagar.org

দায়ে অভিযুক্ত হবে যা কেউ মেনে নেবেনা। তা ছাড়া তখন নূন সাকিন ও তানওয়ীন নির্ণয় করা হবে অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ নূন সাকিন ও তানওয়ীন হল গুন্নাহর উৎস। আর এগুলোকে ঘিরেই আবর্তিত হয় ইযহার, ইদগাম, ইকলাব ও ইখফার প্রয়োগ।

বাংলা-ইংরেজী উচ্চারণের কুরআনে বিশেষভাবে ইদগাম ও ইকলাবের অবস্থা যে কি তা বর্ণনাতীত। এ ক্ষেত্রে কিভাবে কুরআনের বিকৃতি ঘটে তা আমরা স্বর চিহ্ন কেন্দ্রিক বিকৃতি পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করব।

গ - হুরূফে মাদ্দ ও লীন প্রয়োগ জটিলতা

কুরআনুল কারীমে প্রচুর শব্দ রয়েছে যেগুলো টেনে পড়তে হয়। আবার কোথায় কতটুকু টেনে পড়তে হবে তার জন্যও রয়েছে কিছু নিয়মকানুন। এই টেনে পড়াকে মাদ্দ বলে। মাদ্দ আবার বিভিন্ন প্রকারের হয়। এর মধ্যে বহুল ব্যবহৃত মাদ্দ হল মাদ্দে তাবায়ী যাকে মাদ্দে আসলী ও মাদ্দে যাতীও বলা হয়। অন্যান্য মাদ্দের মাঝে আরো একটি মাদ্দ রয়েছে যাকে মাদ্দে লীন বলে। এখানে এ দু'টি মাদ্দের আলোচনা উপস্থাপন করা হল।

প্রথমতঃ আরবীতে মাদ্দ এর জন্য নির্ধারিত কোন হারাকাত না থাকলেও রয়েছে হুরূফে মাদ্দ বা মাদ্দের হরফ। সেগুলো হল, যবরের বাম পাশে আলিফ ـــَا। যেরের বাম পাশে ইয়া সাকিন ـــِيْ। পেশের বাম পাশে ওয়াও সাকিন ـــُوْ। এগুলোর কারণে উচ্চারণে কিছু টান হবে। আরবী পরিভাষায় এ টানকেই মাদ্দ বলা হয়।

বাংলা ভাষায় দীর্ঘস্বরের জন্য পাওয়া যায় তিনটি স্বরচিহ্নঃ আকার (া), দীর্ঘ ইকার (ী) ও দীর্ঘ উকার (ূ)। কিন্তু বাংলা ভাষায় আরবী শব্দে দীর্ঘ ইকার ও দীর্ঘ উকারে কিছু টান হলেও আকারের ক্ষেত্রে তা একেবারে হয়না বল্লেই চলে। তাই ইসলামী ফাউন্ডেশন এ সমস্যা নিরসনে মাদ্দের পরিমাণ বুঝে আকার (া) যথা দুই তিন.. .. (াা) (াাা) বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে।

আর ইংরেজীতে মাদ্দ বা টেনে উচ্চারণের জন্য নির্দিষ্ট কোন বর্ণই নেই। সে ক্ষেত্রে যবরকে মাদ্দ বা টেনে পড়ার জন্য দু'টো (AA) যেরকে টেনে পড়ার জন্য দু'টো আই (I I) বা দু'টো ই (E E) এবং পেশকে টেনে পড়ার জন্য দু'টো ইউ (UU) বা দু'টো ও (O O) ব্যবহার করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয়তঃ মাদ্দে লীন। যবর পরবর্তী ওয়াও ও ইয়া সাকিনযুক্ত শব্দে থামলে যে টান হয় তাকেই মাদ্দে লীন বলে। যেমন, قُـرَيْـشٍ ، خَـوْفٍ । আর যবর পরবর্তী ওয়াও ও ইয়া সাকিনকে হারফে লীন বলে।

বাংলা ভাষায় এ ধরনের পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য কারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেমন যবর পরবর্তী ওয়াও সাকিনের জন্য (ৌ) = ঔকার রয়েছে। তবে এখন এর বদলে া + ও = াও এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমনঃ مولانا = মৌলানা,মাওলানা, توفيق = তৌফীক, তাওফীক, توحيد = তৌহীদ, তাওহীদ।

অপরদিকে যবর পরবর্তী ইয়া সাকিনের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে (ৈ) = ঐকার। তবে বর্তমানে এ কারটি প্রায় নির্বাসিত। এর বদলে প্রচলিত হয়েছে (া + ই = াই) ও (া + ও = ায়)। আবার কখনো কখনো কদাচিৎ স্থান পাত্র ভেদে সরাসরি (ে) একার ব্যবহার হয়। যেমন, غيبي = গৈবী, গায়বী, গাইবী, شَـيْخ = শায়খ, শাইখ, শেখ ইত্যাদি। আরবীর মৌলিকত্ব ও স্বকীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখলে নির্ধারিত হওয়া উচিত ছিল যবর পরবর্তী ওয়াও সাকিনের জন্য 'াও' ও ইয়া সাকিনের জন্য 'াই'।

ইংরেজী ভাষায় এ ধরনের কোন কার নেই। তাই যবরের বাম পাশে ওয়াও সাকিন ও ইয়া সাকিনের জন্য ইংরেজীতে সাধারণতঃ ব্যবহার হয় যথাক্রমে (A I) ও (O U)।

নিচের ছকে এক নযরে আরবী বাংলা ও ইংরেজী মাদ্দ ও লীনের হরফ দেখানো হল।

	মাদ্দের হরফ			লীনের হরফ	
আরবী	ـَا	ـِيْ	ـُوْ	ـَوْ	ـَيْ
বাংলা	া	ী	ূ	ৌ, াও	ৈ, াই, ায়
ইংরেজী	AA	II	UU	OU	AI

www.nagorikpathagar.org

তাহ্‌রীফুল কুরআন বা কুরআন বিকৃতির বিভিন্ন রূপ

ক - উচ্চারণ বিভ্রাট ও বর্ণিক বিকৃতিঃ

১ - আরবী হরফ ছাড়া অন্য যে কোন ভাষার (বাংলা, ইংরেজী, ল্যাটিন ইত্যাদি) বর্ণে কুরআন লেখলে তার ক্ষতিকর দিকটি মূর্ত হয়ে উঠবে সেই ভাষায় লিখিত কুরআনে। উদাহরণ হিসেবে আমরা এখানে বাংলা বর্ণে লিখিত কুরআনকে নিতে পারি। তাহলে দেখা যাক বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত কুরআনে এ বিকৃতির প্রতিফলন কিভাবে ঘটেছে। সূরা ফাতিহা থেকে আমরা বিভিন্ন ছকে তা পরিবেশন করছি।

✔ ছক এক

কুরআনিক শব্দ	বাংলা প্রতিবর্ণায়ন	প্রকাশক
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ	আলহ্বামদু লিল্লা-হি	বযে াগ[১০৩]
	আলহামদু লিল্লা-হি	পকশ[১০৪], তামা[১০৫]
	আলহামদু লিল্লা-হ্বি	শাকুশ[১০৬]
	আলহামদু লিল্লাহি	খোশ রোজ[১০৭]
	আল'হামদু লিল্লা-হি	বাকুশ[১০৮]
	আলহামদু লিল্লাহি	নূর[১০৯]
	আল হামদু লিল্লাহি	ইশি[১১০]

---

[১০৩] ব - যোগে আল্ কোরআনের প্রতিবর্ণীকরণ, প্রকাশকঃ গ্রাম কল্যাণমিশন, চট্টগ্রাম

[১০৪] পবিত্র ক্বোরআন শরীফ, বাংলা তাজ কোম্পানী লিমিটেড, ৮. প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

[১০৫] তাফসীর আল মাদানী, হাফেয মাওঃ হুসাইন বিন সোহরাব, ১ম, ১৯৯৯ইং, হাবীব প্রেস লিমিটেড. ঢাকা

[১০৬] শাহনূর কুরআন শরীফ, পরিবেশনায়ঃ ছারছীনা প্রকাশনী, ৫৮/১, প্যারীদাস রোড, বাংলা বাজার

[১০৭] খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

[১০৮] বাংলা ক্বুরআন শরীফ, কথাকলি, ঢাকা ও গাইবান্ধা, প্রকাশকঃ কথাকলি

[১০৯] নূর বঙ্গানুবাদ ক্বোরআন শরীফ, সোলেমানীয়া বুক হাউস, ৭নং বাইতুল মোকাররম, ঢাকা।

[১১০] ইসলাম শিক্ষা, তৃতীয় শ্রেণী, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, ১৯৯৩ইং

www.nagorikpathagar.org

বাংলা প্রতিবর্ণায়ন	প্রকাশক
ইয়াওমিদ্দীন	ইশি, নূর
ইয়াও মিদ্দীন	ইশি, খোশ রোজ
ইয়াও মিদ্দী-নি	বাকুশ
ইয়াউমিদ্দীন	তামা, পকশ
ইয়াওমিদ্দী-ন্	শাকুশ, বযোগ

বাংলা প্রতিবর্ণায়ন	প্রকাশক
ছি্‌রা-ত্বোয়াল্ লাযী-না	বযোগ
ছিরা-ত্বাল্লাজীনা	পকশ
ছি্‌রা-ত্বোয়াল্লাযী-না	শাকুশ
সিরাত্বাল্লাজীনা	তামা
ছিরাতাল্লাজীনা	খোশ রোজ
ছিরা-ত্বাল্লাযী-না	বাকুশ
সিরাত্বাল্লাযীনা	নূর
সিরাতায়াল লাযীনা	ইশি

বাংলা প্রতিবর্ণায়ন	প্রকাশক
অলাদ্দয়াল্লীন	খোশ রোজ
অলাদ্দোয়া-ল্লী-ন্	শাকুশ
অলাদ্বদ্বা---ল্লীন	পকশ, তামা
ওয়া লাদ্বদ্বা–ল্লী-না	বাকুশ
ওয়ালাদদাললীন	ইশি ৩য় শ্রেণী
ওয়ালাদ দোয়াললীন	ইশি, ৪র্থ শ্রেণী
ওয়া লাদ্‌দ্বা-ল্লী-ন	নূর
ওয়ালাদ্বদ্বোয়া---ল্‌লী-ন্	বযোগ

www.nagorikpathagar.org

উপরের ছকগুলোতে দেখা যাচ্ছে এক সূরা ফাতিহার সেকি করুণ অবস্থা। কয়েকটি আয়াতের মাত্র দু'টি শব্দ বাংলা উচ্চারণের আটটি কুরআনে কোনটি লেখা হয়েছে সাত ভাবে। কোনটি পাঁচ ভাবে। আবার কোনটি আট ভাবে। জটিলতা আর বিভ্রাটে ভরা। প্রতিবর্ণায়ন জটিলতা। শব্দের বিভক্তিকরণ। স্বরচিহ্নের ব্যবহার বিভ্রাট। তিলাওয়াতকারী এগুলো দেখলে কিভাবে নির্ণয় করবে এর কোন্‌টি সঠিক বা বিশুদ্ধ? কোনটিকে কুরআন বলা যাবে আর কোনটিকে নয়? যারা এটি করলেন তারা কি নিজেরটাকে অশুদ্ধ বলবেন? এক সূরা ফাতিহার অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে বাকি কুরআন শরীফের অবস্থা কেমন হবে কল্পনা করা যায়?

অথচ আরবী হরফে লেখা কুরআন শরীফ দেখুন। একটি নয় যতগুলো ইচ্ছে নিন। স্টাইলের ভিন্নতা ছাড়া এমন জটিলতা বা বিভ্রাট কি কেউ আবিষ্কার করতে পারবেন?

২ - তাছাড়া দেখা যাবে (ث، س، ص) দ্বারা লিখিত শব্দ কেউ লিখেছেন (স) দিয়ে আবার কেউ লিখেছেন (ছ) দিয়ে। অনুরূপভাবে (ض) সম্বলিত শব্দ কেউ লিখেছেন (দ) দিয়ে আবার কেউ লিখেছেন (য) দিয়ে। এভাবে অন্যান্য শব্দাবলীর ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। যেমন,

رمضان	صالح	سلام	ثالث
রামাদান, রমজান,	সালেহ, ছালেহ	সালাম, ছালাম	সালিস, ছালিছ

৩ - কুরআনুল কারীমে অসংখ্যবার ব্যবহার হয়েছে হাম্‌যাহ সাকিন। বাংলা ইংরেজী বর্ণে যার প্রতিফলন বা উচ্চারণ কোন ভাবেই সম্ভব নয়। যেমন, فَلْيُـؤْمِنْ , اَلْمُؤْمِنُـوْنَ يُؤْمِنُوْنَ ইত্যাদি। এখানে হামযাহ সাকিনের জন্য কোন কোন জায়গায় (') এ চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা কোন অবস্থাতেই সাকিনযুক্ত হামযার প্রতিবর্ণ বা প্রতিলিপি হতে পারে না। এবং এটা অবশ্যই কুরআনের সরাসরি উচ্চারণিক সীমা লংঘনের শামিল।

৪ - অর্থের বিকৃতিঃ শুধু তাই নয় বর্ণগত বিকৃতির কারণে অর্থেরও বিকৃতি হতে বাধ্য। প্রচুর উদাহরণ থেকে নিম্নের ছকে কয়েকটি নমুনা পেশ করা হল মাত্র।

www.nagorikpathagar.org

আরবী	অর্থ	বাংলা প্রতিবর্ণায়ন	আরবী	অর্থ
اَلْحَمْدُ	প্রশংসা, স্তুতি	আলহামদু	اَلْهَمْدُ	মৃত্যু, আগুন নেভানো
قُلْ	বল	কুল	كُلْ	খাও
عَلِيْمٌ	মহাজ্ঞানী	আলীম	أَلِيْمٌ	মহাযন্ত্রণাদায়ক

আল্লাহর পানাহ, যেখানে আল্লাহর প্রশংসা করা হবে সেখানে উচ্চারণিক ভুলের ফলে কামনা করা হচ্ছে তার জন্য মৃত্যু। আচ্ছা বলতে পারেন, আল্লাহর কি কোন মৃত্যু আছে? যেখানে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন 'বলতে', সেখানে আমাদের উচ্চারণিক ত্রুটির কারণে সে নির্দেশ পরিবর্তিত হচ্ছে 'খেতে'। জ্ঞান রূপান্তরিত হচ্ছে যন্ত্রণায়। হায় আল্লাহ, কি হবে আমাদেও এ ধরনের তিলাওয়াতে? সাওয়াব না শাস্তি? তিরস্কৃত হব নাকি পুরস্কৃত? রাহমাত আসবে নাকি লানত?

৫ - তা ছাড়া যারা কুরআন তিলাওয়াতে অভ্যস্ত তাদের পক্ষেও আরবী ছাড়া অন্য বর্ণে লিখিত কুরআন - যেমন বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন - সহীহ শুদ্ধভাবে পড়া হবে সুকঠিন। অতএব দয়া করে বলবেন কি যারা আরবী হরফ ও উচ্চারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাদের পক্ষে কি ভাবে বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত সম্ভব হবে?

উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করা যাক। দাল (د) এর জন্য ইংরেজীতে ব্যবহার করা হয় (ড)। আর (ت) এর জন্য ব্যবহার করা হয় (ঞ)। যেমন,

دِيْنٌ	أَحَدٌ	جِنَّةِ	تَوَّابًا
Diinun	Ahadun	Jiinnati	Tawaaban

এখন এমন ব্যক্তি যিনি আরবী হরফের উচ্চারণ সম্পর্কে কিছুই জানেন না তিনি যদি এ শব্দগুলোকে উচ্চারণ করেন এভাবে, (ডীনুন, আহাডুন, জিন্নাটি, টাউয়াবান) তাহলে তাকে কি দোষারোপ করা যাবে? আর এটা যে কত জঘন্য বিকৃতি কল্পনা করা যায়?

বলবেন, না, তাকে অবশ্যই কারো কাছে সঠিক উচ্চারণ শিখে নিতে হবে। উত্তরে বলব, সময় ব্যয় করে যখন কারো কাছে শিখতেই হবে তখন ঐ সময়টুকুতে সরাসরি আরবী বর্ণমালা পরিচিতি ও উচ্চারণ শিখে নিলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

৬ - এরপরও কথা আছে। যদি কুরআন শরীফ অন্য ভাষার বর্ণে লিখিত হয় তখন প্রতিবর্ণায়ন জটিলতার কারণে কিভাবে কুরআনিক শব্দাবলী প্রতিবর্ণায়ীত হবে এনিয়ে সৃষ্টি হবে এক মহা বিব্রতকর পরিস্থিতি যা থেকে উত্তরণের কোন বিকল্প নেই।

৭ - আচ্ছা। বলুন তো দেখি বাংলা বা ইংরেজী কোন পদ্য বা গদ্যের আরবী বা ইংরেজী-বাংলা বা অন্য যে কোন ভাষায় প্রতিবর্ণায়ন সম্ভব? এমনটি করা হলে বাংলা-ইংরেজী সাহিত্যবিশারদগণ সেটা অনুমোদন করবেন কি? অনুমোদিত হলেও সেটার বিশুদ্ধ উচ্চারণ কি সম্ভব? তাহলে কুরআন শরীফের ক্ষেত্রে কেন এই যুলুম?

খ - স্বরচিহ্ন কেন্দ্রিক বিকৃতি

ইতিপূর্বে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি যে, যবর, যের, পেশ ও নুকতাবিহীন কুরআনই মূল কুরআন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের প্রথম যুগে লিখিত কুরআনে স্বরচিহ্ন বা নুকতা কিছুই ছিলনা। পরবর্তীতে ইস্‌লামী দুনিয়ার বিস্তৃতিলাভ, আরবদের সাথে অনারবদের অবাধ মেলামেশা, সাংস্কৃতিক সামাজিক ধর্মীয় ও পারিবারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হওয়ার কারণে কুরআনের তিলাওয়াত ও কিরাআতে, পঠনপাঠনে, উচ্চারণ ও ব্যাকরণে কিছু ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ে। তারই প্রতিক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে হযরত উস্‌মান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাষ্ট্রীয়ভাবে তৃতীয়বারের মত কুরআন সংকলনে ব্রতী হন পরবর্তীতে যাকে মাস্‌হাফুল ইমাম বলা হয়। এতেও স্বরচিহ্ন এবং নুকতা লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে তাঁরই নির্দেশে উচ্চারণ বিভ্রাট ও ব্যাকরণিক জটিলতা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে স্বরচিহ্ন ও অক্ষর পরিচিতির ক্ষেত্রে নুকতার প্রচলন শুরু করা হয়। তাও এমন ভাবে যে, কোন ক্রমেই যেন কুরআনের মৌলিকত্বে দাগ না কাটে বা মূল কুরআনকে কোন ভাবেই প্রভাবিত না করে। তাই আরবী বর্ণে স্বরচিহ্ন অর্থাৎ যবর, যের, পেশ, সাকিন, তাশদীদ এবং অক্ষর পরিচিতির জন্য নুকতা ইত্যাদির স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে অক্ষরের উপরে বা নিচে।

অথচ বাংলা বর্ণে লিখিত কুরআনে স্বরচিহ্ন যেমন যবরের জন্য আকার, যেরের জন্য ইকার, পেশের জন্য উকার এগুলো শব্দের প্রথমে মাঝে এবং শেষে লেখা হয়। আবার যবর পরবর্তী ইয়া ও ওয়াও সাকিনের জন্য যথাক্রমে 'ই' ও 'ও' শব্দের মাঝেই লেখতে হয়। দ্বিত্বস্বর বা দ্বিত্ববর্ণ প্রতীক তাশদীদের জন্য একটি হরফের পরিবর্তে দু'টি হরফ লিখতে হয়। এটা কুরআনের শব্দাক্ষরের বিন্যাসকে অবশ্যই প্রভাবিত করে

www.nagorikpathagar.org

ও হরফ সংখ্যায় হ্রাস বৃদ্ধি ঘটায় যা কুরআনের তাহরীফ বা বিকৃতিরই নামান্তর। আর এটা অকাট্যভাবেই হারাম।

✔ একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

এখানে একটি প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে যে, উপরের আলোচনা হতে বুঝা যায়, স্বরচিহ্ন ও নুকতা সাহাবা যুগের শেষ পর্যায়ে প্রবর্তিত হয় যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা যুগের প্রথম পর্যায়ে ছিলনা। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে উচ্চারণ বিকৃতি ও ব্যাকরণিক বিভ্রাট হতে উত্তরণের লক্ষ্যে স্বরচিহ্ন ও অক্ষর পরিচিতির জন্য নুকতার ব্যবহার শুরু হয় যা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করে। অতএব কুরআনের মহান বাণী বাংলা ভাষাভাষী প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেয়ার লক্ষেই বাংলা বর্ণে কুরআন লেখা হচ্ছে যাকে একটি সুন্দর প্রয়াস হিসেবেই মেনে নেয়া উচিত। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কিভাবে অস্বীকার করা যায়?

✔জবাবে বলা যায়

প্রথমতঃ সাহাবাগণের যুগে তা যে কোন পর্যায়েই হোক না কেন গৃহীত যে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ওয়াজিব। তাই হযরত উসমান কর্তৃক নির্ধারিত কুরআন লিখন পদ্ধতি যা রাস্‌মুল উস্‌মানী নামে পরিচিত এবং হযরত আলী কর্তৃক হারাকাত বা স্বরচিহ্নের প্রয়োগ পদ্ধতি অনুযায়ী কুরআন লেখা ওয়াজিব।

দ্বিতীয়তঃ প্রায় দেড় হাজার বছর পর্যন্ত কুরআনুল কারীম আরব অনারব সকল দেশে বিশুদ্ধভাবে পঠিত হয়ে এসেছে। কখনও স্থানীয় ভাষায় বা বর্ণে কুরআন লেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। বরঞ্চ এখনো দেখা যায় বাংলাদেশের কোটি কোটি শিশু ও নরনারী সরাসরি আরবী হরফ শেখে কুরআন শুধুমাত্র তিলাওয়াতই করছেনা বরঞ্চ তাদের মাঝে লাখো শিশু কুরআন হিফয করছে এবং প্রচুর হাফেয ও ক্বারী আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়ে দেশের সুনাম বয়ে এনেছে। এটা কি কুরআনের মু'জেযা নয়? তা ছাড়া উচ্চ শিক্ষা লাভ ও সার্টিফিকেট অর্জন, পারস্পরিক স্বার্থ বিনিময় ও সংরক্ষণসহ বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে ধারণা লাভ, জাগতিক স্বার্থসিদ্ধি ইত্যাদি প্রয়োজনীয়তার কারণে মানুষ অন্যান্য ভাষা শিক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। সন্তান কতদিন বাঁচবে তার গ্যারান্টি না থাকা সত্ত্বেও নিছক ভবিষ্যতের কথা ভেবে এবং জাগতিক স্বার্থকে সামনে রেখে অভিভাবকগণ তাদেরকে পাঁচ বছর বয়স হতে না হতেই স্কুলে পাঠিয়ে দেন এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। অনেক

www.nagorikpathagar.org

অভিভাবক তো বিপুল অংকের টাকা খরচ করে সরাসরি ইংলিশ মিডিয়ামের স্কুলে বাচ্চাদেরকে ভর্তি করেন।

কিন্তু আখিরাতে নাজাতের নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও আরবী হরফে বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষায় কেন যে এত টালবাহানা তা বোধগম্য নয়। অথচ সার্টিফিকেট প্রাপ্তি ডাক্তারী বা শিল্প ইত্যাদি জাগতিক বিষয় জানার জন্য অন্য ভাষা শেখার পাশাপাশি অন্তত কুরআন তিলাওয়াতের সার্থে আরবী ভাষা শেখা অনেক বেশি জরুরী। আর এটা অত্যন্ত কঠিন বা অসাধ্য কিছু নয়। অতএব অন্য কোন ভাষার বর্ণে কুরআন লেখা মহৎ প্রচেষ্টা নয়। বরং তাহরীফুল কুরআন বা কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াস মাত্র।

১ - এবার আসুন তাহলে বিভিন্ন ধরনের বিকৃতির কিছু নমুনা দেখা যাক,

ছক	আয়াত	বাংলা উচ্চারণ
১	أَيْنَمَا تُـوَلُّـوْا فَثَمَّ وَجْـهُ اللّٰهِ	আইনামা তোয়াল্লো ফাছাম্মা অজহুল্লাহ
২	هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ	হুয়াল আওয়ালো ওয়াল আখেরু ওয়াজ্জাহেরো ওয়াল বাতেনো

আয়াতের উচ্চারণগুলো নেয়া হয়েছে একটি গ্রন্থ থেকে।[১১১] এ দু'টি আয়াতে প্রতিবর্ণিক, স্বরচিহ্ন কেন্দ্রিক বিকৃতি লক্ষণীয়।

ক - ج ও ظ এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে (জ)।

খ - و এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে প্রথমটিতে (অ) ও দ্বিতীয়টিতে (ওয়া)।

গ - الأول এর তাশদীদযুক্ত ওয়ার জন্য ব্যবহার করা একটি ওয়াও এর উচ্চারণ। তাশদীদের জন্য কোন প্রতীক নেই।

ঘ - যের এর জন্য সোজা সাপ্টা (ে) ব্যবহার।

ঙ - পেশের জন্য সরাসরি (ো) ব্যবহার।

[১১১] আনীছুত্তালেবীন, ৫ম খন্ড, প ২১২ ও ২১৩

www.nagorikpathagar.org

এবার বাংলা উচ্চারণে প্রকাশিত কয়েকটি কুরআনের উদ্ধৃতি দেয়া যাক

✔ ছক এক

আয়াত	বাংলা উচ্চারণ
وَ لَمْ يَكُنْ لَه كُفُوًا أَحَدٌ	অ লাম্ ইয়া কুঁল্লাহূ - কুফুওয়ান্ আহাদ (শাকুশ) অলাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ (খোশরোজ) অ লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ (পকশ) ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ (নূর) ওয়ালাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ (ইশি/৪)

✔ ছক দুই

مِنْ رَبِّهِمْ	মিররাব্বিহিম (পকশ) মির রাব্বিহিম (খোশরোজ) মির্ রাব্বিহিম্ (শাকুশ) মির্‌রাব্‌বিহিম (নূর)

✔ ছক তিন

مَنْ يَّقُوْلُ	মাইঁইয়াকূলু (তামা) মাইয়্যাকূলু (খোশরোজ) মাইয়্যা কূ-লু (শাকুশ) মাইঁ ইয়াকূলু (নূর)

✔ চার ছক

أَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا	আযাবুন আলীমুম্ বিমা কানূ (নূর) আজা-বুন আলীমুম্বিমা- কা-নূ (পকশ) আ'যা-বুন্ আলী-মুম্ বিমা কানূ- (শাকুশ) 'আজাবুন আলীমুম বিমা কানূ (খোশরোজ) 'আজা-বুন আলীমুম্বিমা- কানূ (তামা)

✔ ১ নং ছকের গড়মিল

ক - পাঁচটি লেখার মাঝে কোন সামঞ্জস্যতা আছে কি?

খ - প্রথমটিতে يَكُنْ শব্দের নূনের জন্য চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করা হয়েছে যা নূনের প্রতিবর্ণ নয়।

গ - তা ছাড়া অন্য কোনটিতে নূনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ঘ - كُفُوًا শব্দের তানওয়ীনের জন্য সরাসরি নূন ব্যবহার করা হয়েছে যা কুরআনে অক্ষর বৃদ্ধির নামান্তর।

www.nagorikpathagar.org

ঙ - আচ্ছা, كُـفُـوًا শব্দে ওয়াও এর পর ঐ যে একটি আলিফ দেখা যাচ্ছে তার জন্য কি ব্যবহার করা হয়েছে? এটা কি কুরআনের অক্ষর কমানো নয়?

চ - আসুন এবার أَحَدٌ শব্দটি দেখা যাক। কোন একটিতেও এ শব্দের তানওয়ীনের জন্য কিছুই ব্যবহার করা হয়নি। এটা কি পরবর্তী সূরার সাথে মিলিয়ে পড়লে উচ্চারণ বিকৃতি ঘটাবেনা?

✔ ২ নং ছকের গড়মিল

ক - লেখার বিভিন্নতা স্পষ্ট।

খ - কোন কোনটিতে দু' শব্দকে এক শব্দে পরিণত করা হয়েছে।

গ - مِـــنْ رَّبِّـــهِـــمْ এর নূন বিলুপ্ত। নূন সাকিনের (نْ) পর রা (ر) আসায় এখানে ইদগামে বেলা গুন্নাহ হবে। অর্থাৎ নূনের উচ্চারণ রা - তে পরিবর্তিত হবে। তাই বলে কুরআনের লেখা থেকে নূন সমুলে বিলুপ্ত হবে এটা তো কেউ বলেনি।

✔ ৩ নং ছকের গড়মিল

ক - লেখার বিভিন্নতা স্পষ্ট।

খ - কোন কোনটিতে দু' শব্দকে এক শব্দে পরিণত করা হয়েছে।

গ - কোন কোনটিতে مَـــنْ يَّـــقُـــــوْلُ এর নূনের জন্য চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘ - مَـــنْ يَّـــقُـــوْلُ শব্দদ্বয়ে নূন সাকিনের (نْ) পর ইয়া (ي) আসায় এখানে ইদগামে বা গুন্নাহ হবে। অর্থাৎ নুনের উচ্চারণ ইয়া - তে পরিবর্তিত হয়ে গুন্নাহর সাথে উচ্চারিত হবে। এর জন্য কোনকোনটিতে চন্দ্রবিন্দু যোগে দু'টি (ইই) আবার কোন কোনটিতে য় এর পরে কেবল মাত্র (য) ব্যবহার করা হয়েছে।

✔ ৪ নং ছকের গড়মিল

ক - লেখার বিভিন্নতা স্পষ্ট।

খ - কোন কোনটিতে দু' শব্দকে এক শব্দে পরিণত করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

গ - সবগুলোতে أَلِيْـمٌ بِمَـا এর তানওয়ীনের জন্য সরাসরি মীম ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘ - أَلِيْـمٌ بِمَـا শব্দদ্বয়ে তানওয়ীনের পর বা (ب) আসায় এখানে ইদগামে বাগুন্নাহ (গুন্নাহযুক্ত ইদগাম) হবে। অর্থাৎ তানওয়ীনের উচ্চারণ মীমে পরিবর্তিত হয়ে গুন্নাহর সাথে উচ্চারিত হবে। এর জন্য সবগুলোতে সরাসরি (ম) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্ন হল, এটা কি মূল কুরআনে হরফ বৃদ্ধির সাথে বিকৃতি নয়?

২ - তিলাওয়াতে থামা ও আরম্ভ করার জটিলতা ও বিকৃতি

যখন কেউ কুরআন তিলাওয়াত করেন তখন নিশ্চয় তাকে পড়তে পড়তে নি:শ্বাসের কারণে কোথাও থামতে হয় এবং আবার শুরু করতে হয়। সেটা আয়াতের শেষেও হতে পারে, হতে পারে আয়াতের মাঝে কোন শব্দে। তবে কখনও শব্দের মাঝে থামা যাবে না এ ব্যাপারে সবাই একমত।[১১২] এ জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন। এ নিয়মগুলো বাংলা-ইংরেজী উচ্চারণের কুরআনে প্রয়োগ করা কখনো সম্ভব নয়। কারণঃ

ক - বাংলা উচ্চারণের কুরআনে আমরা দেখতে পাই ,আয়াতের শেষ অক্ষর লেখা হয়েছে হারাকাত বা স্বরচিহ্নের প্রয়োগ ছাড়া। যেমন রাহীম, নাস্তাঈন ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হল, যদি কেউ প্রথম আয়াতের সাথে দ্বিতীয় আয়াত মিলিয়ে পড়তে চায় তাহলে সে কিভাবে পড়বে? নিয়ম অনুযায়ী দু'টি আয়াত মিলিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে প্রথম আয়াতের শেষ অক্ষরের হারাকাত ব্যবহার করতে হয়। যবর হলে যবর, যের হলে যের এবং পেশ হলে পেশ। যেমন,

আয়াত	বাংলা	ইংরেজী
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○	বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আররাহমানির রাহীম।	Bismillahir rahmanir rahim alhamdu lillahi rabbil `aalamiin arrahma nirrahiim

সূরাতুল ফাতিহার بسم الله - এর শেষ শব্দ الرحيم - এর শেষ হরফ মীমের হারাকাত যের এবং الحمد لله - এর শেষ শব্দ العلمين - এর শেষ হরফ নূনের

[১১২] দুরূসুন ফী ইলমিত তাজওয়ীদ, প১২৪

www.nagorikpathagar.org

হারাকাত যবর। এমনিভাবে إياك نعبد - এর শেষ শব্দ نستعين - এর শেষ অক্ষর নূনের হারাকাত পেশ। অতএব পরবর্তী আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়তে হলে পড়তে হবে যের যবর ও পেশ যুক্ত করে এভাবে, (রাহীমিলহামদু, rahimilhamdu 'আলামীনাররাহমানির, aalamiinarrahma nir নাসতাঈনুহদিনা, nastaiinuhdina)। এবার বলুন তো দেখি বাংলা ইংরেজী কুরআনে এভাবে পড়ার কোন সুযোগ আছে কি? এর মাধ্যমেই বিভিন্নভাবে তিলাওয়াতের সুযোগ সঙ্কুচিত হয়ে যাবে।

খ - শেষ অক্ষরে তানওয়ীন অর্থাৎ দু'যবর দু'যে র ও দু'পেশের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। তবে এখানে পরবর্তী আয়াতের আদ্যাক্ষরের সাথে সঙ্গতি রেখে নূন সাকিন ও তানওয়ীনের কাওয়ায়েদ যথা ইযহার, ইদগাম, ইক্বলাব ও ইখফার প্রয়োগ হবে। কিন্তু বাংলা উচ্চারণের কথিত কুরআনগুলোতে আয়াতের শেষ হরফে প্রায় কোন হারাকাত না থাকায় তিলাওয়াতকারী ইচ্ছা করলেও কখনও দু'টি আয়াত একসাথে তিলাওয়াত করতে পারবেন না। কারণ মিলিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে হারাকাত নির্ণয়ে তিনি বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হবেন। তখন বাধ্য হয়েই তাকে হারাকাত বিহীন অবস্থাতেই মিলিয়ে পড়তে হবে যা পঠন নীতিমালা অর্থাৎ ইলমুত তাজওয়ীদ পরিপন্থী।

গ - বাংলা ইংরেজী উচ্চারণের কুরআনে কুরআনিক শব্দগুলোতে বিভক্তি দেখা যায়। যার কারণে তিলওয়াতকারী কোথায় থামবেন আর কোত্থেকে শুরু করবেন তা বুঝেই উঠতে পারবেন না। এর জন্য উদাহরণ দেয়া যাক,

আয়াত	বাংলা	ইংরেজী
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ	মিন শাররিল ওয়াস ওয়াসিল খান্নাস	MIN SHARRIL WASWAASIL KHANNAS

বাংলা ও ইংরেজী বর্ণে লিখিত (শাররিল, SHARRIL) ও (ওয়াস ওয়াসিল, WASWAASIL) শব্দ দু'টিতে যদি থামতে হয় তাহলে উভয়টিতেই থামতে হবে 'লাম' এর উপর। অথচ এ 'লাম' দু'টি সংশ্লিষ্ট শব্দের নয়, পরবর্তী শব্দের।

এখানে কেউ যদি কোন কারণে شَرِّ অথবা الْوَسْوَاسِ শব্দে ওয়াকফ বা থামতে চায় তাহলে তিলাওয়াতের নিয়মানুযায়ী তাকে প্রথমটিতে 'রা' এর উপর থামতে হবে। এবং দ্বিতীয়টিতে থামতে হবে 'সীন' এর উপর। তাহলে এর ব্যতিক্রম কি কুরআনের উচ্চারণগত তাহরীফ বা বিকৃতি নয়?

আর যদি (ওয়াসওয়াসিল) শব্দে থেমে আবার এ শব্দ দিয়েই তিলাওয়াত শুরু করতে হয় তাহলে শুরু করতে হবে 'ওয়াসওয়াসিল' বলে। অথচ তিলাওয়াত শুরু হবে আলিফ ও লামের উচ্চারণের (অর্থাৎ আল ওয়াসওয়াসিল) মাধ্যমে যেগুলো এখানে

www.nagorikpathagar.org

অনুপুস্থিত। আর বাংলা ইংরেজী কুরআনে এটা কখনোই সম্ভব নয়। আর এভাবে পড়াটা তাজওয়ীদের নিয়ম পরিপন্থীও বটে।

৩ - বর্ণ ও শব্দ সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি ও বিকৃতি

বাংলা ও ইংরেজী বর্ণে লিখিত কুরআনে বর্ণ ও শব্দ সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি হতে বাধ্য। কারণ,

ক - আরবীতে এমন কতক হরফ আছে যেগুলোর উচ্চারণ লেখার সময় বাংলা ইংরেজীতে একাধিক বর্ণ ব্যবহার করতে হয়। যেমন,

ي	و	خ	ش
ইয়া	ওয়া		
Ya	Wa	Kh	Sh

খ - আরবীতে তাশদীদযুক্ত হরফ লিখিত আকারে একটি, উচ্চারণে দু'টি।

গ - বাংলায় উচ্চারণের কারণে অবস্থান ভেদে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরাসরি দু'টি বর্ণ লেখা হয়েছে। আবার কোথাও যফলা (্য) এর আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

ঘ - ইংরেজীতে সরাসরি দু'টি বর্ণই লেখা হয়েছে।

তাই গণনায় দেখা যায় বিভ্রাট। দেখা যাক নিচের ছকগুলোতে তার প্রমাণ।

✔ ছক এক

আয়াত	বাংলা	ইংরেজী
بسم الله الرحمن الرحيم	বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	Bismillaahir rahmaanir rahiim
আরবী উচ্চারণ	بِسْمِــلْــلَهِــرْ رَهْــمَــنِــرْ رَهِــيْــمْ	بِسْمِــلْــلَاهِــرْ رَهْــمَانِــرْ رَهِــيْــمْ

✔ ছক দুই

আয়াত	বাংলা	ইংরেজী
قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ۝	কুল হুয়াল্লাহু আহাদ	Qul huwallaa-hu ahad
আরবী উচ্চারণ	كُــلْ هُوَ لْــلَــهُ أَهَــدْ	كُــلْ هُوَ لْــلَاهُ أَهَــدْ

✔ ছক তিন

আয়াত	বাংলা	ইংরেজী
الــم	আলিফ লাম মীম	ALIF LAAM MIIM

✔ বর্ণ সংখ্যা গণনা এক জটিল ব্যাপার। কারণ, আয়াতে এমন কিছু হরফ আছে যা লিখিত নয় তবে উচ্চারিত। যেমন, اللّٰه ও الرحمن শব্দ দু'টির প্রথমটিতে

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় লামের পর এবং দ্বিতীয় শব্দের মীমের পর মাদ্দের আলিফ। আবার আছে এমন কিছু হরফও যা লিখিত ও দৃশ্যমান তবে অনুচ্চারিত। যেমন, الرحمن ও الرحيم শব্দ দু'টির আলিফ ও লাম। এখানে লামটি উভয় শব্দে 'রা' তে পরিবর্তিত হয়েছে।

অতএব আমরা এখানে দু'ভাবে বর্ণ গণনা করে দেখতে পারি। উচ্চারিত বর্ণ সংখ্যা। দৃশ্যমান বর্ণ সংখ্যা। উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম ছকে আরবীতে হরফ সংখ্যা উনিশ। বাংলায় পনের। তবে আরবীতে প্রতিবর্ণায়িত করলে হবে ষোল। আর ইংরেজীতে? অবস্থা আরো বেগতিক ও করুণ। কারণ, ইংরেজীতে স্বর চিহ্ন হল বর্ণিক। তাই তার বর্ণ সংখ্যা দাঁড়াবে সাতাশে। আর যদি আরবীতে প্রতিবর্ণায়িত বর্ণ সংখ্যা ধরা হয় তাহলে হবে আঠারটি।

আর দ্বিতীয় ছকে আয়াতটিতে আরবীতে উচ্চারিত ও দৃশ্যমান উভয় ক্ষেত্রে বর্ণ সংখ্যা এগার। বাংলায় সরাসরি ও প্রতিবর্ণায়িত উভয় ক্ষেত্রে দশ। ইংরেজীতে সরাসরি সতের ও প্রতিবর্ণায়িত হলে এগার।

তৃতীয় ছকে দেখা যাচ্ছে আরবীতে হরফ সংখ্যা মাত্র তিনটি, বাংলায় সাতটি এবং ইংরেজীতে বারটি।

✔শব্দ সংখ্যা নির্ণয় আরো এক মহা জটিল সমস্যা। কারণ,

ক - আরবীর দু'টি শব্দকে বাংলা ইংরেজীতে একটিতে পরিণত করা হয়েছে। যেমন,

بِسْمِ اللهِ	يَوْمِ الدِّيْنِ	هُوَ اللّٰهُ	يَكُنْ لَّهٗ
বিসমিল্লাহি	ইয়াউমিদ্দীন	হুয়াল্লাহু	ইয়াকুল্লাহু
Bismillaahi	Yaumiddiin	Huwallaa-hu	Yakullahuu

খ - কোন কোন প্রকাশনায় এক, দুই ও ততোধিক বর্ণবিশিষ্ট কালিমা বা শব্দকে এক করে ফেলা হয়েছে। যেমন,

وَ لَا الضَّالِّيْنَ[১১৩]
ওয়ালাদদাললীন
Waladhdhaal-liin

[১১৩] আরবীতে অর্থবোধক কালিমা বা শব্দের তিন প্রকারের একটি হল হরফ। এগুলো এক, দুই বা ততধিক বর্ণবিশিষ্ট হয়ে থাকে। তাই এখানে و ও لا কে স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

উপরের এক ও দুই নং প্রতিটি ছকেই আরবীতে স্পষ্টতঃই চারটি শব্দ। আর বাংলা ইংরেজীতে তিনটি। এভাবে যদি হিসাব করা হয় তাহলে দেখা যাবে কুরআনে মূল বর্ণ ও শব্দ সংখ্যা কত যে হ্রাস, বৃদ্ধি পাবে তা নির্ণয় করাই হবে মুশকিল। উল্লেখিত ছকের আলোকে বর্ণ শব্দ সংখ্যার একটি চিত্র দেয়া হল।

	বর্ণ সংখ্যা						শব্দ সংখ্যা	
ভাষা	উচ্চারিত		দৃশ্যমান		প্রতিবর্ণায়িত			
	১ম ছক	২য় ছক	১ম ছক	২য় ছক	১ম ছক	২য় ছক	১ম ছক	২য় ছক
আরবী	১৯	১১	১৯	১১			৪	৪
বাংলা	১৬	১০	১৫	১০	১৬	১০	৩	৩
ইংরেজী	১৬	১৭	২৭	১৭	১৮	১১	৩	৩

এভাবে আরবী বাংলা ও ইংরেজী কুরআনে সূরাতুল ফাতিহা ও সূরাতুল ইখলাসের আরো একটি তুলনামূলক চিত্র দেখা যাক।

	সূরাতুল ফাতিহা		সূরাতুল ইখলাস	
	বর্ণ সংখ্যা	শব্দ সংখ্যা	বর্ণ সংখ্যা	শব্দ সংখ্যা
আরবী	১২২	২৭	৪৭	১৭
বাংলা	১০৬	২৯	৪৯	১৪
ইংরেজী	৯১	২৬	৭৭	১৩

ছকে বর্ণিত চিত্রটি কেমন ভয়াবহ তা সহজেই অনুমেয়। মাত্র দু'টি সূরার যদি এই হয় অবস্থা তাহলে পুরো কুরআনের অবস্থা কেমন হবে তা ভাবাই যায় না। এভাবে বর্ণ ও শব্দের হ্রাস-বৃদ্ধি কুরআনে বিকৃতি নয়কি?

তা ছাড়া ছকে বর্ণিত পরিসংখ্যান বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত মূল আরবী কুরআন শরীফে নিশ্চিতভাবে একই রকম পাওয়া যাবে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজী কুরআনে কমবেশি ও গড়মিল হওয়াটাই স্বাভাবিক।

গ - শব্দ কেন্দ্রিক বিকৃতি

১ - এক শব্দের বর্ণ অন্য শব্দে ব্যবহার

বাংলা ও ইংরেজী বর্ণে লিখিত (শাররিল, SHARRIL) ও (ওয়াস ওয়াসিল, WASWAASIL) শব্দ দু'টিকে যদি আরবীতে লেখা হয় তাহলে লিখতে হবে এভাবে, شَــــرِّلْ ও وَسْوَسِلْ। প্রশ্ন, এ দু'টি শব্দে শেষের লামটি এলো কোত্থেকে? এটা তো এ শব্দের লাম নয়? আসলে এটা হল পরবর্তী শব্দের লাম। বাংলা ইংরেজীতে

www.nagorikpathagar.org

উচ্চারণের জন্যই এভাবে শব্দের বিভক্তি করা হয়েছে।

আর আরবীতে اَلْـوَسْـــوَاسِ শব্দের প্রথমে লেখা দু'টি বর্ণ (আলিফ ও লাম) গেল কোথায়? উত্তর, লাম পূর্ববর্তী শব্দের সাথে যোগ হয়েছে। আর আলিফের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু কি তাই? একই শব্দের ওয়াও এর পর আলিফটিও বাংলা ও ইংরেজী কুরআনে নেই। এটা কি বিকৃতি নয়?

২ - ক্রিয়াপদ বিকৃতি

আরবী ভাষায় কিছু কিছু ক্রিয়াপদ রয়েছে যেগুলো একমাত্র লেখার মাধ্যমেই নির্ণয় করা যেতে পারে। যেমন, মাদী অর্থাৎ অতীত ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষ 'আমরা' - এর জন্য ব্যবহৃত হয় নূন আলিফ نَـا । যেমন, كَـتَبْنَـا আমরা লেখেছি। অপরদিকে নাম পুরুষ 'তাহারা' স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচনের জন্য ব্যবহৃত হয় শুধুমাত্র যবরযুক্ত নূন نَ। যেমন, كَـتَـبْـنَ তাহারা(স্ত্রীলিঙ্গ) লিখেছে। কিন্তু যখনি এ দু'টি শব্দ বাংলা বর্ণে লেখার প্রশ্ন আসবে তখন বাংলায় উভয়টির রূপ হবে এক রকম 'কাতাব্‌না'। যার আরবী প্রতিবর্ণায়ন করলে দাড়াবে كَتَبْنَ যা স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচনের জন্য নির্ধারিত।

৩ - বচন বিকৃতি

একই সমস্যা দেখতে পাওয়া যাবে নাম পুরুষ (সে তাহারা) এর জন্য ব্যবহৃত ক্রিয়াপদে। এখানে নাম পুরুষ পুংলিঙ্গ এক ও দ্বিবচনের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে একটি আলিফ দিয়ে। একবচনের সাথে একটি আলিফ বৃদ্ধি করলেই সেটা দ্বিবচনে পরিণত হবে। যেমন, একবচনের জন كَـتَـبَ । দ্বিবচনের জন্য كـتـب + ا = كَـتَـبَـا । কিন্তু যখনি এ দু'টি ক্রিয়াপদকে বাংলায় রূপান্তরিত করা হবে তখন বাংলায় উভয়টির রূপ হবে অভিন্ন। 'কাতাবা' যার আরবী প্রতিবর্ণায়ন করলে দাঁড়াবে كتب যা পুংলিঙ্গ একবচনের জন্য নির্ধারিত। এতে দ্বিবচন ও বহুবচন ক্রিয়াপদের জন্য ব্যবহৃত আলিফের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার কি কোন উপায় আছে? এটা কি কুরআন বিকৃতির নামান্তর নয়? এর কারণে অর্থেও বিকৃতি হবে তাতে কি সন্দেহের কোন অবকাশ আছে? এ ছাড়াও রয়েছে ওয়াকফ জটিলতা। বহুবচন এমনিভাবে দ্বিবচন ক্রিয়াপদে ওয়াক্‌ফ বা থামলে পড়তে হবে টেনে। কিন্তু আলিফের কোন প্রতিনিধিত্ব না থাকায় তাও হবে অসম্ভব।

www.nagorikpathagar.org

৪ - কুরআনিক শব্দে বিভক্তি

কোনকোন প্রকাশনায় বাংলা উচ্চারণে কুরআনিক শব্দে বিভক্তি দেখা যায়। যেমন,

الرَّحْمٰنُ	الْحَمْدُ	يَوْمِ الدِّيْنِ	بِرَبِّ	يَكُنْ لَّهُ
আর রাহমানু	আল হামদু	ইয়াউ মিদ্দীন	বি রাব্বি	ইয়া কুল্লাহু

এ প্রসঙ্গে সৌদী আরবের গবেষণা ও ইফতা পরিষদের বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য। 'অন্য ভাষায় কুরআন লিপিবদ্ধ হলে কুরআনিক শব্দে বিভক্তির সৃষ্টি হয়। যেমন কোন কোন শব্দের বর্ণগুলো পূর্ব ও পরবর্তী শব্দে মিশে যায়। এটা কবিতার ছন্দ বিশারদদের কাছে পরিচিত কাব্যিক ছন্দের অনুরূপ। এ ভাবে তারা ছন্দ নির্ণয় করে থাকেন। আর কবিতা আবৃত্তি এ নিয়মেই অনুসৃত হয়। তা ছাড়া এটা মিউজিক নোটের মতও বটে যার নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি অন্তরা ও ধ্বনিতে সূর আরোপ করা হয়। আর এটা অবশ্যই বিদআত ও নতুন সংযোজন যা কুরআনের সাথে বে-আদবির শামিল।'[১১৪]

৫ - বর্ণ নির্ণয় জটিলতা

বাংলা উচ্চারণ সম্বলিত কুরআনে প্রচুর শব্দে বর্ণ নির্ণয় জটিলতা দেখা যায়। যেমন,

فَأَصْبَحَ هَشِيمًا	إِذْ زَيَّنَ	قَالَتْ طَائِفَةٌ
ফাআসবাহা হাশীমান	ইয যাইয়ানা	কালাত তায়িফাতুন

এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টি আরবী হরফের জন্য বাংলা একটি বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে।

ه ح = হ	ذ ز = য	ط ت = ত

আরবী বর্ণ চিনেন না এমন কেউ যদি বাংলা উচ্চারণে কুরআন পড়েন তাহলে বলতে পারেন তিনি কিভাবে দাগ দেয়া দু'টি বর্ণে পার্থক্য নির্ণয় করবেন? আর সাধারণতঃ যারা আরবী বর্ণমালা ও তার উচ্চারণ সম্পর্কে অজ্ঞ তারাই নিজ ভাষায় ও বর্ণে লিখিত কুরআন পড়ে থাকেন। এভাবে কুরআন পড়ার সুযোগ(?) সৃষ্টি করে তাদেরকে সহীহ ও বিশুদ্ধ তিলাওয়াত থেকে বঞ্চিত করার অপরাধ থেকে প্রকাশকরা কি নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবেন?

---

[১১৪] ল্যাটিন বর্ণে কুরআন লিখন, মুজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ, ১০ম খন্ড, প৪৯

www.nagorikpathagar.org

৬ - কুরআনে লিখিত অনুচ্চারিত বর্ণের বিলুপ্তি

কুরআন মাজীদে কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো লেখার সময় এমন কিছু হরফ লেখাহয় যা থাকে অনুচ্চারিত। এগুলোকে আরবী পরিভাষায় হরূফে যায়েদাহ বা বাড়তি বর্ণ বলা হয়। যেমন,، أُولُوْ ، أُوْلِيْ ، أُولَئِكَ ، أَفَائِنْ ، مِائَةٌ ، وَ لَا أَوْضَعُوا ملائه । এ শব্দগুলোর কোন কোনটিতে و 'ওয়াও' আবার কোন কোনটিতে । 'আলিফ' লিখিত আছে কিন্তু উচ্চারিত নয়।

এ ধরনের আরো কিছু শব্দ আছে যেগুলো লেখা হয়েছে ي 'ইয়া' এবং و 'ওয়াও' দ্বারা কিন্তু সেগুলোর উচ্চারণ হচ্ছে 'আলিফ' এর। যেমন. وَ الضُّحٰى ، فَهَدٰى ، حَيٰوةٌ ، زَكٰوةٌ ، صَلٰوةٌ ، عِيْسٰى ، مُوْسٰى ।

এ জাতীয় হরফগুলোকে যদিও বলা হয়েছে যায়েদাহ বা বাড়তি কিন্তু তাই বলে এগুলোকে বিলুপ্ত করে দেয়া হবে এমনটি কেউ বলেননি। বরঞ্চ এগুলো কুরআনেরই অংশ। আশ্হাব বলেন, ইমাম মালেককে কুরআনের কিছু বর্ণ যেমন আলিফ ওয়াও ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, যদি উচ্চারণ ঠিক থাকে তাহলে কি কুরআন থেকে এগুলো বাদ দেয়া যাবে? উত্তরে তিনি বল্লেন, না। আবূ 'আমের বলেন, অর্থাৎ প্রশ্নটি সেই 'ওয়াও' 'আলিফ' সম্পর্কে ছিল যেগুলো লেখা তো হয় তবে উচ্চারিত নয়। যেমন, أُوْلُوْ [১১৫]

কুরআনের অংশ হিসেবে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত এ বাড়তি হরফগুলোকে বাংলা-ইংরেজী কুরআনে কিভাবে লেখা হবে? এগুলো বাদ দেয়া কি কুরআনের বিকৃত নয়? তাই এগুলো বিলুপ্ত করার কারো অধিকার নেই। যেমন অধিকার নেই কোন অলিখিত তবে উচ্চারিত হরফ বৃদ্ধি করার। এক কথায় বলা যায় সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে অনুমোদিত কুরআনে কোন রকম কমবেশি করা যাবে না। আর যেহেতু বাংলা ইংরেজী কুরআনে তা হতে বাধ্য তাই বাংলা-ইংরেজী বর্ণে কুরআন লেখা যাবে না।

---

[১১৫] ইতকান, খ৪, প১৬৮

www.nagorikpathagar.org

অনারবী বর্ণে কুরআন লেখারহুকুম সম্পর্কে বিভিন্ন ইসলামী সংস্থা ও বিশিষ্ট আলেমগণের মতামত

দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে ইলমী (একাডেমী কাউন্সিল) - এর ফাতওয়া

মুফতী মুহাম্মাদ শফী এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করে দারুল উলূম দেওবন্দের মাজলিসে ইলমী - একাডেমী কাউন্সিল - এর এক সভায় উপস্থাপন করেন। বিষয়টি তার ভাষাতেই শোনা যাক। তিনি বলেন, ১৩৫৯ হিজরী সনে যখন জমইয়্যাতে তাবলীগুল ইসলাম নাযিরাবাগ কানপুর হতে হিন্দী (অক্ষরে) লিখন পদ্ধতিতে কুরআন লেখার প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন উলামায়ে কিরাম এর বিরোধিতা করেন। সে সময় এ সম্পর্কে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফাতওয়া চাওয়া হয়। এ সময় আহকার (মুফতী মুহাম্মাদ শফী) দারুল উলূম এর ফাতওয়া বিভাগের দায়িত্ব পালন করছিলাম। প্রশ্নের গুরুত্ব অনুধাবন করে আহকার (মুফতী মুহাম্মাদ শফী) দারুল উলূম এর মাজলিসে ইলমীর (একাডেমী কাউন্সিল) পরামর্শ সভায় উত্তরটি উপস্থাপন করি। মাজলিসে ইলমীর সদর (সভাপতি) ও দারুল উলূম দেওবন্দের শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা হুসাইন আহ্‌মাদ মাদানী নিজ হাতে এ বিষয়ের উপর নিচের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন।

'হিন্দী লিখন পদ্ধতিতে (বর্ণমালায়) এমন অনেকগুলো অক্ষর নেই যেগুলো আরবী ভাষা ও কুরআনে পাওয়া যায়। আর এ জন্যই হিন্দী ভাষায় এগুলোর কোন পন্থা (প্রতীক বা বর্ণ) উদ্ভাবন করা হয়নি। যেমন, ذ ز ظ ض-কে একই আকৃতিতে (বর্ণ) উচ্চারণ করা হয়। অথচ এ অক্ষরগুলোর বিভিন্নতার কারণে অর্থ বদলে যায়। এ জন্য হিন্দী লিখন পদ্ধতিতে (বর্ণে) কুরআন লেখা কুরআনের তাহরীফ বা বিকৃতি হবে যা অকাট্যভাবেই হারাম বা না জায়েয। ১৪ শাবান, ১৩৫৯ হিজরী'।

একাডেমী কাউন্সিলের সকল সদস্যের ঐকমত্যের ভিত্তিতে উল্লেখিত ফাতওয়া লিপিবদ্ধ করা হয়। কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ

হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহ্‌মাদ, সদরে মুদাররিস, দারুল উলূম, দেওবন্দ
হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আসগার হুসাইন, মুহাদ্দিস, দারুল উলূম
হযরত মাওলানা শিব্বির আহ্‌মাদ উস্‌মানী, শাইখুল হাদীস ওয়াত তাফসীর, সদরে মুহতামিম, দারুল উলূম
হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাইয়্যেব, মুহতমিম, দারুল উলূম
হযরত মাওলানা ই'যায 'আলী, মুদাররিস, দারুল উলূম

www.nagorikpathagar.org

আর এটা স্পষ্ট যে, উল্লেখিত ফাতওয়া আলোচ্য মাস্‌আলা অর্থাৎ তামিল উচ্চারণে কুরআন লেখার হুকুমকেও শামিল করে।

লেখকঃ মুহাম্মাদ শফী' 'আফাল্লাহু 'আনহু
দেওবন্দ, সোমবার, ০৫.মুহাররাম.১৩৬৩ হিজরী[১১৬]

➡ আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাতওয়া

ল্যাটিন অক্ষরে কুরআন লেখা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে আল - আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাতওয়া বিভাগ থেকে প্রকাশিত উত্তরটি ছিল নিম্নরূপঃ

যেহেতু নিঃসন্দেহে আরবী বর্ণমালার বেশ কয়েকটির প্রতিবর্ণ প্রচলিত ল্যাটিন অক্ষরগুলোতে অনুপস্থিত, এবং যেহেতু ল্যাটিন অক্ষর আরবী হরফের যাবতীয় ও সার্বিক গুণাগুণ পূরণে সম্পূর্ণ অক্ষম সেহেতু যদি ল্যাটিন অক্ষরে কুরাআনুল কারীমের আরবী বিন্যাস ঠিক রেখেও লেখা হয় তাহলেও কুরআনের শব্দ ও উচ্চারণে অবশ্যই বিকৃতি ঘটবে যা নিশ্চিতভাবে কুরআনের তাহরীফ তথা অর্থ বিকৃতির দিকে ঠেলে দেবে । শরীয়তের নীতি হলো কুরআনে কোন ধরনের বিকৃতি ঘটতে পারে এমন সকল প্রকার প্রয়াস থেকে কুরআনুল কারীমকে হিফাযত করতে হবে। সকল যুগে ইসলামের বিজ্ঞ আলিমগণ এ বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যে কোন ধরনের প্রয়াস যা কুরআনের উচ্চারণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বিকৃতি ঘটাবে তা নিশ্চিতরূপে নিষিদ্ধ এবং অকাট্যভাবে হারাম। সাহাবায়ে কিরামগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর যুগ হতে এ পর্যন্ত সকল সময়ের আলিমগণ আরবী হরফেই কুরআনুল কারীম লেখারপদ্ধতি অনুসরণ করে আসছেন'।[১১৭]

➡ সৌদী আরবের গবেষণা ও ইফতা পরিষদের সিদ্ধান্ত

সৌদী আরবের গবেষণা ও ইফতা পরিষদের সিদ্ধান্তটি ছিল ল্যাটিন বর্ণে কুরআন লিখন সম্পর্কে। যেহেতু বাংলা-ইংরেজী বর্ণে কুরআন লেখার সাথে বিষয়টির সামঞ্জস্যতা রয়েছে তাই আমরা সেই সিদ্ধান্ত এখানে উপস্থাপন করছি। পরিষদের কাছে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় ল্যাটিন বর্ণে মুদ্রিত দু'কপি কুরআন পাঠিয়ে অনারবী বর্ণে কুরআন লেখা সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত ও মতামত জানতে চাওয়া হয়। পরিষদ

---

[১১৬] জাওযাহিরুল ফিকহ, প ৭৩

[১১৭] মাজাল্লাতুল আয্‌হার, সপ্তম সংখ্যা, প. ৪৫

www.nagorikpathagar.org

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিষয়টি গবেষণা পদ্ধতিতে আলোচনা পর্যালোচনার পর যে সিদ্ধান্তে উপণিত হয় তা নিম্নরূপ,

১ - ল্যাটিন বর্ণে লিখিত কুআনের প্রকাশকগণ শুরুতে ভূমিকা লেখে থাকেন। সেখানে তারা ল্যাটিন বর্ণমালা, এর সাথে স্বরচিহ্ন, মাদ্দ, গুন্না, ওয়াকফ ও ওয়াসলের জন্য ব্যবহৃত প্রতীক সম্পর্কে বর্ণনা দেন। পাশাপাশি যারা ল্যাটিন উচ্চারণে কুরআন পড়তে চায় (প্রকাশকদের দৃষ্টিতে) তাদের জন্য সহজীকরণ ও সকল ধরনের পরিবর্তন হতে কুরআনকে হিফাযতের উদ্দেশ্যে লেখা ও পড়ার সময় কিভাবে প্রতীকগুলো অনুসরণ করা হবে তার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

২ - ভারতীয় কপি ও ইন্দোনেশীয় প্রথম ও দ্বিতীয় কপির তুলনামূলক আলোচনায় নিম্নবর্ণিত পার্থক্য দেখা যায়।

ক - ল্যাটিন বর্ণে যে সকল আরবী হরফের প্রতিবর্ণ নেই সেগুলোর জন্য প্রতিনিধি বর্ণের প্রস্তাব করা হয়।

খ - ভারতীয় কপিতে ال কামারিয়্যাহ ও শামসিয়্যাহ[১১৮] উভয়টা বাদ দেয়া হয়েছে। ইন্দোনেশীয় কপিগুলোতে সেগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতীয় ও ইন্দোনেশীয় দ্বিতীয় কপিতে প্রতিটি আয়াতের শেষে তানওয়ীনের জন্য প্রতীক হিসাবে নির্ধারিত দু'টি অক্ষর (AN, IN, UN) বাদ দেয়া হয়েছে এবং বহাল রাখা হয়েছে ইন্দোনেশীয় প্রথম কপিতে। অনুরূপভাবে ভারতীয় ও ইন্দোনেশীয় দ্বিতীয় কপিতে ইদগামের বিভিন্ন প্রকারের তানওয়ীন ও নূনের জন্য ব্যবহৃত বিকল্প বাদ দেয়া হয়েছে যা বহাল রাখা হয়েছে ইন্দোনেশীয় প্রথম কপিতে। এ ধরনের বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো কোনটিতে বাদ দেয়া হয়েছে আবার কোনটিতে রাখা হয়েছে বহাল ।

গ - খন্ডিত শব্দ লিখন বা বর্জন। একক ও দিত্ব (তাশদীদযুক্ত) অক্ষরের মাঝে উপরে ঢেঁশ বা বিন্দু ব্যবহারের মাধ্যমে পার্থক্যকরণ। ল্যাটিন অক্ষরে লিখিত তিনটি কপির সাতটি সূরার তুলনামূলক পর্যালোচনায় উপরোক্ত পরিবর্তনগুলো স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়।

---

[১১৮] প্রচুর আরবী শব্দের শুরুতে ال (আলিফ লা-ম) পাওয়া যায়। যে শব্দ এককভাবে অথবা মিলিয়ে পড়লে ل উচ্চারিত হয় তাকে ال ক্বামারিয়্যাহ বলা হয়। যেমন, القمر، ذلك الكتاب। আর ل উচ্চারিত না হয়ে পরবর্তী বর্ণে বিলীন হয়ে সেই বর্ণের দিত্ব উচ্চারণ হয় তাকে ال শামসিয়্যাহ বলে। যেমন, الشمس، يوم الدين।

www.nagorikpathagar.org

৩ - যে সমস্ত কারণে শরীয়তী দৃষ্টিকোণ থেকে ল্যাটিন ইত্যাদি বর্ণে কুরআন লেখা নিষিদ্ধ করা হয় এবং এতে যে সকল অসুবিধার সৃষ্টি হয় তার বিবরণ।

ক - নবী সাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কুরআন লেখা এবং হযরত আবূ বাকার ও উস্‌মানের সময় কুরআন সংকলন আরবী ভাষাতেই করা হয়েছিল। বরঞ্চ হযরত উস্‌মান রাদিয়াল্লাহু আনহু লেখার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি লিখন কৌশল ও নীতিমালা প্রণয়ন করেন। কুরআন লেখার সময় বর্ণমালার লিখন পদ্ধতিতে যদি আনসার ও কুরাইশদের মাঝে কোন মতানৈক্য দেখা দেয় তখন সেই নীতিমালা অনুসরণের নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে সকল সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। তাবেঈনগণ বিষয়টি সর্বসম্মতভাবে মেনে নেন। এবং আমাদের সময়কাল পর্যন্ত সকল উলামার ইজমাও প্রতিষ্ঠিত। অথচ তখনও আরবী ছাড়াও বহু ভাষা ও বর্ণ ছিল। সেই ভাষা ও বর্ণে লিখতে পারদর্শী অনারব লেখকবৃন্দ তখনও ছিলেন। পাশাপাশি এমন লোকও ছিল যাদের কুরআন তিলাওয়াতের সুবিধার্থে প্রয়োজন ছিল তাদের ভাষার বর্ণে কুরআন লেখার। (কিন্তু তা করা হয়নি।) এ দিকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين অর্থাৎ, আমার পর আমার ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত আকড়ে ধরা তোমাদের কর্তব্য। অতএব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খুলাফায়ে রাশিদীন, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং উম্মাতের ইজমার কারণে আরবী ভাষা ও বর্ণেই কুরআন লেখা ও এর সংরক্ষণ করা ওয়াজিব।

খ - প্রচলিত বিষয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাষার হরফগুলো একাধিকবার প্রতিবর্ণায়নযোগ্য। তাই যদি পরিবর্তনের অনুমতি দেয়া হয় তাহলে প্রচলনের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রতিবর্ণায়নের পরিবর্তনেরও আশঙ্কা দেখা দেবে। আর এভাবে পরিবর্তিত প্রতিবর্ণায়নের কারণে তিলাওয়াতে আসবে বিভিন্নতা। এবং এক সময় যুগের বিবর্তনে তিলাওয়াতে সৃষ্টি হবে মিশ্রণ। আর সে সূত্রে ইস্‌লামের দুশমনেরা কুরআনে ইখতিলাফ ও অস্থিরতার - যেমনটি পাওয়া গেছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে - অপবাদ দেয়ার সুযোগ পাবে। অতএব ইসলামের মূল ভিত্তি সংরক্ষণ এবং বিশৃংখলা সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করার লক্ষ্যে এ ধরনের কাজে বাধা দেয়া ওয়াজিব।

গ - যদি এর অনুমতি দেয়া হয় বা এটা মেনে নেয়া হয় তা হলে কুরআন মানুষের হাতে খেলনার বস্তুতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তখন সবাই নিজ নিজ ভাষা এবং প্রাপ্ত সকল ভাষায় কুরআন লেখার প্রস্তাব করবে। নিঃসন্দেহে এটা মতপার্থক্য সৃষ্টি ও হৈ চৈ ফেলে দেয়ার কারণ হবে। অতএব ইস্‌লামের স্বার্থেই

www.nagorikpathagar.org

অবশ্যই আল্লাহর কিতাবকে এমনটি হওয়া থেকে হিফাযত করতে হবে। তাই মুসলিম আলেমগণ এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এবং কুরআনের হিফাযত ও কুরআনকে খেলনা হওয়ার হাত থেকে রক্ষাকল্পে আরবী ছাড়া অন্য কোন হরফে কুরআন লেখা হারাম বলেছেন।

উল্লেখিত বর্ণনায় খারাপ দিক ও আশঙ্কার সর্বদিক বিস্তারিত আলোচিত হয়নি। যা কিছু আলোচিত হয়েছে তাতে শুধু মতবিরোধ, বিভ্রান্তি, ভুল এবং বিপদাশঙ্কার কিছু নমুনা তুলে ধরা হয়েছে মাত্র।

সবশেষে গবেষণা ও ইফতা পরিষদ আশা প্রকাশ করে যে, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ইস্‌লামী দেশসমূহ কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে তারা তাদের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবেন।

গবেষণা ও ইফতা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

সভাপতিঃ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে বায

সহ সভাপতিঃ আব্দুর রাযযাক আফীফী

সদস্যঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে গাদয়ান

সদস্যঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ক্বু'উদ[১১৯]

১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত মাক্কা ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনের প্রস্তাবনা

১২ থেকে ২০ রবিউছ ছানী ১৩৯৭ হিজরী মোতাবেক ৩১ মার্চ - ৮ এপ্রিল ১৯৯৭ ইংরেজী সালে কিং আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয় ইস্‌লামী শিক্ষার উপর নয় দিনব্যাপী প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় মাক্কাতুল মুকাররামার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্মেলনে স্থান পায় এবং এগুলোর জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয় ! দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনা ও গবেষণার পর কুরআনুল কারীমের প্রতিবর্ণায়ন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের রিপোর্টে প্রস্তাব করেন, যেহেতু কুরআনুল কারীম আল্লাহর কালাম যা আরবী ভাষায় নাযিল করা হয়েছে তাই অন্য কোন ভাষায় এর প্রতিবর্ণায়ন একেবারেই অসম্ভব। এ ব্যাপারে কুরআনের অনুবাদের চেষ্টা করা যেতে পারে, এর বেশি কিছু নয়।

প্রস্তাবে আরো বলা হয়, যেহেতু প্রতিবর্ণায়ন কোন ক্রমেই সম্ভব নয় এবং প্রতিবর্ণায়ন আসল ভাষা ও কুরআনুল কারীমের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করে মাত্র

[১১৯] ল্যাটিন বর্ণে কুরআন লিখন, মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ, ১০ম খন্ড, প৪৮ - ৪৯

www.nagorikpathagar.org

সেহেতু তিলাওয়াতকারীকে কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি উৎসাহী করতে হবে, আর তা হতে হবে আসল আরবী ভাষাতেই। এ ছাড়া অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে প্রতিবর্ণায়নের চেষ্টা ব্যর্থ প্রয়াস বলে বিবেচিত হবে এবং তা হবে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য।

প্রস্তাবে আরো বলা হয়, এবং যেহেতু আকৃতি ও পদ্ধতিগত ভাবে আরবী অক্ষর সংরক্ষণ করা পবিত্র দায়িত্ব সেহেতু ইস্‌লামী রাষ্ট্রগুলোর উপর ওয়াজিব এবং কর্তব্য সে পদ্ধতির প্রতি যত্নবান হওয়া। সাথে সাথে যে সকল রাষ্ট্র তাদের ভাষালিপিতে আরবী অক্ষরের পরিবর্তে অন্য কোন অক্ষর প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং যে সকল রাষ্ট্র এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা ভাবছে তাদের জন্য বিষয়টি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা একান্ত কর্তব্য।[১২০]

জালালুদ্দীন সুয়ূতী

জালালুদ্দীন সুয়ূতী 'ইতকান' গ্রন্থে অআরবী ভাষায় কুরআন লেখার বিষয়টি আলোচনা করেন। এবং সেখানে তিনি যারকাশীর বক্তব্য যাতে এর পক্ষে সম্ভাবনার মত প্রকাশ করার পর অনারবী ভাষায় কুরআন লেখা নিষিদ্ধ হওয়াকেই প্রাধান্য দেয়া হয় তা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, যারাকাশী বলেন,[১২১]

و هل تجوز كتابته بقلم غير عربي ، هذا مما لم أر فيه كلاما لأحد من العلماء، قـــال: و يحتمل الجواز، لأنه قد يحسنه من يقرأ بالعربية، و الأقرب المنع، كما تحرم قرأته بغير لسان العـــرب، و لقولهم القلم أحد اللسانين، و العرب لا تعرف قلما غير العربي، و قال تعالى: بلسان عربي مبين.

অর্থাৎ ঃ আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় কুরআন লেখা কি জায়েয? আল্লামা যারকাশী বলেন, এ সম্পর্কে আমি কোন আলেমের কোন স্পষ্ট মতামত দেখিনি। তবে জায়েয হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ, কখনো কখনো তারা (অনারবগণ) অনারবী লিপিমালা ভালোই পড়তে পারে (অথচ তারা আরবী লেখতে জানেনা)। তবে তাহকীকী (গবেষণালব্ধ) সিদ্ধান্ত হলো, যেভাবে অনারবী ভাষায় কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখা হয় একইভাবে অনারবী লিখন পদ্ধতিতেও কুরআন লেখাকে নিষেধ করতে হবে। কারণ প্রবাদ আছে যে, কলমও এক প্রকারের ভাষা। আর আরবরা আরবী লিখন পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন লেখা জানেনা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

---

[১২০] Conference Book, King Abdul Aziz University, Jeddah, P156 - 157

[১২১] আল বুরহান, ১:৩৮০

www.nagorikpathagar.org

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ[১২২] অর্থঃ 'সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়'।[১২৩] সুয়ূতী এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি। যার অর্থ হল তিনি এ মত প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী

১৩৪১ হিজরী সালের রামাদান মাসের তিন তারিখে নাগরী বর্ণে কুরআন লিখন সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেন,

কুরআনের মতন (আয়াত) আরবীতেই লিখতে হবে। হিন্দীতে লেখার কোনই প্রয়োজন নেই। যদি শিখিয়ে দেয়া না হয় তাহলে তো হিন্দীতে লেখলেও তা পড়তে পারবেনা। আর যদি পড়িয়ে দিতে হয় তাহলে সরাসরি আরবীতে শিখে নেয়া তো কোন কঠিন কাজ নয়। অনুবাদের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্থাৎ ধর্মদ্রোহিতা থেকে জনগণকে বাঁচানো এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা, তো এতে আরবী বা হিন্দী লেখার প্রভাব না পড়ার ক্ষেত্রে উভয়টাই সমান। তা ছাড়া হিন্দী ও নাগরী ভাষায় কতেক আরবী হরফের প্রতিবর্ণ পাওয়াই যায় না। যেমন, ز ، ط ، ض ، ق । অতএব যখন এগুলোকে অন্য বর্ণে লেখা হবে তখন এটা স্পষ্ট যে, আসল হরফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ করা যাবে না। আর এটা হারাম।[১২৪]

মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহিদ উত্তরটির আলোকে নাগরী বর্ণে মুদ্রিত একটি কুরআনের পর্যালোচনা করেন। কুরআনটি মুদ্রণে যে পন্থা অবলম্বিত হয়েছে তা ছিল নিম্নরূপঃ

১ - প্রথমে আরবী হরফেই কুরআন শরীফ লেখা হয়েছে।

২ - এরপর নাগরী বর্ণে (উচ্চারণে) কুরআন লেখা হয়েছে।

৩ - তারপর নাগরী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

৪ - শেষে নাগরী ভাষায় তাফসীর লেখা হয়েছে।

এগুলোর মাঝে ১নং পুরোপুরি ঠিক আছে। মূল কুরআন শরীফ আরবী হরফেই লিখতে হবে।

দু' নম্বর অর্থাৎ মূল কুরআন নাগরী ভাষায় (উচ্চারণে) অবশ্যম্ভাবী বিকৃতির কারণে নাজায়েয। যার একটি কারণ উপরে হযরতের উত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কতেক আরবী যেমন, ز ، ط ، ض ، ق হরফের প্রতিবর্ণ হিন্দী অথবা নাগরীতে

---

[১২২] সুরাতুশ শু'আরা ঃ ১৯৫

[১২৩] ইত্কান ঃ খ৪ প১৮৩

[১২৪] এমদাদুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খন্ড, প৪৫ - ৪৬

www.nagorikpathagar.org

পাওয়াই যায় না। যদি এগুলোর উচ্চারণ অন্য বর্ণে লেখা হয় তাহলে তো মূল আরবী বর্ণের উচ্চারণ করাই যাবে না।

নমুনা কপি দেখার পর যে দ্বিতীয় কারণটি সবার নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে তা হল যেমন শুধুমাত্র بسم الله الرحمن الرحيم আয়াতটিতে الله শব্দের আলিফ এবং الرحمن ও الرحيم শব্দদ্বয়ের আলিফ ও লাম (মোট চারটি হরফ) যা আরবী লিখন পদ্ধতি অনুযায়ী লিখিত হওয়া জরুরী ছিল কমে যাবে। তো যখন একমাত্র একটি আয়াত بسم الله الرحمن الرحيم তেই (১+২+২=৫) পাঁচটি হরফ কমে যাবে তাহলে ভাবা যায় পুরো কুরআন শরীফে কতগুলো হরফ কমে যাবে? চিন্তনীয় বিষয় হল এভাবে লিখাটাও তো সরাসরি উসমানী লিখন পদ্ধতি পরিপন্থী যাকে ইমাম মালেক ও আহমাদ নিষিদ্ধ ও হারাম বলেছেন।

যাহোক কুরআন শরীফ শুধুমাত্র আরবী হরফেই লেখতে হবে। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে নাগরী উচ্চারণে লেখার অনুমতি দেয়া যায় না। আর দৃশ্যতঃ তার প্রয়োজনও নেই। বরঞ্চ একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে মূল কুরআন শরীফ নাগরী উচ্চারণে লেখার পরিণাম হবে এই, যে মুসলমান শুধুমাত্র হিন্দী বর্ণ চিনে তাদেরকে একটু চেষ্টা করে কায়েদা বোগদাদী পড়িয়ে দিলে তারা আরবী হরফে লিখিত কুরআন শরীফ অনায়াসে ও সহজেই পড়তে পারত এ নতুন পদ্ধতি চালু করার ফলে ইসলামী লিখন পদ্ধতি হতে তারা একেবারে বঞ্চিত হয়ে যাবে ও তাদের মাঝে এ সম্পর্কে একটা লাপরওয়া ভাব এসে যাবে। অথচ সকল মুসলমানকে ইসলামী (কুরআনী) লিখন পদ্ধতি শেখার প্রতি উৎসাহিত করাটাই ছিল অতীব জরুরী। অতএব দু' নম্বর পদ্ধতি অর্থাৎ মূল কুরআন শরীফ নাগরী উচ্চারণে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই শুধু নয় জাতীয় ও রাজনৈতিক কারণেও বর্জন যোগ্য।[১২৫]

মুফতী মুহাম্মাদ শফী

খোঁজ খবর ও আলোচনা পর্যালোচনায় যতটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায় যে, ঐ সকল আজমী ভাষায় আরবী ও কুরআনে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি হরফ পাওয়াই যায় না। যেমন, ذ ز ظ ض। ইংরেজী, হিন্দী, তামিল, গুজরাটি ইত্যাদি ভাষায় এ অক্ষরগুলোর জন্য আলাদা কোন আকৃতি বা প্রতি বর্ণের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। সবগুলোর জন্য প্রায় একই আকৃতি বা বর্ণ ব্যবহার করা হয়। অথচ এ বর্ণগুলোর বিভিন্নতার কারণে অর্থ ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। এ জন্যই ঐ সকল ভাষায় ও বর্ণে

[১২৫]এমদাদুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খন্ড, প৪৬ - ৪৭

www.nagorikpathagar.org

কুরআন লেখা কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট তাহ্‌রীফ বা বিকৃতি।

খ - কুরআনুল কারীমে প্রাপ্ত এমন বেশ কিছু অক্ষর রয়েছে যা তামিল ভাষায় অনুপস্থিত। যেমন, ذ ز ض ظ ইত্যাদি। (যতটুকু আমি জানতে পেরেছি) এ সকল অক্ষরের জন্য তামিল ভাষায় একই আকৃতি (বর্ণ) ব্যবহার করা হয়। অথচ এ অক্ষরগুলো পরিবর্তন হওয়ার কারণে অর্থ পরিবর্তিত হয়। এজন্য এমনটি করা কুরআনের সরাসরি তাহ্‌রীফ।[১২৬]

মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানী

একই প্রশ্নের উত্তরে ১৩৪২ হিজরী সনের ১২ রজব এমদাদিয়া খানকাহ্ হ'তে মাওলানা লেখেন, নাগরী হোক অথবা ইংরেজী যদি তাতে উসমানী লিখন পদ্ধতির নীতিমালা অনুসরণ করা না যায় তাহলে সে ভাষায় কুরআন লিখন কোনভাবেই জায়েয হবেনা। কারণ, কুরআন লিখনের ক্ষেত্রে উসমানী লেখন পদ্ধতি অনুসরণ করা ওয়াজিব। আর যে ভাষায় উসমানী লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে যেমন ফারসী উর্দু নাস্তাড়লীক[১২৭] ইত্যাদি এ ধরনের ভাষার বর্ণে কুরআন লেখার ক্ষেত্রেও রয়েছে দ্বিমত। তবে গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ও কাছাকাছি মত হল, এ সকল ভাষার বর্ণেও পুরো কুরআন লেখা না জায়েয। কখনো কখনো দু এক আয়াত লেখা হলে তাতে অসুবিধে নেই। মোট কথা কুরআনী আয়াত শুধুমাত্র আরবী লিখন পদ্ধতিতেই লেখতে হবে। অনুবাদ ও তাফসীর অন্য ভাষায় লেখায় কোন অসুবিধে নেই।[১২৮]

মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গূহী

বাংলা বর্ণে কুরআন লেখাসম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা কুরআন লিখন পদ্ধতি সম্পর্কিত ইমাম মালেক, ইমাম আহ্‌মাদ ও ইমাম বাইহাকীর মতামত (আমরা কুরআন লিখন পদ্ধতিতে উলামায়ে কিরামের মতামত অনুচ্ছেদে সেগুলো উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ) উল্লেখ করে বলেন, ফাতাওয়া আল কুবরা গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৩৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, আজমী (অনারবী) ভাষায় কুরআন লেখা স্পষ্টভাবে হারাম বলা হয়েছে। কিরাআতের কোন কোন ইমাম তাই বলেছেন। এ মতকে ইমাম মালিকের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কারণ, তিনিই প্রশ্নটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত

---

[১২৬] জাওয়াহিরুল ফিকহ, প.৭৩

[১২৭] কারণ এগুলোতে আরবী বর্ণমালার সবগুলো হরফ পাওয়া যায়। শুধুমাত্র লেখার স্টাইলে ভিন্নতা রয়েছে।

[১২৮] ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খন্ড, প৪৪, ইমদাদুল আহকাম, ১ম খন্ড, প২৪০ - ২৪১

www.nagorikpathagar.org

হয়েছিলেন। অন্যথায় এটাই চারি মাযহাবের মত। আবূ আমর বলেন, এ বিষয়ে উম্মাতের কোন আলেমই তাঁর (ইমাম মালিক) বিরোধিতা করেননি। কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম মালিক যে মত প্রকাশ করেছেন সেটাই সঠিক। কারণ, এতেই রয়েছে সূচনা লগ্নের অবস্থার স্থায়িত্ব এবং তা অব্যাহত থাকবে পরম্পরায় শিখে নেয়া পর্যন্ত। আর এর বিরোধিতা করার অর্থ দাঁড়াবে পরবর্তীগণ কর্তৃক পূর্ববর্তীগণকে জাহিল মনে করা।[১২৯]

অতএব যেমনটি আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে, এ বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন লোকেরা যে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে তা হবে নিষিদ্ধ। যেমন (কুরআনের আয়াতে) رِبٰـو শব্দটি ওয়াও এর পরিবর্তে আলিফ দিয়ে লেখা যাবে না। অথচ আলিফ দিয়ে (رِبًا) লেখাটাই ছিল আরবী বানান রীতির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব যে শব্দগুলো বানান রীতির সাথে মেলেনা সেগুলো প্রচলিত নিয়মে লেখা নিষিদ্ধ হওয়াটাই আরো বেশি স্বাভাবিক। [১৩০]

আজমী (অনারবী) ভাষায় লেখার মাঝে রয়েছে শেখার সহজিকরণ এমন ধারণা করা সত্যেও অপলাপ মাত্র। বাস্তবতা বিবর্জিতও বটে। অতএব তা গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি তা মেনেও নেয়া হয় তাহলে কুরআনিক আয়াতগুলোকে পূর্বাপর সকল উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত লিখন পদ্ধতি পরিহার করাকে বৈধ করবেনা। মাসআলাটি 'আকামুন নাফায়িস' গ্রন্থের ১৪ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।[১৩১]

উল্লেখিত বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, কুরআন লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই মুসহাফে উসমানীর লিখন পদ্ধতি প্রয়োগ ও অনুসরণ করতে হবে। আরবী ভাষা ও হরফে হলেও এ পদ্ধতির বাইরে অন্য যে কোন পদ্ধতিতে লেখা না জায়েয ও হারাম। এ বিষয়ে রয়েছে চারি ইমামের ঐকমত্য। বরঞ্চ উলামায়ে কিরামের কেউ এতে দ্বিমত করেননি। অতএব বিষয়টি সর্বসম্মত ইজমাতে পরিণত হয়েছে। তাই অনারবী বাংলা ইত্যাদি ভাষার উচ্চারণে কুরআন লিখন কিভাবে জায়েয হতে পারে? এটা জায়েয হওয়ার তো সুযোগই নেই। অতএব উপস্থাপিত প্রশ্নটি সর্বসম্মতভাবেই না জায়েয।

কিছু কিছু হরফ আরবীতেই সীমাবদ্ধ। যেমন, ط ، ح ، ض ، ظ ইত্যাদি। অন্য কোন ভাষায় অক্ষরগুলোর ব্যবহারই নেই। এগুলোর জন্য অন্য ভাষায় না আছে কোন

---

[১২৯] বক্তব্যটি ইমাম সাখাওয়ীর, মানাহিলুল ইরফান, ১ম খন্ড, প.৩৭৯

[১৩০] আকামুন নাফায়িস, প৫৩

[১৩১] পুস্তিকাটি 'মাজমুআতু রাসায়িলি লাকনাভী' তে সন্নিবেশ করা হয়েছে। উক্ত পুস্তিকার প. ৫৩ দ্রষ্টব্য।

www.nagorikpathagar.org

উচ্চারণ আর না আছে কোন প্রতীক বা প্রতিবর্ণ। এমতাবস্থায় নিরুপায় হয়ে সেগুলোর জন্য বাংলায় প্রাপ্ত অন্য বর্ণ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে যা ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআনের তাহরীফ বা বিকৃতিরই নামান্তর। আর এমনটি করা হারাম।

তবে হ্যাঁ, মূল কুরআন আরবীতে লেখে অনুবাদ ও তাফসীর বাংলা ভাষায় লেখা হয় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাতে কোন অসুবিধে নেই। [১৩২]

মুফতী সাইয়েদ আবদুর রাহীম

গুজরাটী বর্ণে কুরআন লেখা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে মুফতী সাইয়েদ আবদুর রাহীম লিখেন, গুজরাটী বর্ণে কুরআন লেখার ক্ষেত্রে কুরআনের একটি রুকন কুরআনী লিখন পদ্ধতি বাদ পড়ে। এতে করে লিখন বিকৃতি ঘটে যা পরিহার করা আবশ্যক। যেমন, بسم الله الرحمن الرحيم গুজরাটী বর্ণে লেখা হলে الله، الرحمن ، الرحيم শব্দগুলোর প্রথম দু'টি হরফ আলিফ ও লাম (ال) লেখা হয়না। লেখা হয় এভাবে : بسم لله رّحمن رّحيم । এভাবে লেখার ফলে একমাত্র بسم الله আয়াতটিতেই ৬টি হরফ হ্রাস পাবে। তাহলে চিন্তা করুন গুজরাটী বর্ণে পুরো কুরআন শরীফ লেখা হলে কি পরিমাণ বর্ণসংখ্যা হ্রাস পাবে। অথচ অর্থের মত হরফগুলোও মূল কুরআনেরই অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল, কোন আয়াতে হরফের সংখ্যা বেড়ে যাবে। যেমন, الم । কুরআনী লিখন পদ্ধতিতে আয়াতটি লেখলে হরফ সংখ্যা হবে তিনটি। কিন্তু গুজরাটী বর্ণে লেখলে বর্ণ সংখ্যা দাঁড়াবে নয়টিতে। এবার একটু হিসেব করে দেখুন, এভাবে লেখলে পুরো কুরআন শরীফে বর্ণ সংখ্যায় কি পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটবে।

তাছাড়া আসল কথা হল, কুরআনী লিখন পদ্ধতি কিয়াস নির্ভর কোন বিষয় নয়। বরঞ্চ বিষয়টি সম্পূর্ণ তাওকীফী (توقيفي) এবং সিমাঈ (سماعي) অর্থাৎ শ্রুতি নির্ভর। লাউহি মাহফূযে লিখিত কুরআনের অনুরূপ। আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। এটা তাওয়াতুর (تواتر) এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। এতে রয়েছে মুজিযা। সাত কিরাআতসহ সকল কিরাআত এর অন্তর্ভুক্ত এবং তা প্রয়োগ করাও যায়। এ বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষতা গুজরাটী লিখন পদ্ধতিতে হতেই পারে না। অতএব কুরআনী লিখন পদ্ধতির অনুসরণ করা ওয়াজিব এবং তার ব্যতিক্রম করা না জায়েয ও হারাম। কুরআন লেখার পদ্ধতি ছিল এ রকম যে, যখন কালামে পাক এর কোন

---

[১৩২] ফাতাওয়া মাহমূদিয়্যাহ, ১ম খন্ড, পৃ৪৫ - ৪৬

www.nagorikpathagar.org

আয়াত বা সূরা নাযিল হত তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী লেখকদের কাউকে ডেকে তা লেখাতেন এবং প্রতিটি শব্দের লিখন পদ্ধতি ওহী লেখককে ঠিক সেভাবে শিখিয়ে দিতেন যেভাবে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওহী ও জিব্রীল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে জানতে পারেন। যখন প্রথম খলীফা হযরত আবূ বাকার রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফাত যুগে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে বিভিন্ন সাহাবায়ে কিরামের কাছে যে আয়াত ও সূরাসমূহ লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত আছে সেগুলোকে এক জায়গায় গ্রন্থাকারে সংকলিত করা হবে তখন কাতিবে ওহী হযরত যাইদ ইবনে ছাবিত অত্যন্ত সতর্কতা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে যাচাই বাছাইয়ের পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশানুসারে তাঁরই তত্ত্বাবধানে যে লিখন পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল সে লিখন পদ্ধতিতেই পুরো কুরআন শরীফ সংকলন করেন। এরপর যখন হযরত উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহু পুনরায় কুরআন সংকলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন সেই একই ব্যক্তিত্ব হযরত যাইদ ইবনে ছাবিত - এর উপর এ মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়। তখনো পঞ্চাশ হাজার সাহাবা বর্তমান ছিলেন। অতএব মুসহাফে উছমানীর লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং এর ব্যতিক্রম করা জায়েয নয়। চার ইমাম এ লিখন পদ্ধতিকে অনুসরণ করা জরুরী মনে করেন। আল্লাহ পাকের ইরশাদ হচ্ছে, (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ) অর্থঃ অবশ্যই আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমিই এর হিফাযাত করব।

উপরের আয়াতে শুধুমাত্র কুরআনিক শব্দাবলীর হিফাযাতের কথা বলা হয়নি। বরঞ্চ শব্দ অর্থ এবং কুরআনী লিখন পদ্ধতিসহ (কুরআন সম্পর্কিত) সকল বিষয় হিফাযাত করার ওয়াদা ও ভবিষ্যত বাণীও করা হয়েছে এ আয়াতে। অতএব এর ব্যতিক্রম করা জায়েয হবেনা।

অনুবাদ অর্থ তাফসীর ও উলূমুল কুরআনের বিষয়াবলী হিফাযাতের কাজে একদিকে উলামায়ে কিরাম নিয়োজিত রয়েছেন তো অপরদিকে শব্দ আয়াত ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ পদ্ধতি ও নির্ভুলতা সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন কারী সাহেবান। পাশাপশি কুরআনিক লিখন পদ্ধতি রক্ষণাবেক্ষণের মহান কর্তব্য আঞ্জাম দিচ্ছেন কুরআন লেখকগণ যাদের অনুসরণ করা আমাদের জন্য অবশ্যই পালনীয় দায়িত্ব।

উল্লেখিত ত্রুটিগুলো ছাড়াও আরো কিছু বাস্তব ত্রুটি হল,

১.	আরবীতে ح ও ـه হরফে পার্থক্য রয়েছে। গুজরাটীতে নেই।
২.	আরবীতে ق ও ك হরফে পার্থক্য রয়েছে। গুজরাটীতে নেই।
৩.	আরবীতে ء ও ع হরফে পার্থক্য রয়েছে। গুজরাটীতে দু'টি বর্ণ একই।

www.nagorikpathagar.org

৪.	আরবীতে ت ও ط হরফে পার্থক্য রয়েছে। গুজরাটীতে কোন পার্থক্য নেই।
৫.	আরবীতে ص س ও ث হরফে পার্থক্য রয়েছে। গুজরাটীতে এগুলোর উচ্চারণ একই।
৬.	আরবীতে ز ض ذ ও ظ হরফে পার্থক্য রয়েছে। গুজরাটীতে এগুলোর উচ্চারণ একই।

সার কথা ح ও هــ , ق ও ك , ء ও ع , ت ও ط , س ص ও ث , এবং ز ض ذ ও ظ আরবীতে এ হরফগুলোর প্রতীক ভিন্ন ভিন্ন এবং পারস্পরিক উচ্চারণে সুস্পষ্ট পার্থক্য ওয়েছে। এ পার্থক্য ও উচ্চারণিক বৈশিষ্ট্য গুজরাটী ভাষায় পাওয়া যায় না। যদি এগুলোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক নির্ধারণও করা হয় তবুও সেটা হবে অপূর্ণ যার লেখা ও প্রতীকে বিকৃতির পাশাপাশি উচ্চারণে স্পষ্টভাবে ভিন্নতা ধরা পড়বে। এতে কওে অসংখ্য ভুল আর উচ্চারণিক ত্রুটির ফলে বর্ণ বিকৃতির মাধ্যমে অর্থও বিকৃত হয়ে যাবে। পরিণামে ছাওয়াবের পরিবর্তে শাস্তি এবং রাহমাতের পরিবর্তে লানতের হকদার এবং কারণ ঘটবে। যেমন বিখ্যাত ফরমান ওয়েছে, رُبَّ تَـــالٍ يَلْـعَـنُـهُ الْقُـــرْآنُ অর্থঃ অনেক তিলাওয়াতকারী এমন রয়েছে যাদের উপর কুরআন লানত করে।

ইমাম ইবনুল জাওযী লেখেন, নিশ্চয়ই উম্মাতের উপর কুরআনের বাণী হৃদয়ঙ্গম করা এবং তার হুকুম আহকাম মেনে চলা যেমন ইবাদাত ঠিক তদ্রুপ কুরআন বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা এবং তার হরফগুলো নিয়মানুযায়ী সঠিকভাবে আদায় করাও ইবাদাত। যোগ্য উসতাযের কাছে বিশুদ্ধ উচ্চারণে পড়া রপ্ত করা ছাড়া আরবী হরফে লিখিত কুরআন শরীফ তিলাওয়াত (অনেকের ক্ষেত্রে) কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তাহলে (আরবী হরফ - এর পরিচিতি ও উচ্চারণ সম্পর্কে অজ্ঞ শিক্ষিত ও) অশিক্ষিত লোকেরা গুজরাটী (বাংলা ইংরেজীসহ অন্যান্য অনারবী) বর্ণে লিখিত কুরআন কি করে সঠিকভাবে পড়বেন? বিশুদ্ধভাবে পড়া খুব সহজ নয়। তার চেয়ে বরঞ্চ এটাই উত্তম, যে সূরাগুলো তারা মুখে মুখে মুখস্থ করেছেন সেগুলোই বারবার পড়ুন। তবুও (বাংলা ইংরেজীসহ অন্যান্য অনারবী) উচ্চারণে পড়বেন না। কারণ, ভুল পড়া হারাম। (ইতকান, দুররে মুখতার, শামী, ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, মুল্লা আলী কারী,

শারহে জাযারী ইত্যাদি)[১৩৩]

শাইখ মুহাম্মাদ রাশীদ রিদা

তেরেনফালের কিছু মুসলমান আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমগণের কাছে উপস্থাপনের জন্য মিসরের একটি পত্রিকায় তিনটি প্রশ্ন পাঠায়। প্রশ্নগুলো শাইখ বাখীতের নিকট পেশ করে প্রাপ্ত উত্তর পত্রিকাটি প্রকাশ করে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ছিল "ইংরেজী ভাষায় কুরআন লেখা" সংক্রান্ত। শাইখ মুহাম্মাদ রাশীদ রিদা আল- মানার পত্রিকায়[১৩৪] তার নিজস্ব মতামতসহ প্রশ্নোত্তরটি তুলে ধরেন। আমরা সেখান থেকে প্রয়োজনীয় অংশ এখানে তুলে ধরছি।

প্রশ্নঃ ইংরেজী ও ফরাসী বর্ণে কুরআন লেখা সম্পর্কে অন্ধকারে আলোকবর্তিকাতুল্য ইসলামের সম্মানিত উলামায়ে কিরামগণের - আল্লাহ সর্বদা আপনাদের অস্তিত্ব বহাল রাখুন - মতামত কি? এটা জায়েয কি না। অথচ আরবী বর্ণ থেকে ইংরেজী বর্ণের সংখ্যা কম। আর এটা জানা কথা যে, কুরআন কুরাইশী ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। এমতাবস্থায় কোন ইংরেজ যদি ইংরেজীতে (মিসর ঃ مصر) লিখতে চায় তাহলে সেটা পড়া হয় (مســـر) । অথবা (أحمد) লিখলে হয় (أهمد)। এমনিভাবে (شيخ) এর পরিবর্তে হয় (شيك)। বিশেষ করে মিসরে আমাদের মুসলিম ভাইগণ ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষাও জানেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু ভাই এ বিষয়ে প্রচণ্ড বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। কেউ বলছেন জায়েয। আবার কেউ বলছেন নাজায়েয। বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক সমাধান দিয়ে আমাদেরকে উপকৃত করুন। আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য রইল ছাওয়াব ও উত্তম বিনিময়।

জওয়াবঃ জেনে রাখুন নাযম (نظم) অর্থাৎ টেক্সট বা অর্থবোধক শব্দাবলী হল কুরআন। কারণ এই শব্দাবলী ই'জায (إعجاز) ও ইনযাল (إنزال) জাতীয় গুণ দ্বারা গুণান্বিত। এ ছাড়াও কুরআনের অন্যান্য গুণাবলী শব্দের সাথেই সম্পৃক্ত। প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র অর্থ এককভাবে কুরআন হতে পারে না। অবশ্য বলা হয়ে থাকে যে, প্রকৃতপক্ষে কুরআন হল অর্থ। আর শব্দকে রূপক অর্থে কুরআন বলা হয়। তবে প্রথম মতটিই সঠিক।[১৩৫] অতএব যারা সক্ষম[১৩৬] তাদের জন্য আরবী উচ্চারণ ছাড়া কুরআন

---

[১৩৩] ফাতাওয়া রাহীমিয়্যা, ১ম খন্ড, প৯৮ - ১০০

[১৩৪] আল মানার পত্রিকার ষষ্ঠ খন্ডের ২৭৪ - ২৭৭ পৃষ্ঠায় 'ইংরেজী বর্ণে কুরআন লিখন' শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধ হতে গৃহীত। মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যা, ১০ম সংখ্যা, প৫১ - ৫৫

[১৩৫] অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ দুটোর সমষ্টিকেই প্রকৃতপক্ষে কুরআন বলা হয়। সার্বক্ষণিক কমিটি।

www.nagorikpathagar.org

পড়া জায়েয নেই। তবে যারা অক্ষম তাদের জন্য শব্দ ও অর্থ বিকৃত না হওয়ার শর্তে[১৩৭] লেখা ও পড়া উভয় পঠন জায়েয। তাজুল মুহাদ্দিসীন হাসানুল বাসরী আরবী ভাষা প্রাঞ্জলভাবে উচ্চারণ করতে না পারার কারণে নামাযে ফারসীতে কুরআন পড়তেন। (এরপর তিনি সালমান ফারসীর ঘটনা উল্লেখ করেন যা আমরা আগেই বর্ণনা করেছি।) 'আন-নাফহাতুল কুদসিয়্যাহ ফী আহকামে কিরাআতিল কুরআন ওয়া কিতাবাতিহী বিল ফারসিয়্যাহ' গ্রন্থে ফারসী ভাষায় কুরআন লেখা হারাম বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে আরবীতে কুরআন লিখতে হবে। এবং প্রতিটি শব্দের তাফসীর ও অনুবাদ লেখা যাবে। তবে সর্বসম্মতিক্রমে অপবিত্র ব্যক্তির জন্য তা ধরা হারাম। মালেকী মাযহাবের গ্রন্থগুলোতে বলা হয়েছে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় লিখিত কুরআন কুরআন নয়। তাকে কুরআনের তাফসীর বলা যেতে পারে। (এরপর শাইখ বাখীত সুয়ূতী বর্ণিত যারকাশীর মত উল্লেখ করেন। ইতিপূর্বে আমরা তা উল্লেখ করেছি তাই তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন)।

উপসংহারে বলা যায় হানাফীদের মতে উল্লেখিত শর্তে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য অনারবী ভাষায় কুরআন লেখাও পড়া জায়েয। তবে আরবীতে লেখাটাই সবচেয়ে নিরাপদ। তারপর প্রতিটি শব্দের তাফসীর বা অনুলিখন অন্য ভাষায় - যেমন ইংরেজীতে - হতে পারে।

আল মানারঃ আমাদের সামনে রয়েছে দু'টি বিষয়।

এক. আজমী ভাষায় কুরআনের অনুবাদ। অর্থাৎ আজমী শব্দাবলীতে কুরআনের অনুবাদ ও ভাব সম্প্রসারণ, যা আজমীগণই বুঝবেন, আরবগণ নয়। এ প্রশ্নটিই করেছিলেন রাশিয়ান ভদ্রলোক। প্রশ্ন ও উত্তর আমরা এ খন্ডেই প্রচার করেছি।

দুই. অনারবী বর্ণে কুরআন লেখা। তেরেনফালী প্রশ্নকর্তা এ প্রশ্নটিই এখানে করেছেন। পাঠকবর্গ নিশ্চয় অনুভব করেছেন যে, প্রশ্নটির উত্তরদাতার উত্তরটি স্পষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে যে উদ্ধৃতিগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোও অস্পষ্ট। তাই আমরা লিখিত আকারে আমাদের মতামত তুলে ধরা সঙ্গত মনে করছি।

---

[১৩৬] চেষ্টা ও সাধনা করলে যে সক্ষম হওয়া যায় তার নযির বিশ্বব্যাপী রয়েছে। অতএব অক্ষমতার প্রশ্ন অবান্তর

[১৩৭] উচ্চারণগত কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শাব্দিক বিকৃতি হতে বাধ্য যা অবশ্যই অনাকাংখিতভাবে অর্থেও বিকৃতি ঘটাবে। বলা যায় শব্দ ও অর্থ বিকৃতি ছাড়া কোনভাবেই বিশুদ্ধ উচচারণে কুরআন লেখা যেমন অসম্ভব তেমনিভাবে পড়াও অসম্ভব। লেখক

www.nagorikpathagar.org

লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে পড়ার মাধ্যমে বিশুদ্ধ উচ্চারণ। অতএব আজমী বর্ণমালা যেমন ইংরেজী যেগুলো দিয়ে কুরআন লেখা হবে সেগুলোতে বর্ণসল্পতার কারণে আরবী বর্ণের চাহিদা পূর্ণ হবেনা সে ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এমন বর্ণ দিয়ে কুরআন লেখা নিষিদ্ধ হবে। কারণ এতে রয়েছে কুরআনিক শব্দের বিকৃতি। আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআনিক শব্দের বিকৃতিকে মেনে নেবে সে কাফের। যদি কোন ইসলাম গ্রহণকারী অনারব যে مُحَمَّد (প্রশংসিত) শব্দটি বিশুদ্ধ উচ্চারণ করতে না পারার কারণে مُهَمَّد (মৃত দুর্বল) এবং خَاتَمُ النَّبِيِّين (সর্বশেষ নবী) - কে كَاتِمُ النَّبِيِّين (নবীদের গোপনকারী) উচ্চারণ করে তাহলে বিশুদ্ধ উচ্চারণ আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব। আমরা যদি তার ভাষার বর্ণে শব্দগুলো লেখে দেই এবং সে সেভাবেই পড়তে থাকে তাহলে যুগ যুগ ধরে সাধনা করেও কখনো তার উচ্চারণ বিশুদ্ধ হবেনা। অক্ষমতার কারণ দর্শিয়ে যদি মুসলমানগণ ইসলাম গ্রহণকারী রোমান, পারস্য, কিবতী, বরবর ও ইংরেজসহ অন্যান্য জাতিকে নিজ নিজ ভাষার বর্ণে কুরআন লেখার অনুমতি দিতেন তাহলে আমাদের কাছে নানা প্রকারের কুরআন দেখা যেত। মুসলমানদের প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ কুরআন ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের কুরআন বুঝত না।

আর যদি অনারবী বর্ণ - যেমন ফারসী - এমন হয় যে, সে বর্ণে কুরআন লিখলে কোন পরিবর্তন ও বিকৃতি ছাড়াই বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়া যায় তাহলে এ বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে যা মনে করি তা হল, ফারসী স্টাইলে কুরআন লেখা দ্বীনের কোন মৌলিক বিষয়ে ক্ষতিকর নয় এবং এটা দ্বীনের সাথে খেল তামাশাও হবেনা। যদিও সেটা হবে আরবী স্টাইল পরিপন্থী। পরিচিত আরবী স্টাইল ও কূফী স্টাইলের মধ্যকার পার্থক্য আরবী ও ফারসী স্টাইলের পার্থক্যের চেয়েও অনেক গভীর। আমরা সকল মাযহাবের উলামায়ে কিরামকে দেখতে পাই যে, তারা এ সকল স্টাইলে কুরআন লেখা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে একমত। তারা এসব স্টাইলকে আরবীই মনে করে থাকেন।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এদের মাঝে এমন পার্থক্য রয়েছে যে এদের একটি স্টাইলের পড়া শিখলে অন্যটি পড়ার জন্য তা যথেষ্ট নয়। যেমন কূফী ও ফারসী স্টাইল। উত্তরে আমরা বলব, এ দ্বারা যা বুঝা যায় তা হল প্রতিটি স্টাইল নিজ নিজ শর্তানুযায়ী জায়েয। তবে আমরা মনে করি এর জন্য একটি লিখন পদ্ধতি মেনে নেয়া উচিত। মুসলমানগণ ইসলামের মূল চালিকা শক্তি থেকে এটা বুঝেছেন। তাই কুরআন লেখার ক্ষেত্রে তারা সর্বযুগে একটি লিখন পদ্ধতির উপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। পদ্ধতিটি

www.nagorikpathagar.org

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সংকলিত কুরআন অনুসৃত হবে। সেখানে সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও সূক্ষ্মতা ছাড়া আর কোন কমবেশি করা যাবে না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআন সংরক্ষণের একটি চমৎকার নিদর্শন এবং আমার - রাশীদ রিদা - নিকট এটা ওয়াজিব। কারণ, কুরআনই হল মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট রাখার এক সুদৃঢ় বন্ধন এবং মযবুত রশি যাকে সকল ঈমানদার আঁকড়ে ধরে আছে। এটা অবশ্যই বাড়াবাড়ি হবে যে, চীন থেকে কায়রোতে কোন মুসলিম কারী এলেন কিন্তু তিনি কায়রোর কুরআন পড়তে পারলেন না। একইভাবে বিষয়টি অন্যান্য দেশের মুসলমান সম্পর্কেও বলা যায়।

অসংখ্য ইমাম এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন যে, কুরআনিক লিখন পদ্ধতি তাওকীফী। এতে কোন রকমের হস্তক্ষেপ চলবেনা। আর এটা আমাদের ভূমিকাকেই শক্তিশালী করে।

কেউ হয়ত একথা বলতে পারেন যে, আপনাদের এ মতামতে কুরআনের প্রচার ও ইসলামের দিকে দাওয়াতের ক্ষেত্র সংকুচিত হবে। অথচ আমরা খৃষ্টানদের দেখতে পাই তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জীলের অনুবাদ করেছে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ভাষায়। প্রতিটি ভাষায় তা করেছে লিপিবদ্ধ। এমনকি তারা ইঞ্জীলের কিছু অংশ বরবর ভাষাতেও অনুবাদ করেছে। তাহলে মুসলমানদের কি হল যে, তারা সংকোচন নীতি অবলম্বন করছে? আর অন্যরা তা করছে সম্প্রসারণ?

উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, দাওয়াত ও প্রচারের প্রয়োজনে আমরা কুরআনের অনুবাদ সম্প্রসারণকে বৈধ বলেছি। আর নিঃসন্দেহে অনুবাদও হবে সে ভাষাতেই যে ভাষার বর্ণে তা লেখা হবে। কিন্তু একজন মুসলিম যে আরবীতেই কুরআন তিলাওয়াত করে তার জন্য আজমী বর্ণে কুরআন লেখার কোনই প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ, এমন অনারব যারা সবে মাত্র ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছে, এবং তারা এমন সব ভাষায় পড়াশোনা করে অভ্যস্ত যার সাথে আরবী বর্ণের কোন মিল নেই, কেবলমাত্র তাদের জন্য আরবী ভাষা শিক্ষা সহজীকরণের লক্ষ্যে সীমিত আকারে আরবী শব্দাবলীর প্রতিবর্ণায়ন হতে পারে।

খৃষ্টান মিশনারীদের মত ইসলামের জন্য যদি কিছু সংখ্যক সুশৃংখল ও কর্মঠ দায়ী ও মুবাল্লিগ পাওয়া যায় তাহলে তারা الضرورة تبيح المحظورات 'প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রে নিষিদ্ধকে বৈধ করে দেয়' এবং الضرورة تتقدر بقدر الضـــرورة প্রয়োজনের পরিমাণ ততটুকুই নিরূপিত হবে যতটুকু না হলেই নয় - ফিকাহর এ মূলনীতি - অনুযায়ী কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারেন। তারা যদি মনে করেন, যে সমাজে

www.nagorikpathagar.org

তারা কুরআন প্রচার ও আরবী শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজ এবং দাওয়াতী কাজ করে লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছেন, সে সমাজের লোকদের ভাষার বর্ণে আরবী শব্দাবলী লেখা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই তাহলে তারা তাই লিখুন। তবে তারা সাথে সাথে নও মুসলিমদের আরবী ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবেন যেন তারা এর মাধ্যমে অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে তাদের সুসম্পর্ক স্থাপন ও তা সংরক্ষণে সক্ষম হন।

প্রশ্নকর্তা অন্য জাতির ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ থেকে যেমন অনুপ্রাণিত হয়েছেন তার উচিত ঠিক সেভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া নিজ ভাষা, বর্ণ ও লিপিমালা প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণে। এবং তার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত অন্যান্য জাতি যারা নিজস্ব ভাষা, বর্ণ ও লিপিমালা প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণে যেভাবে তৎপরতা চালান তা থেকে। ইংরেজী ভাষা তার লিখন পদ্ধতি ও শব্দ ভান্ডারের দিক থেকে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার তুলনায় সর্বাপেক্ষা কম সমৃদ্ধশালী। কিন্তু আমরা সেই ভাষাভাষী লোকদের দেখতে পাই তারা নিজেদের ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষায় পরিণত করার জন্য কি ধরনের প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে তারা বিপুল অর্থ ব্যয় করে থাকে। তাহলে আমাদের কি হল যে, আমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করিনা?

শাইখ বাখীত যে উত্তর দিয়েছেন এতে বেশ কিছু পর্যালোচনা রয়েছে। সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাই আমরা এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করছি যে, তাঁর উপস্থাপিত উদ্ধৃতিগুলোর ততটুকুই বিবেচনাযোগ্য যতটুকু তিনি সালাফ থেকে উল্লেখ করেছেন। (সালমান ফারসী সম্পর্কীত বর্ণনা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।) আর হাসান বাস্‌রী হিসাবে যার কথা বলা হয়েছে আসলে তিনি সেই সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী হাসান বাস্‌রী নন। তিনি পারস্যবাসী হানাফী মাযহাবের অন্য কেউ ছিলেন হয়ত। তার কথা কোন দলিল নয়। তাহলে তার আমল কিভাবে দলিল হতে পারে? এ ছাড়া এতেও ঠিক সেই উপাদান রয়েছে যা পূর্বেকারটিতেও ছিল যে, ফারসীতে পড়লে আরবী বিশুদ্ধ উচ্চারণ আয়ত্ত করা যায় না। তবে একথা বলা যেতে পারে যে, আরবী শব্দাবলীর ব্যবহার ও অনুশীলনের মাধ্যমে আরবী উচ্চারণ বিশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি হয়ত অনুবাদ পড়ছিলেন।[১৩৮]

---

[১৩৮] মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ, ১০ম খন্ড, প. ৫১ - ৫৫

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশী উলামায়ে কিরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতামত

জনাব দাউদ-উজ-জামান চৌধুরী, প্রাক্তন মহা পরিচালক, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- এর মাধ্যমে জানা যায় যে, দেশ বরেণ্য বাংলাদেশী আলিমগণ 'কুরআন শরীফের বাংলা উচ্চারণ লেখা হারাম' বলে লিখিত মতামত দিয়েছিলেন। সিদ্ধান্তটি পাওয়ার জন্য আমি ইসলামী ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের সাথে যোগাযোগ করি। তাঁরা আমাকে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য বিষয়টি অনেক আগের এবং অফিস স্থানান্তরের ফলে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পেতে ব্যর্থ হই।

এ সম্পর্কে একমাত্র মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেব ব্যতীত অন্য কোন বাংলাদেশী আলেমের কোন লেখা পাওয়া যায়নি। প্রশ্নোত্তর আকারে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেন আমরা তা হুবহু এখানে পেশ করছি।

'প্রশ্ন ১১৩ ঃ বর্তমানে বাজারে বাংলা উচ্চারণে কোরআন শরীফের যে সংস্করণ বের হয়েছে, তা পড়া কি জায়েয হবে?

উত্তর ঃ পবিত্র কোরআন আরবী হরফ ব্যতীত অন্য কোন হরফে লেখা জায়েয নয়। সুতরাং, এগুলো পাঠ করাও জায়েয নয়। বস্তুত, আরবী হরফ ব্যতীত অন্য কোন ভাষার হরফে কোরআন শরীফের সহীহ-শুদ্ধ উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। উচ্চারণে মারাত্মক ত্রুটি হয় বলেই এটা জায়েয নয়।'[১৩৯]

'প্রশ্ন ১১৭ ঃ সমগ্র কোরআন কি বাংলা হরফে লেখে প্রকাশ করা যায়? বাংলা হরফে কোরআন শরীফ লেখা, প্রকাশ করা কিংবা পাঠ করা কি জায়েয?

উত্তর ঃ পবিত্র কোরআন একমাত্র আরবী হরফ ছাড়া অন্য কোন বর্ণমালায় লেখা বা প্রকাশ করাকে উম্মতের নির্ভরযোগ্য মুফতীগণ হারাম বলেছেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য হযরত মুফতী মুহম্মদ শফী সাহেবের 'জাওয়াহেরুল-ফেকাহ' গ্রন্থখানা দেখা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, আরবী বর্ণমালাতে লেখার সময়ও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর জমানায় তাঁর তত্ত্বাবধানে যে লিখন-পদ্ধতি অবলম্বন করে কোরআন শরীফ লিখিত হয়েছিল, ঠিক সে পদ্ধতি অবলম্বন করেই লেখতে হবে। অন্য কোন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েয হবেনা। পবিত্র কোরআনের বিশুদ্ধতা রক্ষার খাতিরেই এ ব্যবস্থা। যারা এ ব্যবস্থা অন্যথা করে তারা কবীরা গোনায় লিপ্ত বলে আলেমগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।'[১৪০]

---

[১৩৯] কোরআন ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ, প. ৭৫

[১৪০] কোরআন ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ, প ৭৬ - ৭৭

www.nagorikpathagar.org

আমিও ব্যক্তিগতভাবে বাইতুল মুকাররম জাতীয় মাসজিদের মুহতারাম খাতীব মাওলানা উবাইদুল হক, মুহতারাম মাওলানা মুফতী আবদুর রাহমান, বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষায় বিপ্লব সৃষ্টিকারী নূরানী পদ্ধতির উদ্ভাবক মুহতারাম মাওলানা কারী বেলায়েত হোসাইন এবং মুহতারাম আ, ত, ম, মুসলিহুদ্দীনসহ অনেকের সাথে আলোচনা করেছি। সবাই এক বাক্যে বাংলা বর্ণে কুরআন লেখা হারাম বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কুরআন লিখন পদ্ধতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কুরআন লেখা হয়। ইবনে কাসীর বলেন, সালাফের যুগে সাধারণতঃ লেখার স্টাইল ছিল مشكوفة অর্থাৎ কুফী ধরনের। এরপর আবূ আলী ইবনে মেক্বলা উযীর লিখন পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন করেন। এবং এতে তাঁর নিজস্ব স্টাইল ও কৌশল ছিল। এরপর ইবনে বাউয়াব নামে পরিচিত আলী ইবনে হিলাল লিখন পদ্ধতিতে আরো কিছু সংস্কার করেন। পরবর্তীতে তাঁকেই অনুসরণ করে সাধারণ লোকেরা। কারণ তাঁর অনুসৃত কৌশলটি ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। সার কথা যখন লিখন পদ্ধতির অবস্থা ছিল এই এবং লিখন কৌশলের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি তখন কুরআন লিখন পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। বিতর্ক ছিল শব্দের বিন্যাস ও লিখন পদ্ধতি নিয়ে। অর্থ কি হবে তা নিয়ে নয়। আর এ বিষয় লেখালেখি শুরু হয়। যারা বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রখ্যাত ইমাম কাসেম ইবনে সালাম। বিষয়টি তিনি তাঁর 'ফাদাইলুল কুরআন' গ্রন্থে আলোচনা করেন। তাঁদের মাঝে রয়েছেন হাফেজ আবু বাকার ইবনে দাউদ। কুরআন লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বেশ কিছু চমৎকার নিয়মনীতি প্রণয়ন করেন। অবশ্য সেটা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আর এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ইমাম মালেক স্পষ্ট ভাষায় বলেন, মাস্‌হাফুল ইমামের অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোন স্টাইলে কুরআন লেখা যাবে না। অন্যরা অনুমতি দিয়েছেন। হারাকাত প্রদান ও নুকতার ব্যবহার নিয়েও রয়েছে মতভেদ। কেউ অনুমতি দিয়েছেন তো অন্যরা করেছেন নিষেধ।

মোট কথা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত প্রাপ্তির পূর্বে এবং নুযূলে ওহীর যুগে লেখার প্রচলন ছিল। যদিও তা ছিল কম। লেখার পদ্ধতিতে ছিল বিভিন্নতা। আর সেই পদ্ধতিতেই ওহী নাযীলের কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়। কুরআন সংকলনের দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রতি হযরত উস্‌মান রাদিয়াল্লাহু আনহু-র নির্দেশ ছিল যে, যদি লেখার পদ্ধতিতে তাদের মাঝে কোন মতদ্বৈধতা দেখা দেয় তখন যেন

www.nagorikpathagar.org

কুরাইশী পদ্ধতির অবলম্বন করা হয়। কারণ, কুরাইশী ভাষায় কুরআন নাযিল হয়। ওহী লেখকদের এই পদ্ধতির সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত ছিলেন। তিনি এই পদ্ধতিতে রাসূল বা লেখকদের উপর কোন অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। সাহাবাগণ হযরত উস্মানের কার্যক্রম এবং তাঁর নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁরা হযরত উস্মান এবং কুরআন সংকলক সাহাবাগণের উপর কোন রকম অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। আর এ ভাবেই কুরআন লেখার এই পদ্ধতিটিই সর্বসম্মতভাবে অলংঘনীয় সুন্নাত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[১৪১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বেও আরবদের মধ্যে লেখালেখির প্রচলন ছিল। তবে তা ছিল স্বল্প পরিসরে। আর আমরা জানি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই কুরআন লেখা ও সংকলনের কাজ শুরু হয়। যখনি কোন আয়াত নাযিল হত তখনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী লেখকদের কাউকে দিয়ে তা লিপিবদ্ধ করিয়ে নিতেন। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহসিবী 'ফাহমুস সুনান' গ্রন্থে বলেন, 'কুরআন লিখন বিষয়টি নতুন কিছু নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন লেখার নির্দেশ দিতেন। তবে তা বিভিন্ন উপাদান যেমন, চিকন পাথর, পাতলা হাড় ও গাছের ছাল ইত্যাদিতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল ।[১৪২]

এ প্রসঙ্গে বুখারীর একটি হাদীছ উল্লেখ করা যায়। হযরত বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন (لَا يَسْتَوِي الْقَٰعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ) আয়াত নাযিল হলো তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বল্লেন, যায়দকে আমার কাছে ডেকে আন। আসার সময় যেন সিলেট, দোয়াত অথবা বলেছেন, উটের (পাতলা) হাড় সাথে নিয়ে আসে। এরপর (হযরত যায়দ সরঞ্জামাদি নিয়ে এলে) নবীজী নির্দেশ দিলেন, লেখো।[১৪৩]

মাজমাউয যাওয়াইদ গ্রন্থে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু সালামা হতে বর্ণিত যে , জিব্রীল আলাইহিস সালাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লিখিয়ে দিতেন।[১৪৪]

শুধু তাই নয় তিনি নিজেই লিখন কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান করতেন। লিপিবদ্ধকৃত আয়াত নিজে শুনতেন। কোথাও কোন অসুবিধা হলে বা কোন হরফ বাদ পড়লে তা

---

[১৪১] কিতাবাতুল মুসহাফ, মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ, ষষ্ঠ সংখ্যা, প. ১৪ - ১৫

[১৪২] আল কুরআনুল কারীম, তারীখুহু ওয়া আদাবুহু, প.৪৩

[১৪৩] সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন

[১৪৪] কুরআন পরিচিতি, সম্পাদনাঃ মুহিউদ্দীন খান, প.১৩৯

www.nagorikpathagar.org

সংশোধন করে দিতেন। এরপর তা প্রচারের ব্যবস্থা করা হত। এ প্রসঙ্গে কাতিবে ওহী হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত বলেছেন, যদি কোন হরফ লেখার থেকে বাদ পড়ে যেত, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সংশোধন করিয়ে দিতেন। এরপর তা সর্বসাধারণের জন্য প্রচার করার হুকুম জারি করতেন।[১৪৫]

এ প্রসঙ্গে যারকানী তাঁর মানাহিলুল ইরফান গ্রন্থে একটি হাদীসের অবতারণা করেছেন যা প্রমাণ করে যে , নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে আল্লাহর কিতাব লেখা হবে তার দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন। ওহী লেখকদের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। যেমন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাতিবে ওহী হযরত মুওয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতেন, ‘দোয়াত নাও। কলম ঠিক কর। বা -কে সোজা রাখ। সীনকে আলাদা কর। মীমকে বক্র করোনা। الله শব্দটিকে সুন্দর করে লিখ। الرحمن শব্দটি টেনে লিখ। الرحيم শব্দটি সুন্দর কর। তোমার বাম কানের গোড়ায় কলম রাখ। কারণ, তা তোমার জন্য বেশি স্মরণযোগ্য হবে।[১৪৬]

কুরআনের সাথে উসমানী লিখন পদ্ধতির সম্পর্ক

এভাবে পরবর্তীতে কুরআন লেখার বিশেষ একটি পদ্ধতি বা নীতিমালা সৃষ্টি হয় যা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে স্থায়িত্ব লাভ করে। এবং তাঁর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় ‘আর-রাস্‌মুল উস্‌মানী’ বা উস্‌মানী লিখন পদ্ধতি নামে।[১৪৭] কারণ তাঁর নির্দেশেই কুরআনুল কারীম সংকলনের সময় সর্বশেষ এ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তীতে উলামায়ে কিরাম কুরআন লেখার ক্ষেত্রে একমাত্র পদ্ধতি হিসাবে উসমানী লিখন পদ্ধতিকেই মেনে নেন এবং এ পদ্ধতির অনুসরণ ওয়াজিব বলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এবং পরে এ পদ্ধতি ‘রাসমুল মাসহাফিল উসামানী’[১৪৮] বা উসমানী লিখন পদ্ধতি নামে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। অতএব রাসমে উসামানী বা উসমানী লিখন পদ্ধতিতে কুরআনুল কারীমের শব্দাবলীর লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।[১৪৯]

---

[১৪৫] প্রাগুক্ত, প.১৩৯

[১৪৬] মানাহিলুল ইরফান, ১ম খন্ড, প.৩৭৭

[১৪৭] প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, প.৪২০

[১৪৮] মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন, মান্নাউল কাত্তান, প.১৪৬

[১৪৯] মানাহিলুল ইরফান, ২য় খন্ড, প.৩

www.nagorikpathagar.org

কুরআনুল কারীমের সাথে রাসমুল উসমানীর সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট। ইলমে কিরাআত ও ধ্বনিতত্ত্বের সাথে রয়েছে এ পদ্ধতির গভীর সম্পর্ক। ইলমে কিরাআত ও ধ্বনিতত্ত্বের সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে তারা অনুধাবন করতে পারবেন যে, সাহাবায়ে কিরাম এমনিতেই এ পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। বরঞ্চ এর পেছনে রয়েছে কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।[১৫০]

সে উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অন্যতম ছিল একই শব্দে বিভিন্ন কিরাআতের সমাবেশ।[১৫১] আবদুল আযীয কারী বলেন, আল্লাহ পাক ওহী লেখকগণ সম্পর্কে খুব ভালো জানতেন। তারপরও তিনি তাঁর রাসূল ও ওহী লেখকগণ সম্পর্কে কোন আপত্তি করেননি। শ্রেষ্ঠ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষগণও (সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণ) এ পদ্ধতিকে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃতি দেন। তাঁদের মাঝে সাহাবা কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ছিলেন যাদের সংখ্যা ছিল বারো হাজার।[১৫২] অন্য বর্ণনায় সাহাবাগণের সংখ্যা বলা হয় পঞ্চাশ হাজার।[১৫৩]

যেহেতু এ পদ্ধতি আরবী ভাষার সাথেই একান্তভাবে সম্পৃক্ত তাই অন্য কোন ভাষায় পদ্ধতিটি প্রয়োগ কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। এমনকি প্রচলিত আরবী লিখন পদ্ধতিতেও অসম্ভব। তাই আরবী অক্ষরে কুরআন লেখার ক্ষেত্রেও উস্‌মানী লিখন পদ্ধতি অনুসৃত হবে, প্রচলিত নিয়মে নয়।

উসমানী লিখন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও সুফল

১ - একই শব্দে একাধিক ক্বিরা-আতের (পঠন প্রক্রিয়া) পরিচয়

উস্‌মানী লিখন পদ্ধতিতে এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, কোন শব্দে যদি একাধিক কিরাআত বা পঠন প্রক্রিয়া থাকে তাহলে শব্দটিকে এমন ভাবে লিখতে হবে যেন প্রতিটি কিরাআত আদায় করা সম্ভব হয়। এককভাবে লেখা হবেনা। কারণ এতে অন্য কিরাআত আদায় হবে না। তবে কিরাআতের কারণে যদি শব্দের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে সে ক্ষেত্রে অনিয়মিত শব্দটি লেখা হবে এ কথা বুঝাবার জন্য যে

---

[১৫০] আত তাকরীরুল ইলমী আন মাসহাফিল মাদীনাতিন নাবাবিয়্যাহ, প.২৭

[১৫১] মানাহিলুল ইরফান, ১ম খন্ড, প.২৬১

[১৫২] আবদুল আযীয কারী বক্তব্যটি লাবীব আবু বাকার ইবনে আবী মুহাম্মাদ রচীত আদ দুররাতুস সাকালিয়্যাহ ফী শারহিল আকলিয়্যাহ গ্রন্থ হ'তে গ্রহণ করেন। আত তাকরীরুল ইলমী আন মাসহাফিল মাদীনাতিন নাবাবিয়্যাহ, প.২৬। মানাহিলুল ইরফানেও বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন, ১ম খন্ড প. ৩৭৮

[১৫৩] ফাতাওয়া রাহীমিয়্যা, ১ম খন্ড, প৯৮ - ১০০

www.nagorikpathagar.org

নিয়মিত শব্দের পাশাপাশি এ শব্দেও পড়া যায়। আর যদি কিরাআত একটিই হয় তবে নিয়মিত শব্দ লেখা হবে।

যেমন আল্লাহর কালাম (إِنْ هَـٰذَانِ لَسَـٰحِرَانِ) [১৫৪] আয়াতের এ অংশটিতে একাধিক সহীহ কিরাআত রয়েছে। কিন্তু উস্‌মানী মুস্‌হাফে (উস্‌মানী কুরআন শরীফ) আয়াতটি একই ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কারণ এতে প্রতিটি কিরাআত আদায় সম্ভব। আয়াতে রয়েছে চারটি কিরাআত।

১ম ঃ إن- এর নূনকে তাশদীদযুক্ত করে পড়া, এবং هـٰـذن এর ذ -এরপর একটি আলিফ বৃদ্ধি করে নূনকে তাশদীদ বিহীন যেরের সাথে পড়া। অর্থাৎ এভাবেঃ إِنَّ هذَانِ। ইমাম নাফে' থেকে কিরাআতটি বর্ণিত।

২য়ঃ إن - এর নূনকে তাশদীদ বিহীন পড়া, এবং هـٰـذن এর যাল (ذ)-এর পর একটি আলিফ বৃদ্ধি করে নূনকে তাশদীদযুক্ত যেরের সাথে পড়া। অর্থাৎ এভাবেঃ إِنْ هـٰـذَانِّ। কিরাআতটি ইবনে কাসীর হতে বর্ণিত।

৩য়ঃ إن ও هذن- এর উভয় নূনকে তাশদীদ বিহীন পড়া। তবে هذان এর যাল (ذ)- এরপর একটি আলিফ বৃদ্ধি করতে হবে। অর্থাৎ এভাবেঃ إِنْ هذَانِ। কিরাআতটি হাফস্‌ ও ইবনে মুহাইসিন হতে বর্ণিত।

৪র্থঃ إن - এর নূনকে তাশদীদযুক্ত করে পড়া, এবং هذان এর যাল (ذ) - এরপর একটি ইয়া সাকিন বৃদ্ধি করে নূনকে তাশদীদ বিহীন যেরের সাথে পড়া। অর্থাৎ এভাবেঃ إِنَّ هذَيْنِ। আবু আম্‌র হতে কিরাআতটি বর্ণিত।[১৫৫]

আরো একটি আয়াত নেয়া যেতে পারে। (مٰلِكِ يَـوْمِ الدِّيـنِ)।[১৫৬] আয়াতটিতে রয়েছে দু'টি কিরাআত। ক -মীমকে টেনে পড়া مٰلِكِ এবং খ - তাড়াতাড়ি পড়া مَلِكِ। দু'টি কিরাআতই মুতওয়াতির।[১৫৭]

---

[১৫৪] সূরা তা- হা- ঃ ৬৩
[১৫৫] কিতাবাতুল কুরআনিল কারীম বিগাইরিল খাত্তিল উসমানী, একাদশ সম্মেলন সংকলন, ২য় খণ্ড, পৃ৩৬২
[১৫৬] সূরাতুল ফাতিহাঃ ৩
[১৫৭] কিতাবাতুস সাবই ফিল কিরাআত, প.১০৪

www.nagorikpathagar.org

২ - শেষ পর্যন্ত সনদ পরম্পরার ধারাবাহিকতা

শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সনদ পরম্পরার ধারাবাহিকতা। অর্থাৎ তৎকালীন সময়ের সাধারণ মানুষ অন্যান্যদের সীনা থেকে কুরআন গ্রহণ করে। তারা উস্‌মানী লিখন পদ্ধতি নিয়ে কোন কথা তুলেননি। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে তা সঠিক উচ্চারণের অনুরূপ ছিল না। এভাবে কুরআনের দু'টি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠে।

১ - কুরআনের শব্দাবলীর বিশুদ্ধায়ন ও নির্ভুল উচ্চারণ এবং সুন্দর ও শ্রুতিমধুর পঠনপাঠন বা তিলাওয়াত পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। বিশুদ্ধ লিখন পদ্ধতি যাই হোক না কেন সরাসরি কুরআন থেকে উল্লেখিত গুণগতমানে যে তিলাওয়াত সম্ভব নয় তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

২ - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সনদ পরম্পরার ধারাবাহিকতা যা ইস্‌লামী উম্মাহর বৈশিষ্ট্য। আর এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই ইস্‌লামী উম্মাহ অন্যান্য জাতি হতে পৃথক মর্যাদার অধিকারী।[১৫৮]

কারণ কুরআনুল কারীম প্রচার ও প্রসার হয়েছে মুখে মুখে ও মুখস্তকরণের মাধ্যমে, লেখালেখির মাধ্যমে নয়। মুখস্থকরণ ও মুখে মুখে পড়াপড়িই ছিল কুরআনের মূল ভিত্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীল আমীন থেকে শুনে সাহাবায়ে কিরামকে তিলাওয়াত করে শুনাতেন। সাহাবায়ে কিরাম পরস্পরের সাথে শোনাশোনি করে তিলাওয়াতকৃত কালাম হিফয্ বা মুখস্থ করে নিতেন। এখানে লেখালেখির ভূমিকা ছিল শুধুমাত্র সংরক্ষণের ক্ষেত্রে।

৩ - শব্দে আসল হারাকাত বা স্বরচিহ্ন ও আসল হরফ বা অক্ষর নির্ণয়

আসল স্বরচিহ্ন বা হারাকাত ও আসল অক্ষর বুঝানো। আসল স্বরচিহ্ন যের বা কাস্‌রার জন্য ي এবং পেশ বা দুম্মার জন্য و লেখা। যেমন, (وَ إِيتَاءِى ذِى الْقُرْبَى)[১৫৯] আয়াতে إِيتَـاءِى এবং (سَأُورِيكُمْ ءَايَـتِيْ فَلَا تَسْـتَعْجِلُوْنِ)[১৬০] আয়াতে سَأُورِيكُمْ। এখানে ى দ্বারা আসল হারাকাত যের এবং و দ্বারা আসল হারাকাত পেশ

---

[১৫৮] কিতাবাতুল কুরআনিল কারীম বিগাইরিল খাত্তিল উসমানী, একাদশ সম্মেলন সংকলন, ২য় খণ্ড, পৃ৩৬২

[১৫৯] সূরা নাহ্‌ল : ৯০

[১৬০] সূরা আম্বিয়া : ২৭

www.nagorikpathagar.org

বোঝানো হয়েছে। এমনিভাবে সালাত ও যাকাত লেখা হয়েছে যথাক্রমে صلوة ও زكـوة আলিফের পরিবর্তে ওয়াও দিয়ে একথা বুঝাতে যে এ শব্দ দু'টিতে ওয়াও আলিফ দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। কারণ যে সময় কুরআন সংকলিত হয় তখন হারাকাত ও বিন্দু বা নুকতার প্রচলন ছিলনা।[১৬১]

৪ - কোন কোন গোত্রীয় শব্দের পরিচয়

কোন কোন বিশুদ্ধ গোত্রীয় শব্দের পরিচয় ঃ যেমন স্ত্রীলিঙ্গসূচক গোল তা (ة) যা ওয়াকফের সময় হা -এ রূপান্তরিত হয়- কে লম্ব তা (ت) দিয়ে লেখা। এটা তা-ই গোত্রের ভাষা। এবং যেমন, মূল ধাতুর শেষ অক্ষর ইয়া (ي) যুক্ত فعل مضارع এর ইয়াকে কোন কারণ ছাড়াই হযফ করা। যেমন, (يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ)[১৬২] এবং (ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ)[১৬৩]। এ দু'টি উদাহরণে (يأت) ও (نبغ) শব্দ দু'টি হুযাইল গোত্রীয় বুঝাবার জন্য ইয়া কে হযফ করা হয়েছে।[১৬৪]

৫ - নিখুঁত গোপন অর্থবোধক

নিখুঁত গোপন অর্থবোধক ঃ যেমন

(وَ السَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِأَيْيدٍ وَ إِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ)[১৬৫]।

এ আয়াতে আল্লাহর নিরঙ্কুশ কুদরতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য (أيد)শব্দটি একটি ইয়ার পরিবর্তে দুটি ইয়া দ্বারা লেখা হয়েছে।[১৬৬]

---

[১৬১] কিতাবাতুল কুরআনিল কারীম বিগাইরিল খাত্তিল উসমানী, একাদশ সম্মেলন সংকলন, ২য় খণ্ড, পৃ৩৬৪
উস্মানী লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পরবর্তীতেও উক্ত অক্ষরগুলো বহাল রাখা হয়।
[১৬২] সূরা হূদ : ১০৫
[১৬৩] সূরা কাহ্ফ : ৬৪
[১৬৪] কিতাবাতুল কুরআনিল কারীম বিগাইরিল খাত্তিল উসমানী, একাদশ সম্মেলন সংকলন, ২য় খণ্ড, পৃ৩৬৪
[১৬৫] সূরা যারিয়াত : ৪৭
[১৬৬] কিতাবাতুল কুরআনিল কারীম বিগাইরিল খাত্তিল উসমানী, একাদশ সম্মেলন সংকলন, ২য় খণ্ড, পৃ৩৬২

www.nagorikpathagar.org

৬ - স্পষ্ট পদ্ধতিতে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ

বিভিন্ন পদ্ধতি প্রকাশ ঃ যেমন, (أَم مَّنْ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلاً)[১৬৭] এবং (أَمَّن يَمْشِيْ سَوِيًّا)[১৬৮] । এ দু'টি আয়াতের প্রথমটিতে (أم) শব্দটি পরবর্তী শব্দ (من) হতে আলাদা লেখা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে প্রথম মীমকে দ্বিতীয় মীমে ইদগাম করে তাশদীদের মাধ্যমে একটি মীম লেখা হয়েছে।[১৬৯] আলাদা লেখার কারণ হলো أَمْ এর অর্থ হবে بَـــلْ এর।

৭ - অভিজ্ঞ কারীগণ হতে সরাসরি সহীহ তিলাওয়াত শেখার জন্য মুসলমানগণকে অনুপ্রাণিত করা

সহীহ কুরআন তিলাওয়াতের আসল ও একমাত্র উৎস হলো বিশুদ্ধ উচ্চারণ। হরফের উচ্চারণ কিভাবে হবে, কোথায় থামতে হবে কিভাবে শুরু করতে হবে, বিভিন্ন মাদ্দ, বিভিন্ন প্রকারের গুন্নাহ, হরফের সিফাত বা গুণাবলী কি ভাবে প্রয়োগ করতে হবে, কোন্ হরফ কোথায় কিভাবে চিকন মোটা করে পড়তে হবে ও অন্যান্য কিরাআত ও তিলাওয়াত সংশ্লিষ্ট আহকাম কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো একমাত্র অভিজ্ঞ কারীগণ উচ্চারণের মাধ্যমে শেখাতে পারবেন। তাই এর জন্য এ বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকের বিকল্প নেই। শুধুমাত্র লেখার উপর নির্ভর করা যাবে না। লেখাগুলো বিশুদ্ধ ও নির্ভুল তিলাওয়াতের প্রতীক মাত্র এবং তা সহীহ তিলাওয়াতে সহায়তা করবে মাত্র। অতএব এককভাবে লিখিত কুরআনের উপর নির্ভর করা যাবে না। সহীহ তিলাওয়াতের জন্য অবশ্যই সবাইকে উসতাযের শরণাপন্ন হতেই হবে।[১৭০]

উসমানী লিখন পদ্ধতি ব্যবহার না করার বিপদ ও কুফল

উসমানী লিখন পদ্ধতি ব্যবহার না করার ফলে যে বিপদ ও কুফল দেখা দেবে তা নিম্নরূপঃ

১ - এতে কিরআতে মুতাওয়াতিরাহ বিলুপ্ত হবে যা মূল কুরআনে আঘাত হানবে।

২ - আরবী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যবহৃত স্বীকৃত ভাষার বিলুপ্তি ঘটবে।

---

[১৬৭] সূরা নিসা: ১০৯

[১৬৮] সূরা মুলক :২২

[১৬৯] কিতাবাতুল কুরআনিল কারীম বিগাইরিল খাত্তিল উসমানী, একাদশ সম্মেলন সংকলন, ২য় খণ্ড, পৃ৩৬৪

[১৭০] মানাহিলুল ইরফান, ১ম খন্ড, প.৩৭৩ - ৩৭৬, আল কুরআনুল কারীম তারীখুহু ওয়া আদাবুহু, প.১৪০

www.nagorikpathagar.org

৩ - কুরআনুল কারীমে (লিখন, উচ্চারণ, শব্দ ও বর্ণসহ) বিভিন্ন ধরনের বিকৃতির দ্বার উন্মুক্ত হবে।

৪ - উসমানী লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভাবিত বহু জ্ঞানের পথ রুদ্ধ হবে।

৫ - কুরআনিক লিখন পদ্ধতি পরিহারের মাধ্যমে দ্বীনের উৎসমূলে আঘাত হানা হবে।[১৭১]

৬ - কুরআন লিখনে সর্বসম্মত ইজমাকে অস্বীকার করা হবে।

৭ - সর্বোপরি কুরআনকে খেলনার বস্তুতে পরিণত করা হবে। যার যেমন খুশী সেভাবেই লিখতে আরম্ভ করবে।

৮ - কুরআনের শত্রুদেরকে কুরআনে অপবাদ দেয়ার সুযোগ করে দেয়া হবে।

৯ - মুসলমানদের অন্তর থেকে কুরআনের আযমাত ও সম্মান মুছে যাবে।

উসমানী লিখন পদ্ধতি গ্রহণ - বর্জনের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত

এখন প্রশ্ন হল আরবী হরফে উস্‌মানী লিখন পদ্ধতির হুকুম কি? এ পদ্ধতি অনুসরণ করা কি ওয়াজিব যে তার ব্যতিক্রম করা যাবে না? এ পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে কুরআন লেখা জায়েয কি? উত্তরে দেখা যায় এ বিষয়ে দু'টি মত রয়েছেঃ প্রথম পক্ষের সিদ্ধান্ত, না। দ্বিতীয় পক্ষের রায়, হাঁ।

আসলে এর সমাধান রয়েছে একটি বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর। তা হলো, উসমানী লিখন পদ্ধতিটি কি তাওকীফী[১৭২] না ইজতিহাদী। যারা তাওকীফী বলেন তাদের দৃষ্টিতে উসমানী লিখন পদ্ধতি অনুসরণ ওয়াজিব। এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। আর যারা মনে করেন বিষয়টি ইজতিহাদী তাদের কাছে এ পদ্ধতি অনুসরণ ওয়াজিব নয়। এর ব্যতিক্রম করা যাবে।

☒ উসমানী লিখন পদ্ধতি ওয়াজিব হওয়ার দলিল

১ - ইবনে ফারেস বলেন, আল্লাহর ইরশাদঃ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ অর্থঃ তিনি কলম দ্বারা শিখিয়েছেন। মানুষকে সে যা জানেনা তা শিখিয়েছেন।[১৭৩] نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ অর্থঃ নূন, কলমের কসম এবং তারা যা

---

[১৭১] আল কুরআন তারীখুহু ওয়া আদাবুহু, প.১৪০

[১৭২] যে বিষয় কোন ইজতিহাদ চলেনা তাকে তাওকীফী বিষয় বলে।

[১৭৩] সূরা আলাকঃ ৪ - ৫

www.nagorikpathagar.org

লেখে তার কসম[১৭৪] অনুযায়ী আমাদের সিদ্ধান্ত হলো উসমানী লিখন পদ্ধতি তাওকীফী ।[১৭৫]

২ - প্রথম পক্ষ যারা উসমানী লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করা ওয়াজিব মনে করেন তারা উম্মাতের অধিকাংশের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে দলিল হিসাবে উপরে বর্ণিত কুরআনের সাথে উসমানী লিখন পদ্ধতির নিবিড় সম্পর্কের কথা বলেন।

৩ - এ প্রসংগে ড. ইবরাহীম আবূ সিক্কীন বলেন, যারা প্রথম মতটি প্রকাশ করেন তাদের দৃষ্টিতে কুরআন লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই উস্‌মানী লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। যুক্তি হিসাবে তারা উপরে আলোচিত উসমানী লিখন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থাপন করেন যা অন্য যে কোন পদ্ধতিতে অনুপস্থিত । [১৭৬]

৪ - সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনগণ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত যা সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। যারকানী বলেন, কেউ এ পদ্ধতির বিরোধিতা করেননি। অসংখ্য বিষয়ে গ্রন্থনা ও জ্ঞান চর্চার স্বর্ণযুগেও উসমানী লিখন পদ্ধতি পরিবর্তনের নতুন পদ্ধতি প্রতিস্থাপনের কোন চিন্তা-ভাবনা হয়েছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরঞ্চ দেখা যায় তখনো কুরআন লিখনের ক্ষেত্রে উসমানী লিখন পদ্ধতি ছিল সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ। তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলেননি ।[১৭৭]

তিনি আরো বলেন, এ দলিলের সার কথা হলো, উসমানী লিখন পদ্ধতি বিভিন্ন বিষয়ে সফলতা অর্জন করেছে। এর প্রতিটিই শ্রদ্ধার পাত্র। এগুলোর মাঝে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বীকৃতি লাভ এবং লিখন পদ্ধতিতে তাঁর দিকনির্দেশনা প্রদান। সাহাবা কিরামগণের ইজমা য়াদের সংখ্যা ছিল বারো হাজার। এরপর তাবেয়ীন ও মুজতাহিদীনগণের ইজমা প্রতিষ্ঠা। আর আপনি ভালো করেই জানেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নির্দেশ প্রদান করেছেন বা যার স্বীকৃতি দিয়েছেন তা মানা ওয়াজিব। সাহাবাগণ বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদীনগণের অনুসরণ ওয়াজিব। উম্মাতের ইজমা তা যে কোন যুগেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, বিশেষ করে সেটা যদি হয় প্রথম যুগে, তাহলে তো তা মেনে নেয়া ওয়াজিব, এতে

---

[১৭৪] সূরা কালামঃ ১

[১৭৫] ইতকান, ২য় খন্ড, প. ৪৪৩

[১৭৬] কিতাবাতুল কুরআনিল কারীম বিগাইরিল খাত্তিল উসমানী, একাদশ সম্মেলন সংকলন, ২য় খণ্ড, পৃ৩৬৪

[১৭৭] মানাহিলুল ইরফান, ১ম খন্ড, প.৩৭৭

www.nagorikpathagar.org

কোন সন্দেহ নেই।[১৭৮]

৫ - লাবীব আবূ বাকার ইবনি আবী মুহাম্মাদ বলেন, একজন সাহাবাও যদি কোন কাজ করে থাকেন তাহলে আমাদের উচিত সেটা গ্রহণ করা, তাঁর সে কাজের অনুসরণ করা এবং বিষয়টি মেনে নেয়া। যদি তাই হয় তাহলে কুরআন লিখন পদ্ধতি যার উপর বারো হাজার সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর ইজমা হয়েছে তার অবস্থা কি হওয়া উচিত?[১৭৯]

৬ - আল মুকনি গ্রন্থ প্রণেতা উসমান বর্ণনা করেন যে, মুসআব ইবনে সাদ বলেন, যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যান্য সকল মুসহাফ নিষিদ্ধ করে দেন তখন আমি লোকজনকে দেখেছি যে তারা তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নিয়েছে। কেউ এর সমালোচনা করেনি। এমনিভাবে আকালিয়্যাহ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারী আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সকল মুসলিম সৈনিকের নিকট একটি করে মুসহাফ (কুরআন) প্রেরণ করেন এবং প্রেরিত মুসহাফের সাথে মেলেনা এমন সকল মুসহাফ পুড়ে ফেলার নির্দেশ দেন। এ উসমানী মুসহাফগুলোর বিরোধিতা করেছেন এমন কারো কথা জানা যায় না।[১৮০]

ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সপক্ষে এটা শক্তিশালী একটি দলিল। এ থেকে এও জানা যায় যে, এ পদ্ধতির ব্যতিক্রম করা যাবে না।

৭ - আবূ আমর দানী বর্ণনা করেন, আশহাব বলেন, ইমাম মালেককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বানানের ক্ষেত্রে লোকেরা যে নতুন নীতিমালা প্রণযন করেছে বর্তমানে কুরআন কি সে অনুযায়ী লেখা যাবে? উত্তরে তিনি বল্লেন, আমি তা মনে করি না। প্রথমে যেভাবে ছিল সেভাবেই লিখতে হবে। আবূ আমর বলেন, উম্মাতের কোন আলেমই এর বিরোধিতা করেননি।[১৮১] সাখাওয়ী বলেন, কেউ কেউ বলেছেন ইমাম মালিক যে মত প্রকাশ করেছেন সেটাই সঠিক। কারণ, এতেই রয়েছে সূচনা লগ্নের অবস্থার স্থায়িত্ব এবং তা অব্যাহত থাকবে পরম্পরায় শিখে নেয়া পর্যন্ত। আর এর বিরোধিতা করার অর্থ দাঁড়াবে পরবর্তীগণ কর্তৃক পূর্ববর্তীগণকে জাহিল মনে করা।[১৮২]

---

[১৭৮] মানাহিলুল ইরফান, ১ম খন্ড, পত৭৮

[১৭৯] আত তাকরীরুল ইলমী আন মাসহাফিল মাদীনাতিন নাবাওিয়য়্যাহ, প.২৬

[১৮০] মানাহিলুল ইরফান, ১ম খন্ড, প.৩৭৮

[১৮১] আল মুকনি ফী মারিফাতে মারসূমি আহলিল আমসার, প. ৯

[১৮২] মানাহিলুল ইরফান, ১ম খন্ড, প. ৩৭৯

www.nagorikpathagar.org

৮ - আবূ আমর দানী আরো বলেন, মালেককে কুরআনের কিছু বর্ণ যেমন আলিফ ওয়াও ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, যদি উচ্চারণ ঠিক থাকে তাহলে কি কুরআন থেকে এগুলো বাদ দেয়া যাবে? উত্তরে তিনি বল্লেন, না। আবূ আমর বলেন, অর্থাৎ সেই ওয়ায় আলিফ সম্পর্কে বলা হয়েছে যেগুলো লেখা তো হয় তবে উচ্চারিত নয়। যেমন, أُولُــوْ [১৮৩]

৯ - উসমানী লিখন পদ্ধতি অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার কথাই বলা হয়েছে শাফেয়ী ও হানাফী ফিকহের গ্রন্থসমূহে। আরো বলা হয়েছে যে, উসমানী লিখন পদ্ধতী ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত নয়। কারণ, এটা হলো যাইদ ইবনি ছাবিতের লিখন পদ্ধতি। আর তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর আমীন বা বিশ্বস্ত ব্যক্তি ও ওহী লেখক। এবং এটা অনুসৃত সুন্নাত।[১৮৪]

১০ - কাদী ইয়াদ বলেন, মুসলমানগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে একটি হরফও হ্রাস করে, অথবা অন্য কোন হরফ দ্বারা পরিবর্তন করে, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে একটি হরফও বৃদ্ধি করে যা সর্বসম্মত ইজমা অনুযায়ী অনুমোদিত মুসহাফে (কুরআন) নেই এবং হরফটি কুরআনের নয় বলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত রয়েছে তাহলে সে কাফের।[১৮৫] আবদূল আযীয কারী বলেন, সুতরাং কাদী ইয়াদ বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী এমন যে কোন পরিবর্তন যা উসমানী লিখন পদ্ধতিতে বিকৃতি ঘটায় সেটাই কুফরির হুকুম প্রাপ্তির অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৮৬]

যারা উসমানী লিখন পদ্ধতি ওয়াজিব নয় মনে করেন তাদের দলিল

দ্বিতীয় পক্ষ যারা উসমানী লিখন পদ্ধতি ওয়াজিব নয় মনে করেন তাদের মাঝে রয়েছেন ইবন খালদূন, আবূ বাকার বাকিল্লানী, ইযয ইবনে আবদুস সালাম এবং আধুনিক যুগের কিছু উলামায়ে কিরাম। যেমন ড. সুবহী সালেহ, শাইখ আবদুল আযীম যারকানী, মান্নাউল কাত্তান, শাইখ আলী তানতাওয়ী প্রমুখ। তাদের দৃষ্টিতে উস্‌মানী লিখন পদ্ধতি ছাড়াও আরবী প্রচলিত পদ্ধতিতে কুরআন লেখা যেতে পারে। এদের কেউ কেউ নিঃশর্ত উসমানী লিখন পদ্ধতির ব্যতিক্রম করা যাবে বলে মনে

---

[১৮৩] ইতকান, খ৪, প১৬৮

[১৮৪] মানাহিলুল ইরফান, ১ম খন্ড, প. ৩৭৯

[১৮৫] আশ শিফা ফিত তারীফ বিহুকূকিল মুসতাফা, ২য় খন্ড, প. ৬৪৭

[১৮৬] আত তাকরীরুল ইলমী, প.২৯

www.nagorikpathagar.org

করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন শুধুমাত্র শিশু, ছাত্র এবং সাধারণ মানুষের জন্য আরবী প্রচলিত নিয়মে কুরআন লিখন বৈধ। তবে তারা উসমানী লিখন পদ্ধতির সংরক্ষণও ওয়াজিব বলেন।

এ প্রসংগে ড. আব্দুল হাই হুসাইন ফারমাওয়ী[১৮৭] দু'টি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রথমটির শিরোনাম 'প্রচলিত লিখন পদ্ধতিতে কুরআন লিপিবদ্ধকরণ, একটি প্রত্যাখ্যাত প্রস্তাবনা'। দ্বিতীয় প্রবন্ধের শিরোনাম 'ল্যাটিন বর্ণমালায় কুরআনের প্রতিবর্ণায়ন, একটি প্রত্যাখ্যাত প্রস্তাবনা'।

প্রথম প্রবন্ধে তিনি আরবী বর্ণমালাতেই প্রচলিত লিখন পদ্ধতিতে কুরআন লেখারএকটি প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে প্রমাণ করেন যে, এটি একটি অবাস্তব প্রস্তাব। দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি ল্যাটিন বর্ণমালায় কুরআনের প্রতিবর্ণায়ন সম্পর্কিত প্রস্তাবনার অসারতা প্রমাণ করেন এবং উভয় প্রবন্ধে দালিলিক পদ্ধতিতে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, কুরআনুল কারীম একমাত্র উস্‌মানী লিখন পদ্ধতিতেই লেখতে হবে, আরবী বর্ণমালায় হলেও তা প্রচলিত নিয়মে নয়। অন্য ভাষায় প্রতিবর্ণায়নের তো প্রশ্নই ওঠেনা।

তিনি বলেন, 'প্রচলিত লিখন পদ্ধতিতে কুরআন লিপিবদ্ধকরণ' প্রস্তাবনার উপস্থাপনায় বলা হয়, 'উস্‌মানী লিখন পদ্ধতি বিপুল সংখ্যক শিক্ষিতসহ সাধারণ মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা কঠিন। এতে তারা অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন হন। কোন কোন ক্ষেত্রে এক শব্দের সাথে অন্য শব্দের উচ্চারণগত পার্থক্য নির্ণয় কঠিন হয়ে পড়ে। তাদের পক্ষে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত সম্ভব হয়ে উঠেনা। পরিণামে তারা তিলাওয়াতের জন্য ওয়াদাকৃত সাওয়াব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হন। শুধু তাই নয়, কখনও কখনও ভুল পড়ার কারণে গুনাহগার হয়ে যান।

অতএব কুরআন তিলাওয়াতে সাধারণ মানুষের জন্য সহজীকরণ, অসুবিধা ও কাঠিন্যতা দূরীকরণ এবং গুনাহ হতে মুক্তি ও সাওয়াব প্রাপ্তির জন্য বিশুদ্ধ তিলাওয়াতে সাবলীলতা আনয়নের লক্ষ্যে উস্‌মানী লিখন পদ্ধতিই একমাত্র মাধ্যম ও অপরিহার্য এমনটি যেন অবশ্যই মনে না করি। তাই বর্তমানে উস্‌মানী লিখন পদ্ধতিতে কুরআন লিপিবদ্ধ না করে আধুনিক ও প্রচলিত লিখন পদ্ধতি অনুসরণে কুরআন লেখা উচিত। এটা ছোট বড় সকলের জন্য সহজ হবে।

অতঃপর তারা বলেন, এটা বাস্তবায়নে আমাদের সৎ সাহস থাকতে হবে। এর জন্য লুথারের নেতৃত্বে পশ্চিমা খ্রীষ্টান বিশ্বে পরিচালিত বিপ্লবের মত যদি কোন ধর্মীয়

---

১৮৭ অধ্যাপক, তাফসীরুল কুরআনিল কারীম ওয়া উলূমুহু, ধর্মতত্ত্ব অনুষদ, আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়

www.nagorikpathagar.org

বিপ্লবের প্রয়োজন হয় তবুও তা করতে হবে। ঐ বিপ্লব প্রোটেষ্ট্যান্ট আন্দোলন নামে পরিচিত।[১৮৮]

এ প্রসঙ্গে তারা যে যুক্তি ও দলিল উপস্থাপন করেন তা নিম্নরূপঃ

১ - উসমানী লিখন পদ্ধতি তাওকীফী নয়। অর্থাৎ এটা এমন কোন বিষয় নয় যে তাতে কোন রকম ব্যতিক্রম করা যাবে না। লেখালেখির ব্যাপারে না আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ রয়েছে আর না হাদীসে এমন কোন হুকুম পাওয়া যায় যে, নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে কুরআন লেখা যাবে না। এ প্রসঙ্গে উম্মাতের কোন উজমা নেই এবং শরয়ী কিয়াসও তা বলেনা। অর্থাৎ ' কুরআন, হাদীস্, ইজমা ও কিয়াসের কোথাও এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যার দ্বারা উস্মানী লিখন পদ্ধতির আবশ্যকীয়তা বুঝা যায়।' [১৮৯]

২ - (আরবীতে) যে কোন সহজ উপায়ে কুরআন লেখা বৈধ। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন লেখার নির্দেশ দিতেন। ওহী লেখকগণকে নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেননি। এবং কাউকে কুরআন লেখা থেকেও বিরত রাখেননি। এর ফলে কুরআনের লিপিমালায় বিভিন্নতা দেখা যায়। এ কারণেই কুফী স্টাইলে কুরআন লেখা জায়েয। .. .. লোকেরা এটাকে জায়েয মনে করতেন এবং সবাইকে যে পদ্ধতিতে লিখতে তারা অভ্যস্ত এবং যে ভাবে লেখা প্রচলিত ও সহজ সেভাবেই নিঃসঙ্কোচে লেখার অনুমতি দেন। এটাকে তারা কোন গুনাহ মনে করতেন না বা এ জন্য কোন নিন্দাও করতেন না।[১৯০]

৩ - উস্মানী লিখন পদ্ধতি সাহাবায়ে কিরামগণের একটি ইজতিহাদ। এটা তাঁরা তাঁদের নিজস্ব লিপিতে লেখেন এবং গুণগতমানে তা শক্তিশালী ছিলনা। লেখালেখিতে নুতন হওয়ায় এতে তাঁদের ভুল করা বিচিত্র কিছু নয়।

বরঞ্চ এ মতের কেউ কেউ তো নিশ্চিতভাবে মনে করেন যে, কুরআনে-র লিপিতে- ভুল হয়েছে, হয়েছে কমবেশিও এবং রয়েছে প্রশ্ন। অতএব কুরআন লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, আমরা বিশুদ্বভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবো তাহলে বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের জন্য কি ভাবে আমরা কুরআনে ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি? তা ছাড়া যে লিখন পদ্ধতিতে আধুনিককালে কোন কিতাব রচিত হয়না সেই নীতিমালাতেই আল্লাহর কিতাব লিপিবদ্ধ করতে হবে এতে এমন কি হিকমাত

[১৮৮] কিতাবতুল কুরআনুল কারীম বির রাসমিল ইমালাঈ, একাদশ সম্মেলন র্সকলন, ২য় খন্ড,প.৩৭৩

[১৮৯] প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড,প.৩৭৩

[১৯০] মানাহিলুল ইরফান, ১ম খন্ড, প.২৬৩, মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, মান্নাউল কাত্তান, প. ১৪৮

www.nagorikpathagar.org

বা রহস্য রয়েছে তা বোধগম্য নয়?[১৯১]

৪ - লেখালেখি ও আঁকাআঁকি এগুলো তো প্রতীক ছাড়া আর কিছু নয়। প্রতিটি লেখাই কোন শব্দ ও তার পঠন পদ্ধতিকে বোঝায়। কথাটি ঠিক। তাই লেখককে যেভাবেই হোক তার লিখন পদ্ধতি সংশোধন করে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে উস্‌মানী লিখন পদ্ধতি হতে প্রচলিত লিখন পদ্ধতিই বেশি স্পষ্ট হওয়ার কারণে এ পদ্ধতিতেই কুরআন লেখা উচিত।[১৯২]

৫ - আধুনিক পদ্ধতিতে কুরআন লেখাটা অধিকতর নিরাপদ হওয়ায় তৎকালীন প্রাচ্যের লোকেরা সেভাবেই লিখত। কিন্তু ইমাম মালিকের মন্তব্যের কারণে তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। আল্লামা যারকাশী বলেন, হ্যাঁ, বিষয়টি প্রথম যুগে নিষিদ্ধ ছিল বটে তবে العلم حي غض জ্ঞান হলো প্রাণবন্ত। এখন (উসমানী পদ্ধতিতে) সংশয় সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।[১৯৩]

৬ - ইযয ইবনে আবদুস সালাম বলেন, মূর্খদের দ্বারা বিকৃত হওয়ার আশঙ্কায় আইম্মাগণের নির্ধারিত প্রথম যুগের লিখন পদ্ধতিতে বর্তমানে কুরআন লেখা যাবে না। তবে তা নিঃশর্ত হবে না। কারণ, এতে প্রথম যুগে উলামা কর্তৃক উদ্ভাবিত কিছু জ্ঞান হারিয়ে যাবে। জাহিলদের কারণে সেগুলো বাদ দেয়া যায় না। যমীন কখনো এমন লোক থেকে খালি থাকবেনা যারা বলিষ্ঠ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা বক্রতাকে সোজা করে দেবেন না।[১৯৪]

৭ - ড. সুবহী সালেহ বলেন, উসমানী লিখন পদ্ধতিকে এতটা মর্যাদা দান করা নিঃসন্দেহে বাড়াবাড়ি। লিখন পদ্ধতি তাওকীফী হওয়ার কোন যুক্তিই নেই। সূরার শুরুতে লিখিত হরফ যেগুলোকে হরুফে মুকাত্তাআত বলা হয় সেগুলোর মত এগুলোর কোন অন্তর্নিহিত অর্থ নেই। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে উসমানী লিখন পদ্ধতি তাওকীফী হওয়া সম্পর্কে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি।[১৯৫]

---

[১৯১] বক্তব্যটি ইবনে খালদূন এর মুকাদ্দামা ৩য় খন্ড প.৯৫৩ হতে গৃহীত, কিতাবতুল কুরআনুল কারীম বির রাসমিল ইমালাঈ, একাদশ সম্মেলন সংকলন, ২য় খন্ড, প.৩৭৪, আর রিসালা ম্যাগাজিন, ৯/১/১৯৫০ ইংরেজী সংখ্যা, প. ৪০ - ৪১

[১৯২] মানাহিলুল ইরফান, ১ম খন্ড, প.৩৮১, মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, মান্নাউল কাত্তান, প. ১৪৯, কিতাবতুল কুরআনুল কারীম বির রাসমিল ইমালাঈ, একাদশ সম্মেলন সংকলন, ২য় খন্ড, প.৩৭৪

[১৯৩] আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন, ১ম খন্ড, প.৩৭৯

[১৯৪] মানাহিলুল ইরফান, ১ম খন্ড, প.৩৮৫, আল কুরআনুল কারীম তাবীখুহু ওয়া আদাবুহু, প. ১৫৯ - ১৬০

[১৯৫] মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, ড. সুবহী সালেহ, প. ২৭৭

www.nagorikpathagar.org

৮ - শাইখ আলী তানতাওয়ী ছাত্র ও সাধারণ মানুষের জন্য প্রচলিত লিখন পদ্ধতিতে কুরআন লেখাকে বৈধ মনে করেন। কারণ, তিনি মনে করেন. কুরআন লিখিত নাযিল হয়নি। আল্লাহ পাক আমাদের উপর কুরআন তিলাওয়াত ফরয করেছেন, লেখা নয়। তাই বিশুদ্ধ তিলাওয়াতই হচ্ছে কাম্য। উসমানী লিখন পদ্ধতিতে কিছু জটিলতা থাকার ফলে তারা ভুলে পতিত হতে পারে। অতএব বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের স্বার্থে আরবী প্রচলিত নিয়মে কুরআন লেখা যেতে পারে।[১৯৬]

পর্যালোচনা

প্রথমেই বলে নেয়া দরকার যে, আমরা ইতিপূর্বে আরবী হরফেই কুরআন লেখার সপক্ষে উলামায়ে কিরামের মতামত উল্লেখ করেছি। তাঁদের বক্তব্যে এটা স্পষ্ট ছিল যে, তাঁরা উসমানী লিখন পদ্ধতিকে ওয়াজিব মনে করেন। তাছাড়া আমরা সেখানে যে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছি তাতে এখানে উত্থাপিত অনেক প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। তাই আমরা সেগুলো পুনরাবৃত্তি করবোনা।

১ - যারা বলেন হাদীসে এমন কোন দলিল নেই যা কুরআনী লিখন পদ্ধতিকে ওয়াজিব করে। এর উত্তরে বলা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী লেখকদের এ পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যারকানী এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাকের উসতায হতে বর্ণিত একটি উদ্ধৃতি পেশ করেন। তিনি উসতাযের কাছে কুরআনে ওয়াও এর পরিবর্তে আলিফ এবং বর্ধিত ওয়াও ও ইয়া লেখা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, এগুলো কি নবীজী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল নাকি এগুলো সাহাবাদের কর্ম ছিল। উত্তরে তিনি বলেন, 'এগুলো নবীজী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনিই সাহাবাগণের মাঝে যারা লেখক ছিলেন তাঁদেরকে এ পদ্ধতিতেই লেখার নির্দেশ দেন। তাঁরা নবীজী থেকে যা শুনেছেন তাতে কোন কমবেশি করেননি।' তিনি আরো বলেন, 'সাহাবা এবং অন্য কারো জন্য কুরআনিক লিখন পদ্ধতিতে এক চুল পরিমাণও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। এটা নবীজী কতৃক তাওকীফী বিষয়।' এমনকি তিনি দাবি করেন যে, 'যেমন কুরআনের নযম (টেক্সট) মুজেযা তেমনিভাবে তার লিখন পদ্ধতিও মুজেযা।' তিনি আরো বলেন, 'উম্মাত ওহীর সামান্যতম কোন বিষয়ই নষ্ট হতে দেননি। এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে কুরআনের শব্দ ও লেখা মাহফূয রয়েছে।[১৯৭]

---

[১৯৬] ফাতাওয়া আলী তানতাওয়ী, প. ২৯ - ৩৩

[১৯৭] মানাহিলুল ইরফান, ১ম খন্ড, প. ৩৮৪

www.nagorikpathagar.org

২ - সহজীকরণের বিস্তারিত উত্তর ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। তাই পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

৩ - ড. ইবরাহীম আবূ সিক্কীন বলেন, কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধকরণে অবশ্যই উস্‌মানী লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। কারণ উস্‌মান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সংকলিত কুরআন শরীফগুলোর লিপিবদ্ধকরণে সেই লিখন পদ্ধতিই অবলম্বিত হয়েছিল যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ব্যবহৃত হয়েছিল। এবং সেই পদ্ধতিই সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের সময়কাল তথা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে ও বহাল রয়েছে। তাঁদের কেউই কুরআন লিপিবদ্ধকরণে প্রথম যুগে অনুসৃত নীতিমালা বস্‌রা ও কূফায় লিখন পদ্ধতির উন্নয়ন ও উৎকর্ষের যুগে প্রবর্তিত লিখন পদ্ধতিতে পরিবর্তনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অতএব সঠিক ও গ্রহণযোগ্য কিরাআত এবং ভুল ও অগ্রহণযোগ্য কিরাআত নির্ণয়ের লক্ষ্যে উস্‌মানী লিখন পদ্ধতির সংরক্ষণ ওয়াজিব যাতে কুরআন তার আপন ও আসলরূপে চির ভাস্বর হয়ে থাকতে পারে।

তবে সহজীকরণের উদ্দেশ্যে কোন কোন শব্দ মার্জিনে অথবা ফুট নোটে প্রচলিত নিয়মে লেখা যেতে পারে। শুধুমাত্র প্রাথমিক মাদ্রাসার ছাত্র এবং যারা উসতাযবিহীন কুরআন হিফয করছে তাদের জন্য এই ছাড় প্রযোজ্য হবে।[১৯৮] ইস্‌লামী গবেষণা পরিষদ ও আল - আযহার ফাতওয়া বিভাগের বিশেষ ছাড়পত্র ব্যতীত এ ধরনের কুরআন ছাপানো যাবে না।[১৯৯]

৪ - এ প্রসংগে ড. আব্দুল হাই হুসাইন ফারমাওয়ী তাদের যুক্তি খন্ডনে বিশদ পর্যালোচনা করেছেন। আমরা পর্যালোচনাটির প্রয়োজনীয় অংশ এখানে তুলে ধরছি। তিনি বলেন,

তাদের যুক্তির পর্যালোচনা ও প্রস্তাবনা খন্ডন এবং এর পেছনে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের বক্তব্য হলো, এ কথা মেনে নেয়া যায় না যে, উস্‌মানী লিখন পদ্ধতি বিপুল সংখ্যক মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা কঠিন। এটা তখনি কঠিন হবে যদি ঐ বিপুল সংখ্যক মানুষ মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ এবং অলস হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে দৃঢ়চেতা না হয়। এ মতাবলম্বিদের চাহিদা অনুযায়ী যদি কুরআন লিপিবদ্ধ করা হত তাহলেও তারা বিভিন্ন ধরনের এমন সব লম্বা চওড়া

---

[১৯৮] এ সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র যেসব দেশ বা লোকালয়ে আরবী ভাষা ও বর্ণ ব্যবহৃত হয় তাদের জন্য প্রযোজ্য।

[১৯৯] কিতাবাতুল কুরআনিল কারীম বিগাইরিল খাত্তিল উসমানী, একাদশ সম্মেলন সংকলন, পৃ৩৬৪ - ৩৬৫

www.nagorikpathagar.org

অভিযোগ উপস্থাপন করত যেগুলোর বহিঃপ্রকাশ তাদের সময় ঘটত। যেমন কথ্য ভাষায় কুরআন লিপিবদ্ধকরণ বা কুরআনের সংক্ষিপ্তকরণের তারা দাবি করেছে।

চিকিৎসক তো রোগীর অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থাপত্র দেন। রোগীর ইচ্ছানুযায়ী নয়। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ লিপিমালা বহাল রেখেছেন এবং তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। আল্লাহ যিনি স্বয়ং তাঁর এ মহান কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তিনি কখনো এ লিপিমালাকে বিকৃতি হতে এভাবে হিফাযত করতেন না। অথচ তিনি তো অবশ্যই জানতেন যে, তাঁর পথের পথিক এবং এতে আগ্রহীদের জন্য এটা হবে কষ্টকর।[২০০]

তাই আমরা এ প্রস্তাবনা ও এর যুক্তিসমূহের বিশদ পর্যালোচনা করবো। আশাকরি এতে করে তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে এবং আল্লাহর কিতাবের নিকটবর্তী হতে সক্ষম হবে এবং উসমানী লিপিমালার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতঃ এ নীতিমালাকেই নিজেদের চিন্তাধারার মধ্যমনিতে পরিণত করবে।

প্রথমতঃ - এটা জানা কথা যে, আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত শেখার প্রধান উৎস হলো সীনা, লেখা নয়।[২০১] এককভাবে মৌখিক উচ্চারণ এবং শ্রবণের মাধ্যমেও কুরআন গ্রহণ করা যেতে পারে।[২০২] কিন্তু এককভাবে মুদ্রিত কুরআন থেকে কুরআন গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কুরআনুল কারীম পারস্পরিকভাবে গ্রহণ করার এটাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। এ জন্যই সমগ্র জাতি যিনি বর্ণনা পরম্পরায় প্রাপ্ত লিপিমালা সম্পর্কে অজ্ঞ তিনি যেন লিপিমালা না জানা এবং সঠিকভাবে কুরআন পড়তে না পারা পর্যন্ত সরাসরি কুরআন থেকে তিলাওয়াত না করেন এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

এসব কিছুই হচ্ছে কুরআনের কালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সনদ পরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এরই ভিত্তিতে উস্‌মানী লিখন পদ্ধতি বা লিপিমালা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব। কারন, এটা ব্যতীত বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত কিছুতেই সম্ভব নয়। আর বিধান রয়েছে যে , যা ছাড়া ওয়াজিব কাজ সম্পাদন অসম্ভব সেটাও ওয়াজিব। এটা নুতন কোন কিছু নয়। কারণ,

---

২০০ তবুও তিনি এ লিপি পদ্ধিতিকেই স্বীকৃতি দান করেছেন। বিকৃত হতে দেননি। সাহাবায়ে কিরামসহ সকল যুগের উলামা সম্প্রদায়ের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা ও অবিকৃত অবস্থায় এখনো এর প্রচলনই যার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

২০১ অর্থাৎ উস্তাযের মুখ হতে নিসৃত বিশুদ্ধ ও নির্ভুল উচচারণ।

২০২ যেমন অন্ধ ভাই-বোনেরা একমাত্র শ্রবণ শক্তির উপরই নির্ভরশীল।

www.nagorikpathagar.org

প্রতিটি জ্ঞানের বিষয়ের জন্য রয়েছে তার নিজস্ব কিছু পূর্ব বিধি-বিধান ও মূলনীতি। মূল বিষয়ে প্রবেশের পূর্বে সেগুলো সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জন অত্যন্ত জরুরী।

অতএব দ্বীন সম্পর্কে সচেতন একজন মুসলমানের জন্য এটা কি কাম্য নয় যে, তিনি আল্লাহর কালামের জন্য কিছু মেধা ও চেষ্টা ব্যয় করবেন এবং কালামুল্লাহ সম্পর্কে কোন মন্তব্য দেয়ার পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন? বিশেষ যোগ্যতা ও প্রস্তুতি গ্রহণ ছাড়া কুরআন সম্পর্কে এমন কোন আক্রমণ চালাবেন না যার দ্বারা তাদের ভাষায় সহীহ্ তিলাওয়াত হতে দূরে অবস্থানের কারণে গুণাহে লিপ্ত হবেন।

দ্বিতীয়তঃ - বর্তমানে আমাদের সামনে যে সকল উস্‌মানী কুরআন শরীফ রয়েছে সেগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এবং এগুলোতে বিশেষ বিশেষ এমন চিহ্ন রয়েছে যা উচ্চারিত অথচ উহ্য অক্ষরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। অনুরূপভাবে রয়েছে এমন কিছু আলামত যা অনুচ্চারিত বাড়তি হরফকে বুঝায়। কোথাও কোথাও ফুটনোটে রয়েছে ব্যাখ্যামূলক বিবরণ যা প্রচলিত লিখন পদ্ধতি বহির্ভূত নিয়মে লেখা শব্দাবলীর সঠিক উচ্চারণে অনেকাংশে সহায়ক। এমনকি এভাবে অনেক কুরআন শরীফে বিভিন্ন কিরাআতের উল্লেখ করা হয়েছে এবং লোকেরা কোন রকম বিব্রতবোধ না করেই সাবলীলভাবে এ সকল কুরআন শরীফ পড়তে অভ্যস্ত হয়েছে।

এ ছাড়া অবশ্যই জানা দরকার যে, নির্দিষ্ট অল্পসংখ্যক কয়েকটি শব্দ উস্‌মানী লিখন পদ্ধতিতে লিখিত হয়েছে যা প্রচলিত লিপিমালার নিয়ম বহির্ভূত। মুখে মুখে উচচারণ করে দিলে এগুলো কারো জন্যই কষ্টসাধ্য নয়। বর্তমানে কুরআন শিক্ষার প্রচুর মাধ্যম রয়েছে যেগুলো কতইনা সহজ। অথবা সহীহ উচচারণের জন্য মার্জিনে বা ফুটনোটে প্রচলিত নিয়মে শব্দগুলো লেখে দেয়া যেতে পারে।

আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাতওয়া কমিটি প্রচলিত নিয়ম বহির্ভূত লিখিত প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে প্রতি পৃষ্ঠার ফুটনোটে সতর্ক করে দেয়ার সুপারিশ করেছে। এরই ভিত্তিতে শাইখ আবদুল জলীল ঈসা তার মুদ্রিত কুরআন শরীফে এই সুপারিশ কার্যকর করেন। এতে তিনি প্রচলিত লিপিমালার নিয়ম বহির্ভূতভাবে লিখিত প্রতিটি শব্দে নম্বর বসান এবং তদানুযায়ী ফুটনোটে প্রচলিত লিপিমালার নিয়মানুযায়ী শব্দটি লেখে দেন।

এ ছাড়াও আমীরী প্রেসে মুদ্রিত কুরআন শরীফের ভূমিকায় التعريف بالمصحف الشـــريف (কুরআন শরীফ পরিচিতি) শিরোনামে রাসমে উস্‌মানী সম্পর্কীত পরিভাষা ও নিয়মাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। যে কেউ এগুলো ধীরস্থীর এবং গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করবে তার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে কুরআন তিলাওয়াত সম্ভব হবে। এর পাশাপাশি সংযোজন করা যেতে পারে সাধারণভাবে দৃশ্যমান ও শ্রুত

www.nagorikpathagar.org

প্রচার মাধ্যম তথা রেডিও টেলিভিশন এবং বিশেষ করে রেডিও কুরআন থেকে প্রচারিত কুরআনিক বিভিন্ন প্রোগ্রাম যেগুলো বিশেষজ্ঞ কারীগণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। এতে রয়েছে উস্‌মানী লিপিমালা অনুযায়ী কুরআন শেখা ও শেখানোর চমৎকার এক সুযোগ। এটা আকর্ষণীয় এক মাধ্যমও বটে যা আল্লাহর নৈকট্যপ্রার্থী কুরআনের শিক্ষার্থী ও তিলাওয়াতে আগ্রহীগণকে ভুল-ভ্রান্তি হতে হিফাযত করবে।

তাই ইস্‌লামী গবেষণা পরিষদ, তার পঞ্চম সম্মেলনে এ পরিষদের ভূমিকা ও ঈমানী দায়িত্বের আলোকে গণতান্ত্রিক আরব মিসরের রেডিও বিষয়ক কমিটি সমীপে রেডিও কুরআনকে আরো বেশি শক্তিশালী করার সুপারিশ করছে যেন সকল মুসলিম বিশ্ব অনুষ্ঠান শুনতে পায় এবং তা থেকে উপকৃত হতে পারে।

অতএব এটা স্পষ্ট যে, বিষয়টি কষ্টের নয় যেমনটি তারা চিত্রিত করছে এবং এর জন্য মার্টিন লুথারের দুঃসাহসিকতারও প্রয়োজন নেই যেমনটি তারা বলছে। বরঞ্চ এর পেছনে কোন খারাপ ষড়যন্ত্র আছে বলেই প্রতীয়মান হয়। এ সকল দাবি তুলে তারা এর পেছনে ইন্ধন যোগাচ্ছে।

তৃতীয়তঃ - উস্‌মানী লিখন পদ্ধতি সাধারণ লিপিমালার সাথে অনেকাংশেই সাদৃশ্যপূর্ণ। যা সকল দেশের বাসিন্দাকে আল্লাহর কিতাবের শব্দাবলী লেখার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে। যেমন আরবী ভাষাই হচ্ছে একমাত্র ভাষা যা কুরআন পড়ার ক্ষেত্রে সকল দেশের সকল যুগের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে।

অতএব এমন বিষয় নিয়ে আমাদের বাড়াবাড়ি করা উচিত হবেনা যা বিভক্তির পরিবর্তে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং অভিন্ন ধারায় সুসংঘটিত করে। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝে যেখানে কোন পার্থক্য নেই।

চতুর্থতঃ - কুরআন, হাদীস্‌, ইজমা ও কিয়াসের কোথাও এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যার দ্বারা উস্‌মানী লিখন পদ্ধতির আবশ্যকীয়তা বুঝা যায়' সম্পর্কে আমাদের رسم المصحف بين المؤدين و المعارضين গ্রন্থে যারা বলে 'কুরআনের লিখন পদ্ধতি পারিভাষিক' তাদের এ দলিল খণ্ডনের সময় আমরা উপরোক্ত যুক্তিরও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেছি। এখানে নতুন করে পুনরাবৃত্তির অবকাশ নেই।

পঞ্চমতঃ - উস্‌মানী লিখন পদ্ধতি সাহাবায়ে কিরামগণের একটি ইজতিহাদ। লেখালেখিতে নুতন হওয়ায় এতে তাঁদের ভুল রয়েছে' উল্লেখিত কিতাবে আমরা তাদের এ যুক্তির পর্যালোচনা করেছি। এখানে আরো কিছু সংযোজন করা হলো ঃ

ক - প্রচলিত লিপিমালার সাথে রাসমে উস্‌মানীর ভিন্নতা কোন ভুল নয়। বরঞ্চ দু'টোই আলাদা আলাদা লিপিমালা। যদিও দু'টোর মাঝে খুব বেশি তফাৎ নেই। এ

www.nagorikpathagar.org

পর্যন্ত কারো পক্ষেই সাহাবায়ে কিরামের লিখায় না কোন ধরনের প্রামাণিক ভুল উপস্থাপনের সুযোগ ঘটেছে আর না এ দাবি প্রমাণ করতে পেরেছে।

খ - এটা স্পষ্ট এবং প্রমাণিত, যে লিপিমালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহাল রেখেছেন সে লিপিমালায় সাহাবায়ে কিরাম কোন ভুল করেন নি। বরঞ্চ কুরআন তিলাওয়াতে তথা কুরআন চর্চায় আমাদের অক্ষমতা ও ব্যর্থতা এবং এজন্য আমাদের যথাযথ গুরুত্বারোপ না করাটা আমাদেরই সবচেয়ে বড় ভুল ও ব্যর্থতা।

গ - আধুনিক যুগে কুরআনিক লিপিমালায় কোন বইপত্র রচিত হয়না এ অজুহাত কুরআনিক লিপিতে ভুল প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ বস্‌রা ও কুফার আলেমগণ লেখার জন্য যে বিধিমালা রচনা করেছেন তাই আধুনিক লিখন পদ্বতির মূল ভিত্তি। অপরদিকে রাস্‌মে উস্‌মানী বিশেষ পদ্ধতি ও বিশেষ নিয়মে লিখতে হয় যা শেখার জন্য রয়েছে রাস্‌মুল মাস্‌হাফ নামে একটি বিশেষ বিষয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমোদিত এ বিশেষ পদ্ধতিকে বর্জন না করা এবং যার উপর সমগ্র জাতির ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত ও যুগ যুগ ধরে প্রজন্ম পরম্পরায় যা আকড়ে ধরে রাখা হয়েছে অথবা আধুনিক কালে এ লিপিমালায় কুরআন ছাড়া অন্য কোন বইপত্র রচিত হয়না ইত্যাদি রাস্‌মে উস্‌মানীর জন্য ভুল বা অপবাদের কারণ হতে পারে না।

ঘ - এ লিপিমালাতেই কুরআন লেখার রহস্য কি? এ লিপিমালার উপকারিতা ও এর লিপি অনুসরণে বাধ্য-বাধকতা সম্পর্কে জানার মধ্যেই এর উত্তর নিহিত রয়েছে। আর সেগুলো স্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত। সেগুলোর. একটি হলো একথা বুঝানো যে, তিলাওয়াতকারী যেন শুধুমাত্র লিখিত কুরআনে নির্ভর না করে। বরঞ্চ তিনি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যাদের সনদ আছে তাদের নিকট হতে সরাসরি শিখে নেন।

প্রচলিত নিয়মে কুরআন লেখার অনুমতি দেয়া হলে নতুন ফিৎনা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। যেমনটি হয়েছিল হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় যা তাঁকে নতুন করে কুরআন সংকলনে বাধ্য করে। এতে একেক জায়গায় একেক নিয়ম অবলম্বন করার ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের মাঝে বিতর্কে লিপ্ত হবে। এরা বলবে, আমাদের লিখন পদ্ধতি সঠিক, তোমাদেরটা ভুল। ওরা বলবে, না, আমাদেরটা ঠিক, তোমাদেরটা ভুল। এরা বলবে, আমাদেরটা উত্তম, তোমাদেরটা ত্রুটিপূর্ণ। ওরাও ঠিক অনুরূপ জবাবের মাধ্যমে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করবে। আর এভাবে হয়ত একসময় নিজেদের মাঝে পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত হবে। অতএব উসূলে ফিকহের মূলনীতি অনুযায়ী লাভের চেয়ে ক্ষতি নিবারণই উত্তম।

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠতঃ তাদের বক্তব্য 'লেখালেখি ও আঁকাআঁকি এগুলো তো প্রতীক ছাড়া আর কিছু নয়' এর উত্তরে বলা যায় যে,

ক - এ প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্য আমরা মেনে নিতে পারিনা। কারণ, উসমানী লিখন পদ্ধতিতে লেখা হলে এর অর্থ প্রচলিত নিয়মে লেখার চেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠে । কোন কোনটা আবার সমানে সমান। উসমানী লিখন পদ্ধতির অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রচলিত নিয়মে নাই।

(ইতিপূর্বে আমরা 'উসমানী লিখন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও সুফল' অনুচ্ছেদে সেগুলো আলোচনা করেছি। উদাহরণে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। কিন্তু মূল বক্তব্য এক। তাই আমরা এর পুনরাবৃত্তি করছিনা।)

খ - তর্কের খাতিরে তাদের যুক্তি যদি মেনে নেয়াও হয় তাহলেও আমরা সেই লিখন পদ্ধতি ছেড়ে দিতে পারিনা যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহাল রেখেছেন এবং যার উপর উম্মাতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি এর কুফল ও ক্ষতিকর দিকসমূহ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা অবগত হয়েছি।

গ - তাছাড়া যদি প্রচলিত নিয়মে কুরআন লেখা হয় বা লেখার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে যুগের বিবর্তনে নিয়ম পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে অন্য কারো কাছে বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত শিখার প্রয়োজনও মিটে যাবে। ফল যা দাঁড়াবে তা হলো ভুল, বিভ্রাট আর জটিলতার সৃষ্টি হবে। এগুলো সংশোধনের জন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথবা কেউ এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবেনা। আর এভাবে কুরআনের ভুল তিলাওয়াতের প্রসার ঘটবে।

সপ্তমতঃ 'বিষয়টি প্রথম যুগে নিষিদ্ধ ছিল বটে তবে العلم حي غض জ্ঞান হলো প্রাণবন্ত।' তাদের এ বক্তব্যের উত্তরে বলা যায়, এমন এক পদ্ধতিতে লিখিত কুরআনের তিলাওয়াতে কি সংশয় সৃষ্টির আশঙ্কা করা যায় যে পদ্ধতিতে লিখিত কুরআন চৌদ্দশত বছর থেকে আজ পর্যন্ত পঠিত হয়ে আসছে? আল্লাহ পাক এরশাদ করছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَـٰفِظُونَ অর্থ, অবশ্যই আমিই এ যিকর (কুরআন) নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমিই এর হিফাযাত করবো।[২০৩]

তারা এটা কি করে মনে করতে পারলেন যে, যদি কুরআনিক লিখন পদ্ধতিকে এমন প্রচলিত লিখন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করা হয় যার প্রণেতারা পর্যন্ত সেই পদ্ধতিতে একমত হতে পারেননি, বরঞ্চ এ পদ্ধতিও যে পরিবর্তন হবেনা তারও তো

---

[২০৩] সূরা হিজর ঃ ৯

www.nagorikpathagar.org

কোন নিশ্চয়তা নেই, এমন পদ্ধতিতে কুরআন লেখা হলে তাতে তিলাওয়াতে কোন পরিবর্তন ও বিকৃতির আশঙ্কা নেই?

নাকি পরিবর্তনের তাদের এ দাবি বা কঠোর মনোভাব যৌক্তিক বা অযৌক্তিকভাবে বর্তমানে আধুনিকায়নের যে জোয়ার বইছে তারই বহিঃপ্রকাশ।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা এ দাবি করছেন এবং এ ব্যাপারে চাপও প্রয়োগ করছেন। শুধু তাই নয় এর জন্য প্রয়োজনে - তাদের ভাষায় - লুথারের বিপ্লব ঘটানোর কথা বলছেন। অথচ তাদের অনুকরণীয়রা যা করেছেন তা তারা ভুলে গেছেন।

তাদের কেউ কেউ এটা বাস্তবায়নও করেছেন। (অর্থাৎ প্রচলিত লিখন পদ্ধতিতে কুরআন লেখে প্রকাশ করা হয়।) এরপর মিসরের আপিল কোর্ট সেগুলো বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন।

আদালতের রায়ে বলা হয়, এ কুরআন প্রচলিত লিখন পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে যা উসমানী লিখন পদ্ধতি যে নিয়মে কুরআন লেখা ওয়াজিব তার পরিপন্থী । আদালতের রায়ে আরো বলা হয়, উন্নত জাতিরা তাদের প্রাচীন পন্ডিতদের স্মৃতি সংরক্ষণ করে থাকে এবং তা সংরক্ষণে সর্বাধিক অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

এর মধ্যে যেমন রয়েছে, ইংরেজ জাতি কোন প্রকাশক বা ছাপাখানাকে সে যেই হোক না কেন তাদের মহান কবি শেক্সপিয়রের কবিতা আধুনিক যুগের ভাষা বা লিখন পদ্ধতিতে লেখার অনুমতি দেয়না। অথচ সেই কবির যুগের বহু শব্দ ও লিখন রীতিনীতিতে প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে।

তারা এ অনুমতি দেয়না। কারণ, সেই কবির কবিতা তাদের দৃষ্টিতে এমন পবিত্রতা অর্জন করেছে যে, তাতে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা যাবে না, এমনকি লিখন পদ্ধতিতেও নয়।

কিছু সংখ্যক ইংরেজ ভাষাবিদ ইংরেজী লিখন নীতিমালায় কিছু সংস্কারের চেষ্টা চালান। তারা অনুচ্চারিত বর্ণগুলো বাদ দেয়ার প্রস্তাব করেন। যেমন, প্রচুর শব্দে CH, R এর পূর্বে W , এমনিভাবে N ও UHB যেগুলো অনেক শব্দে লেখা তো হয় কিন্তু উচ্চারিত নয়।

হাউজ অফ কমন্সের অনেক সদস্য এ পদক্ষেপের স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু হাউজ অফ কমন্স এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেএর নিন্দা জানায় এবং নীতিমালা যেভাবে আছে সেভাবেই রাখার ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অতএব মুসলমান যারা নিজেদের মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে ইংরেজরা তাদের কবিকে যে মর্যাদা দেয় তার চেয়ে বেশি মর্যাদা প্রদান করে থাকে তাদের জন্য এটা কি উচিত

www.nagorikpathagar.org

নয় যে, তারা তাদের পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের লিখন পদ্ধতিকে আরো বেশি সংরক্ষণ করবে?[২০৪]

রাবেতা আলমে ইসলামীর ইসলামী ফিকহ্ পরিষদের সিদ্ধান্ত

১৪০৪ হিজরীর ১১ হতে ১৬ রবীউল আওয়াল পর্যন্ত মাক্কা মুকাররামায় অনুষ্ঠিত রাবেতা আলমে ইসলামীর ইসলামী ফিকহ্ পরিষদের সভার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত বিষয়ঃ উসমানী লিখন পদ্ধতির পরিবর্তন সম্পর্কে।

ইসলামী ফিকহ্ পরিষদ জেদ্দার শাইখ হাশিম ওয়াহবা আবদুল আল থেকে প্রেরিত চিঠি সম্পর্কে অবগত হয়। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল উসমানী লিখন পদ্ধতিকে প্রচলিত লিখন পদ্ধতিতে পরিবর্তন প্রসঙ্গে। পরিষদের বৈঠকে বিষয়টির উপর আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়। এ বিষয়ে রিয়াদের গ্রান্ড উলামা পরিষদের সিদ্ধান্ত (নং৭১ তারিখ ২১.১০.১৩৯৯হিজরী) উপস্থাপন করা হয়। এ সিদ্ধান্তে উসমানী লিখন পদ্ধতি বহাল রাখার পক্ষে যে সকল কারণ উল্লেখ করা হয় সেগুলো হলোঃ

১ - উসমানী লিখন পদ্ধতিটি হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর সময় উদ্ভাবিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। নির্দিষ্ট একটি লিখন পদ্ধতিতে কুরআন লেখার জন্য তিনিই নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁর এ সিদ্ধান্তের সাথে সাহাবায়ে কিরাম ঐকমত্য পোষণ করেন। তাঁদেরকে অনুসরণ করেন তাবেয়ীগণ, এবং তা অব্যাহত থাকে আমাদের যুগ পর্যন্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত ঃ (عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى) অর্থঃ আমার পরে তোমাদের কর্তব্য হল আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে। অতএব হযরত উসমান ও সকল সাহাবার অনুসরণ এবং ইজমার উপর আমল করার লক্ষ্যে কুরআন লেখার ক্ষেত্রে এ লিখন পদ্ধতিকেই অবলম্বন করতে হবে।

২ - সহজীকরণের উদ্দেশ্যে উসমানী লিখন পদ্ধতিকে বর্তমানে প্রচলিত লিখন পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হলে তা নতুন নতুন পরিবর্তনের জন্ম দেবে। যখনি লিখন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটবে তখনি নতুন পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত হবে। কারণ, প্রচলিত লিখন পদ্ধতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এর মাধ্যমে এক বর্ণকে অন্য বর্ণে পরিবর্তন এবং হরফ সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির কারণে কুরআনের বিকৃতি ঘটাবে। পরিণতিতে কাল

---

[২০৪] ড. আব্দুল হাই হুসাইন ফারমাওয়ী, কিতাবতুল কুরআনুল কারীম। বির রাসমিল ইমালাঈ, একাদশ সম্মেলন সংকলন, ২য় খন্ড, প.৩৭৪ - ৩৮২

www.nagorikpathagar.org

প্রবাহে বিভিন্ন কুরআনে গড়মিল দেখা দেবে। অপরদিকে ইসলামের শত্রুরা কুরআনে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ দেয়ার সুযোগ পাবে। মনে রাখতে হবে, বিশৃংখলা ও ফিৎনা সৃষ্টি নয়, বরঞ্চ তার উপসর্গ রোধেই ইসলাম আগমন।

৩ - কুরআন লেখায় উসমানী লিখন পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করা না হলে আল্লাহর কিতাব কুরআন মানুষের হাতে খেলনার বস্তুতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যখনি কারো মাথায় কুরআন লেখার কোন চিন্তার উদ্রেক হবে তখনি তিনি সেটা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন। এমনিভাবে কেউ হয়ত প্রস্তাব করেই বসবেন যে, কুরআন ল্যাটিন বা অন্য বর্ণে লেখা হোক। এতে করে বিপদের যে আশঙ্কা রয়েছে তা অবিদিত নয়। অতএব সুবিধা লাভের চেয়ে বিশৃংখলা রোধই উত্তম।

উল্লেখিত সিদ্ধান্ত অবগত হওয়ার পর ইসলামী ফিকহ পরিষদ সর্বসম্মতভাবে রাজকীয় সৌদি আরবের গ্রান্ড উলামা পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে মতামত প্রকাশ করে যে , উসমানী লিখন পদ্ধতি পরিবর্তন করা যাবে না। করলে তা হবে না জায়েয। কুরআনী আয়াতে কোনরূপ বিকৃতি ও পরিবর্তনের পথ স্থায়ীভাবে রোধকল্পে এবং সাহাবা ও আইম্মায়ে কিরামের অনুসরণে অবশ্যই রাসমে উসমানী তথা উসমানী লিখন পদ্ধতিকে হুবহু ওয়াজিব হিসাবে বহাল রাখতে হবে। কুরআন শিক্ষা এবং শিশুদের যারা প্রচলিত লিখন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত তাদের জন্য কুরআন তিলাওয়াত সহজীকরণের প্রয়োজন ও সমস্যা শিক্ষকগণের মুখে মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। কারণ কুরআন শিক্ষা কোন অবস্থাতেই শিক্ষকবিহীন হতে পারে না। তিনিই প্রচলিত লিখন পদ্ধতি ও উসমানী লিখন পদ্ধতির মাঝে ব্যতিক্রমী কুরআনী শব্দাবলী সঠিক উচ্চারণের মাধ্যমে শিক্ষা দানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। বিশেষ করে যে সকল শব্দের সংখ্যা কম এবং তার প্রয়োগ হয়েছে বারবার। যেমন, (صلـوة ، سمـــوات) ইত্যাদি। এ শব্দগুলো বাচ্চারা উসমানী লিখন পদ্ধতি একবার শিখে নিলে পরে যতবার এগুলো আসবে তখন সেগুলো পড়া তাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। যেমন ذلك ، هذا একই নিয়মে লেখা হয়। স্বাক্ষরঃ

ড. আবদুল্লাহ উমার নাসীফ , নায়েবে রাঈস, রাবেতা আলমে ইসলামী

আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায প্রধান, ইসলামী ফিকহ পরিষদ

সদস্যবৃন্দ

১. আবদুল্লাহ আবদুর রাহমান বাস্‌সাম
২. সালেহ বিন ফাওযান বিন আবদুল্লাহ
৩. মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ সুবাইল
৪. মুস্তাফা আহমাদ যারকা
৫. মুহাম্মাদ মাহমূদ সাওয়াফ
৬. সালেহ বিন উসাইমীন

www.nagorikpathagar.org

উসমানী লিখন পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে কুরআন লেখা সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক উলামায়ে কিরামের মতামত

উস্‌মানী লিখন পদ্ধতির ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে কুরআন লেখা যাবে কিনা বিষয়টি বহু প্রাচীন। হাজার বছর পূর্ব থেকে বিষয়টি সম্পর্কে প্রাচীন আলেমগণ গবেষণা করেছেন। কিরাআত ও রাস্‌ম (লিখন কৌশল) বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক বই রচনা করেছেন। তাঁরা এ বিষয়ে এমন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যা তাঁদের নিকট মাকরূহ (অপছন্দনীয় বা হারামের কাছাকাছি) অথবা হারাম বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। ইমাম সুয়ূতী এ বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন যা তাঁদের রায় বা সিদ্ধান্তের উপর আলোকপাত করে। আমরা মতামতগুলো নিম্নে তুলে ধরছি।

☒ ইমাম মালেক

ইমাম সুয়ূতী বলেন, আরবী ব্যাকরণ হরূফে হিজা অর্থাৎ বর্ণ দিয়ে নির্মিত হবে শব্দ। কিভাবে তার উচ্চারণের সূচনা হবে এবং কিভাবে তাতে থামা হবে অবশ্যই শব্দ নির্মাণে এ দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর এ লক্ষ্যে আরবী ব্যাকরণবিদগণ প্রণয়ন করেছেন নীতিমালা ও প্রয়োগবিধি। কিছু কিছু শব্দ নির্মাণের ক্ষেত্রে মাস্‌হাফুল ইমাম (হযরত উস্‌মান সংকলিত ও সর্বসম্মতভাবে গৃহীত মাস্‌হাফ) -এ সেই নীতিমালা ও প্রয়োগবিধির ব্যতিক্রম দেখা যায়।[২০৫]

আশ্‌হাব বলেন, ইমাম মালেককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বানানের ক্ষেত্রে লোকেরা যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে কুরআন কি সে অনুযায়ী লেখা যাবে? উত্তরে তিনি বল্লেন, না। প্রথমে যে ভাবে ছিল সেভাবেই লেখতে হবে। তিনি তার 'মুকনি' গ্রন্থে এটা বর্ণনা করে বলেন, উম্মাতের কোন আলেমই এর বিরোধেতা করেননি। তিনি অন্য এক স্থানে বলেন, মালেককে কুরআনের কিছু বর্ণ যেমন আলিফ ওয়াও ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, যদি উচ্চারণ ঠিক থাকে তাহলে কি কুরআন থেকে এগুলো বাদ দেয়া যাবে? উত্তরে তিনি বল্লেন, না। আবূ আমর বলেন, অর্থাৎ সেই ওয়াও আলিফকেই বোঝানো হয়েছে যেগুলো লেখা তো হয় তবে উচ্চারিত নয়। যেমন, أُولُوْ[২০৬]

---

[২০৫] সকল সাহাবা মাসহাফুল ইমামে অনুসৃত লিখন পদ্ধতিতে সম্মতি দিয়েছেন। অতএব পরে প্রণীত প্রয়োগবিধির ব্যতিক্রম হলেও কুরআন লিখনের ক্ষেত্রে মাস্‌হাফুল ইমামই হবে একমাত্র অনুসরণীয়।

[২০৬] ইতকান, খ৪, প১৬৮

www.nagorikpathagar.org

⌧ ইমাম আহ্‌মাদ

ইমাম আহ্‌মাদ বলেন, ওয়াও, য়া, আলিফ অথবা অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন উস্‌মানী কুরআনের লিখন পদ্ধতির ব্যতিক্রম করা হারাম।[২০৭]

⌧ ইমাম বাইহাকী

ইমাম বাইহাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে বলেছেন, কেউ যদি কুরআন লিখতে চায় তাহলে বানানের ক্ষেত্রে তার জন্য সেই পদ্ধতির অবলম্বন করা উচিত যে পদ্ধতিতে তাঁরা (কুরআন সংকলকগণ) সেই মাস্‌হাফগুলো লেখেছিলেন। এতে কেউ তাঁদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। তাঁরা যেভাবে লেখেছেন তাতে কোন পরিবর্তন করা যাবে না। কারণ, তাঁরা ছিলেন (আমাদের চেয়ে) বিজ্ঞ আলেম। মনে প্রাণে কথায় বেশি সত্যবাদী। সবার চেয়ে বেশি আমানাতদার। অতএব আমরা নিজেদেরকে নিয়ে এ ধারণা পোষণ করা ঠিক হবেনা যে, আমরা তাঁদের ভুল ত্রুটি সংশোধন করছি।'[২০৮]

উল্লেখিত মতামত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পূর্বেকার উলামায়ে কেরামের কেউই উস্‌মানী লিখন পদ্ধতির ব্যতিক্রম করা অনুমোদন করেননি। বরঞ্চ এটাকে হারাম মনে করতেন। অর্থাৎ যেভাবে উস্‌মান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর তত্ত্বাবধানে কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেই পদ্ধতিতেই কুরআন লিখতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। আরবী বর্ণেই কুরআন লেখার ক্ষেত্রে এই যদি হয় সিদ্ধান্ত তাহলে বাংলাসহ অন্যান্য ভাষার নিজস্ব বর্ণে কুরআন লেখার হুকুম কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

এরপর ইমাম সুয়ূতী কুরআন লেখার বেশ কিছু নীতির বর্ণনা দেন যেগুলো কুরআন লিখন বিধিমালা হতে আহরিত। সেই নীতিগুলো আরবী বর্ণমালা ছাড়া অন্য বর্ণে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। যেমন কোন শব্দে আলিফ ওয়াও ও ইয়া লেখা হবেনা, কোন শব্দে আলিফ লিখতে হবে। হামযা যদি সাকিন হয়, অথবা হয় হারাকাতযুক্ত তাহলে সেটা কিভাবে লেখা হবে।

যাইদ ইবনে সাবেত হতে ইবনু আশহাব বর্ণনা করেন যে, তিনি بـــســـم الله الرحـــمـــن الرحـيـم এমনভাবে লেখা পছন্দকরতেন না যাতে সীন[২০৯] থাকতোনা। তিনি য়াযীদ ইবনে আবি হাবীব থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, আমর ইবনুল আসের

---

[২০৭] প্রাগুক্ত, খ৪, প১৬৯

[২০৮] প্রাগুক্ত, খ৪, প১৬৯

[২০৯] অর্থাৎ দাঁতযুক্ত সীন

www.nagorikpathagar.org

লিখক উমারের কাছে লেখেন, তিনি بســـم الله এমনভাবে লেখেন যে তাতে সীন ছিলনা। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উমার লেখককে প্রহার করেন। উমার তাকে কেন প্রহার করলেন যখন এ প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি উত্তরে বল্লেন, সীন না লেখার অপরাধে তিনি আমাকে প্রহার করেছেন। ইবনে সীরীন থেকে তিনি আরো বর্ননা করেন যে, তিনি (بسم الله -এর) সীন না লেখে বা-কে সরাসরি মীমের সাথে যুক্ত করে লেখাকে মাকরূহ মনে করতেন।[২১০]

☒ ইবনে তাইমিয়্যা

আবুল আব্বাস ইবনু তাইমিয়্যাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ইমাম মালেকের বক্তব্য 'কেউ যদি উসমানী রাসম ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে কুরআন লেখে সে গুনাহগার হবে' অথবা বলেছেন 'সে কুফরী করেছে' তাঁর এ বক্তব্য কি সঠিক? বর্তমানে প্রাপ্ত অধিকাংশ কুরআন উস্‌মানী মাস্‌হাফ পরিপন্থী। অতএব শব্দের পরিবর্তন ও অর্থের বিকৃতি হবেনা এ শর্তে উস্‌মানী মাস্‌হাফে অনুসৃত লিখন পদ্ধতির পরিবর্তে অন্য পদ্ধতিতে কুরআন লেখা কি কারো পক্ষে বৈধ?

উত্তরে তিনি বলেন, এর দ্বারা লিখন পদ্ধতির বা শব্দ বিন্যাস যাই বুঝানো হোক না কেন এমনটি করলে কাফের হয়ে যাবে বলে ইমাম মালেক থেকে যে বর্ণনা করা হয় তা ইমাম মালেকের উপর নিছক একটি মিথ্যা অপবাদ। কারণ, মালেক শুরা সদস্যদের সম্পর্কে বলতেন যে, তাঁদের সবারই নিজস্ব মাস্‌হাফ ছিল যা উস্‌মানী রাস্‌ম পরিপন্থী। এ ধরনের মন্তব্য হতে তাঁরা অনেক ঊর্ধ্বে। এরা হলেন 'আলী ইবনে আবী তালিব, যুবায়ের, তালহা, সা'দ, আবদুর রাহমান ইবনে আউফ ও উস্‌মান রাদিয়াল্লাহু আনহুম। এ ছাড়াও যদি কেউ তাঁদের নিজস্ব ক্বিরাআতে কুরআন তিলাওয়াত করেন যা মাসহাফে উসমানীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তাহলে এ ব্যাপারে মালেক ও আহ্‌মাদ হতে দু'টি মত পাওয়া যায়। অধিকাংশ আলিম তাঁদের থেকে প্রাপ্ত কিরাআতকে প্রমাণ ও দলিল হিসাবে গ্রহণ করেন। অতএব এমনটি যিনি করেন তাঁকে কিভাবে কাফির বলা যেতে পারে? .. .. ..

আরবী লেখার প্রচলিত নিয়মে যদি কেউ কুরআনের শব্দাবলী[২১১] লেখে তাহলে তাকে কাফির বলা হবে কিনা এ ব্যাপারে এমন কাউকে আমার জানা নেই যিনি এমনটি যদি কেউ করে তাকে কাফির বলেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে সাহাবীগণের

---

[২১০] ইতকান, খ৪, প১৮২ - ১৮৩

[২১১] যেমন, صلاة = صلوة، زكاة = زكوة، حياة = حيوة ইত্যাদি

www.nagorikpathagar.org

লিখননীতির অনুসরণ অত্যন্ত ভালো। মালেক ও অন্যান্য হতে এমনটি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞানী।[২১২]

তাঁকে আরো প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কুরআনের যবর, যের, পেশ ও নুকতা আল্লাহর কালামের অন্তর্ভুক্ত। এটা কি সঠিক নাকি বাতিল?

উত্তরে তিনি বলেন, الحمد لله رب العالمين , সাহাবীগণ যে কুরআন লেখেন তাতে তাঁরা হারাকাত ব্যবহার করেননি। ব্যবহার করেননি নুকতাও। কারণ, তাঁরা ছিল খাঁটি আরব। তাঁদের কোন ভুল ছিলনা। সাহাবা যুগের শেষের দিকে যখন ভুল ত্রুটি দেখা দেয় তখন তাঁরা হারাকাত ও নুকতার ব্যবহার শুরু করেন। এটা অধিকাংশ আলিমের নিকট জায়েয। এটা ইমাম আহমাদের দু'টি মতের একটি। কেউ কেউ এটাকে মাকরূহ বলেছেন। সঠিক সিদ্ধান্ত হলো 'এটা মাকরূহ নয়। কারণ এটার প্রয়োজন ছিল। উলামায়ে কিরামের মাঝে এ নিয়ে কোন বিতর্ক নেই যে, হারাকাত ও নুকতার হুকুম হলো লিখিত হরফের মতই। কারণ, নুকতা দ্বারা হরফ নির্ণয় করা হয় যেমন হারাকাত দ্বারা ধ্বনি নির্ধারিত হয়। কারণ, ধ্বনি হচ্ছে শব্দের পূর্ণাঙ্গ রূপ। আবূ বাকার ও উমার হতে বর্ণিত তাঁরা বলেছেন, কুরআনের হারাকাত পরিচিতি আমাদের কাছে কুরআনের কিছু শব্দ জানার চেয়ে বেশি প্রিয়। অতএব যখন তিলাওয়াতকারী الحمد لله رب العالمين। তিলাওয়াত করে তখন পেশ, যবর ও যের কুরআনিক শব্দের পূর্ণতা দান করে।[২১৩]

☒ শাইখ মুহাম্মাদ রাশীদ রিদা

বিষয়টিতে শাইখ রাশীদ রিদার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তাঁর মতে উসমানী লিখন পদ্ধতি তাওকীফী ও শ্রুত। তবে প্রয়োজনে তিনি প্রচলিত নিয়মে কুরআন লেখা বৈধ মনে করেন। তিনি বলেন, উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত ও ইজমার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিষয়াবলীর একটি হলো পবিত্র কুরআনের লিখন পদ্ধতি। অর্থাৎ এটা তাওকীফী ও শ্রুত। সাহাবাগণের ইজমার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত লিখন পদ্ধতি যার অনুসরণে কুরআন লেখে সরকারীভাবে প্রচার করা হয়েছিল যা মুসহাফুল ইমামের প্রতিনিধিত্ব করে কুরআন লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই সে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।[২১৪]

---

[২১২] মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ১২/৪২০, কিতাবাতুল মাসহাফ, মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ, ষষ্ঠ সংখ্যা, প২২ - ২৩

[২১৩] কিতাবাতুল মাসহাফ, মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ, ষষ্ঠ সংখ্যা, প২৩

[২১৪] প্রাগুক্ত, প২৯

www.nagorikpathagar.org

তিনি আরো বলেন, 'আমি মনে করি, যে কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের জন্য মুদ্রিত হয় আমাদের মহান ঐতিহাসিক নিদর্শন যা আমাদের ধর্মেরও মূল ভিত্তি সেটা সংরক্ষণের লক্ষ্যে সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত মুসহাফুল ইমামের লিখন পদ্ধতিতেই অবশ্যই সেগুলো মুদ্রিত হতে হবে। তবে তা হবে বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য হারাকাত ও নুকতাযুক্ত।' এরপর তিনি বলেন, 'আর ছিপারা বা কুরআন যেগুলো মক্তবে শিশুদের শিক্ষার জন্য ছাপানো হয় সেগুলো যত সহজভাবে সম্ভব ছাপানো যেতে পারে। শিশুটি যখন বড় হবে এবং প্রসিদ্ধ কুরআনিক পদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াত আয়ত্ত করে নেবে তখন হারাকাত ও নুকতাসহ উসমানী লিখন পদ্ধতিতে মুদ্রিত কুরআন তিলাওয়াতে সে আর ভুল করবেনা।[২১৫]

☒ শাইখ মাহমূদ আবূ দাকীকাহ

শাইখ আবূ দাকীকাহ বলেন, চার ইমাম আরবী হরফ ছাড়া অন্য কোন বর্ণে কুরআন লেখা, কুরআনের প্রতিবর্ণায়ন জায়েয না হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। তাঁরা আরো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেন যে, কুরআনের নির্দিষ্ট আরবী হরফ ও শব্দ না থাকায় অনারবী বর্ণে লিখিত কুরআনকে কুরআন বলা যাবে না।[২১৬]

☒ জাদুল হক আলী জাদুল হক

শাইখুল আযহার জাদুল হক আলী জাদুল হক বলেন, পুরো অথবা আংশিক কুরআন মুদ্রণের ক্ষেত্রে সাইদিনা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সংকলিত মাসহাফুল ইমাম এর লিখন পদ্ধতি অনুসরণ ও তা সংরক্ষণ করা অবশ্যই ওয়াজিব এবং প্রচলিত লিখন পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে না। তবে প্রমাণ উপস্থাপন, উদ্ধৃতি দান অথবা শিক্ষামূলক বই পত্রে দু'একটি আয়াত বা আয়াতের অংশবিশেষ প্রচলিত নিয়মে (অবশ্যই তা আরবী হরফে) লেখা যেতে পারে।[২১৭]

☒ ড. সুবহী সালেহ

ড. সুবহী সালেহ তিনি উসমানী লিখন পদ্ধতিকে তাওকীফী মানতে রাজি নন। তাই বলে তিনি উসমানী লিখন পদ্ধতির ব্যতিক্রম চান তাও নয়। তিনি বলেন, কেবলমাত্র বাকিল্লানী উত্থাপিত যুক্তির কারণে উসমানী লিখন পদ্ধতির ব্যতিক্রমকে আমরা জায়েয মনে করিনা।[২১৮]

---

[২১৫] প্রাগুক্ত, প২৭

[২১৬] বায়ানুল লিন্নাসি, ২য় খন্ড, প৩৪৮

[২১৭] প্রাগুক্ত, প৩৯১

[২১৮] মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, ড. সুবহী সালেহ, প২৮০

www.nagorikpathagar.org

☒ মান্নাউল কাত্তান

তিনি উসমানী লিখন পদ্ধতিকে তাওকীফী মনে করেন না। তবে এর সংরক্ষণের একজন কট্টর সমর্থক। তিনি বলেন, প্রচলিত নিয়ম ও কুরআন লিখন পদ্ধতির মাঝে সংঘর্ষিকতা পরিহারের মাধ্যমে ছাত্র ও জনসাধারণের জন্য তিলাওয়াতকে সহজীকরণের যুক্তি কুরআন লিখন পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য যথার্থ হতে পারে না যা পরবর্তীতে কুরআন লিখনে সতর্কতার ক্ষেত্রে দুর্বলতার জন্ম দেবে।[২১৯]

☒ মুহাম্মাদ গাযালী

তিনি বলেন, আমার তো মনে হয় কুরআন যদি উসমানী লিখন পদ্ধতির পরিবর্তে প্রচলিত লিখন পদ্ধতিতে সম্পন্ন হত তাহলে ভালই হত। কিন্তু সর্বসম্মত ও প্রতিষ্ঠিত ইজমার বিরোধিতা করে আমি আমার জন্য প্রচলিত লিখন পদ্ধতিতে কুরআন প্রচার বৈধ মনে করিনা।[২২০]

☒ আবদুল হাই লাখনভী

তিনি বলেন, কুরআন মাজীদ লেখার সময় মুসহাফে ইমাম (উসমানী মুসহাফ) - এর লিখন পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে। নিজের পক্ষ থেকে কোনা রকম পরিবর্তন বা হেরফের করা যাবেনা।[২২১]

☒ আবদূল আযীম যারকানী

তিনি উসমানী লিখন পদ্ধতি তাওকীফী মনে করেন না। তবে তিনি বলেন, 'আর যা বলা হয়ে থাকে যে উস্‌মানী লিখন পদ্ধতি সাহাবায়ে কিরামগণের একটি উদ্ভাবন ছিল মাত্র। এতে তাঁদের ভুল রয়েছে' দু'টি কারণে এটা গ্রহণযোগ্য নয়।

এক - এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীকৃত বিষয়ে সাহাবাগণ বিরোধিতা করেছেন বলে প্রতীয়মান হয় যা একেবারেই অসম্ভব।

দুই - যদি তাই হয় তাহলে তো এটাও মেনে নিতে হবে যে, সাহাবায়ে কিরাম কুরআনে হ্রাস বৃদ্ধি করেছেন। শুধু তাই নয় তাহলে এও মানতে হবে যে, সাহাবায়ে কিরামসহ পরবর্তী আলিমগণ যে সকল বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা যাবে না বলে স্থীর ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এমন সব বিষয়ে তাঁরা হস্তক্ষেপ করেছেন। আর এটা মেনে নিলে তো পুরো কুরআনই সন্দেহ-সংশয়ের দোলাচালে ঘুরপাক

---

[২১৯] মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, মান্নাউল কাত্তান, প১৪৯

[২২০] ইসলাম সম্পর্কে শত প্রশ্ন, মুহাম্মাদ গাযালী, দার সাবিত, কায়রো, ১৯৮৪ইং, খ২ প৭ - ৮

[২২১] মাজমু ফাতাওয়া মাওলানা আবদুল হাই, মালিক পাবলিকেশেন্স, দেওবন্দ, ইউ পি, প১১৫

www.nagorikpathagar.org

খেতে থাকবে যা ইসলামের বুনিয়াদ ও মূল ভিত্তিকেই টলটলায়মান ও নড়বড়ে করে দেবে।[২২২]

☒ ড. ইবরাহীম আবু সিক্কীন

তিনি বলেন, তাদের এ দাবিটি হচ্ছে প্রমাণহীণ। কারণ এর সপক্ষে তারা উদাহরণ হিসেবে এমন একটি শব্দও উপস্থাপন করতে পারেনি যেটা ছিল তাদের ভাষায় সাহাবাগণের ভুল।[২২৩]

☒ শাইখ আলী তানতাওয়ী

তিনি প্রচলিত নিয়মেই কুরআন লেখার পক্ষপাতি। তবে সেটা হতে হবে প্রাথমিক ছাত্র ও সাধারণ মানুষের জন্য। যে সকল শব্দে একাধিক সহীহ্ কিরাআত রয়েছে সেগুলোতে উসমানী লিখন পদ্ধতিতেই লেখা উত্তম। আর যে শব্দে একাধিক কিরাআত নেই বটে তবে রয়েছে হরূফে যায়েদাহ্ বা বাড়তি হরফ সেগুলোতে প্রচলিত নিয়মে লেখা ভালো। হাঁ, উভয় ক্ষেত্রে ফুট নোটে মুল শব্দটি প্রচলিত বা উসমানী যেখানে যেটা প্রযোজ্য তা লেখে দিবে।

বড় ছাত্র, আলেম ও কিরাআতের বিশেষজ্ঞদের জন্য উসমানী লিখন পদ্ধতিতে লিখিত কুরআনই ব্যবহৃত হবে।[২২৪]

অতএব উপরের পক্ষে-বিপক্ষের আলোচনা হতে যা বুঝা যায় তা হলোঃ

ক. কুরআনিক শব্দ লিখনে উস্‌মানী লিখন পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত নীতিমালায় পরিবর্তন না করা। হরফের হ্রাস বৃদ্ধি ও আলিফ ওয়াও দ্বারা নির্মিত শব্দ লেখনে নীতিমালার অনুসরণ করা।

খ. কুরআনে নুকতা ও হারাকাতের ব্যবহার সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের রায় যার মধ্যে কেউ সরাসরি মাকরূহ বলেছেন কেউ বা মূল কপির বাহিরে অন্যান্য কপিতে এর ব্যবহার অনুমোদন করেছেন। পরবর্তীতে তা বৈধ হবার ব্যাপারে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এবং তারই ভিত্তিতে যুগ যুগ ধরে আমল হয়ে আসছে।

গ.কুরআনে সূরার নাম ও আয়াত সংখ্যা লিপিবদ্ধকরণ আয়াত ও ওয়াক্‌ফ চিহ্নের ব্যবহার প্রসঙ্গে আলিমগণের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত দান। কিন্তু (মূল কুরআনে কোন রকম বিকৃতির আশঙ্কা না থাকায়) পরবর্তীতে সর্বসম্মতভাবে এটা অনুমোদিত হয়ে যুগ যুগ ধরে লিপিবদ্ধ হয়ে আসছে।

---

[২২২] মানাহিলুল ইরফান, খ১ প৩৮৪

[২২৩] কিতাবাতুল কুরআনিল কারীম বির রাসমিল ইমলাঈ, খ২ প৩৭৭

[২২৪] ফাতাওয়া আলী তানতাওয়ী, প. ৩২

www.nagorikpathagar.org

ঘ. আরবী হরফ ব্যতিরেকে অন্য কোন ভাষার হরফে কুরআন লেখা হারাম। অনুরূপভাবে আরবী ভাষার পরিবর্তে অন্য কোন ভাষায় কুরআন পাঠও হারাম। কারণ, আরবগণ আরবী ছাড়া অন্য কোন কালামের সাথে পরিচিত ছিলেন না। তাছাড়া আল্লাহ বলেছেন, (بلسان عربي مبين) অর্থাৎ (কুরআন নাযিল করা হয়েছে) স্পষ্ট আরবী ভাষায়।[২২৫]

নিম্নের ছকে আরবী ভাষায় আরবী হরফে উসমানী লিখন পদ্ধতি ও প্রচলিত লিখন পদ্ধতির মাঝে পার্থক্যের কিছু উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

শব্দাবলি		পার্থক্য	
উস্মানী লিখন পদ্ধতি	প্রচলিত লিখন পদ্ধতি	উস্মানী লিখন পদ্ধতি	প্রচলিত লিখন পদ্ধতি
الصلوة	الصلاة	লামের পর ওয়াও	লামের পর আলিফ
الزكوة	الزكاة	কাফের পর ওয়াও	কাফের পর আলিফ
الحيوة	الحياة	ইয়ার পর ওয়াও	ইয়ার পর আলিফ
و تمت كلمت	كلمة	লম্বা তা	গোল তা
إن رحمت الله	رحمة	লম্বা তা	গোল তা
لعنت	لعنة	লম্বা তা	গোল তা
و رحمت ربك	و رحمة	লম্বা তা	গোল তা

এখানে লক্ষণীয় যে, একই ভাষায় নির্ধারিত ও প্রচলিত নিয়মে এত পার্থক্য দেখা যায়। আর এ কারণেই সাহাবাযুগ হতে আজ পর্যন্ত উলামায়ে কিরাম কুরআন লেখার ক্ষেত্রে উসমানী লিখন পদ্ধতির ব্যতিক্রম করার কোন রকম অনুমতি দেননি। তাঁরা কুরআনী লিখন পদ্ধতির স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন। বহাল রেখেছেন কুরআনী লিখন পদ্ধতির একক ঐতিহ্য।

তাছাড়া একই ভাষার নির্ধারিত ও প্রচলিত নিয়মে যদি এত পার্থক্য দেখা যায় তাহলে অন্য ভাষায় ও বর্ণে কুরআন লেখা হলে পার্থক্যের পরিমাণ কেমন হবে তা কি কল্পনা করা যায়? আর এতে করে কি কুরআনের একক স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য বহাল থাকবে না কি সংরক্ষিত হবে?

---

[২২৫] কিতাবাতুল মুসহাফ, মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ, ষষ্ঠ সংখ্যা, প.২৩ - ২৪

www.nagorikpathagar.org

☒ লেখন ও উচ্চারণ বিকৃতি

তাছাড়া বাংলা ও ইংরেজী উচ্চারণের কুরআনকে যদি আরবীতে প্রতিবর্ণায়িত করা হয় তাহলে আসল কুরআন কি পাওয়া যাবে? কুরআনের মৌলিকত্ব কি বজায় থাকবে? কুরআন কি অক্ষত থাকবে? বরঞ্চ দেখা যাবে কুরআনের মুল চেহারাই পাল্টে গেছে। ক্ষত-বিক্ষত বিকৃত এক নতুন তথাকথিত কুরআন দেখা যাবে যার সাথে উসমানী লিখন পদ্ধতিতে মুদ্রিত কুরআনের কোন সম্পর্ক নেই। নিচের ছকে একটু মিলিয়েই দেখা যাক।

ছকঃ এক

আয়াত	বাংলা	ইংরেজী
بسم الله الرحمن الرحيم ۝	বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	Bismillahir rahmanir rahiim
আরবী উচ্চারণ	بِسْمِــلْــلَهِــرْ رَهْــمَــنِــرْ رَهِــيْــمْ	بِسْمِــلْــلَهِــرْ رَهْــمَــنِــرْ رَهِــيْــمْ

ছকঃ দুই

আয়াত	বাংলা	ইংরেজী
قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ۝	কুল হুয়াল্লাহু আহাদ	Qul huwallaa-hu ahad
আরবী উচ্চারণ	كُــلْ هُوَ لْــلَــهُ أَهَــدْ	كُــلْ هُوَ لْــلَــهُ أَهَــدْ

দয়া করে বুকে হাত দিয়ে ঈমানদারীর সাথে বলুন, বাংলা ইংরেজী উচ্চারণের প্রতিবর্ণায়িত আরবী আর মূল আরবী উচ্চারণের মাঝে কোন মিল আছে কি? এখানে যে কত রকমের বিকৃতি আছে তা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

☒ একমাত্র আরবী বর্ণেই কুরআন লেখা বাধ্যতামূলক

উপরের আলোচনা পর্যালোচনা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং উলামায়ে কিরামের মতামত ও সিদ্ধান্তের আলোকে সন্দেহাতীতভাবে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কুরআনুল কারীম লেখার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আরবী ভাষা তথা আরবী হরফই একমাত্র বাহন ও অবলম্বন হিসাবে গ্রহণযোগ্য। অতএব আরবী বর্ণেই কুরআন লেখা বাধ্যতামূলক। অন্য কোন ভাষা বা বর্ণে কুরআন লেখা যাবে না। এ প্রসঙ্গে কুরআন, হাদীস, সাহাবীগণের আমল ও যুক্তিনির্ভর দলিল পেশ করা যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

ক. কুরআনিক দলিল

কুরআনুল কারীমের একাধিক আয়াতে আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল হওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। যেমন,

১ - إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [২২৬] অর্থঃ আমি একে আরবী ভাষায় কুরআনরূপে নাযিল করেছি।

২ - وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا [২২৭] অর্থঃ এমনিভাবে আমি এ কুরআনকে আরবী ভাষায় বিধান হিসেবে অবতরণ করেছি।

৩ - وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا [২২৮] অর্থঃ এমনিভাবে আমি এ কুরআনকে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি।

৪ - و إنه لتنزيل رب العٰلمين .. .. .. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [২২৯] অর্থঃ এ কুরআন তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। ... .. সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।

৫ - قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [২৩০] অর্থঃ আরবী এ কুরআন বক্রতামুক্ত যাতে (এর উপর আমল করে) তারা মুত্তাকী হতে পারে।

৬ - كِتَٰبٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, [২৩১] অর্থঃ এ এক মহা গ্রন্থ এর আয়াতসমূহ আরবী ভাষায় কুরআন হিসেবে প্রেরিত জ্ঞানীজনদের জন্য।

৭ - وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا [২৩২] অর্থঃ এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি।

৮ - إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [২৩৩] অর্থঃ আমি করেছি কুরআন আরবী ভাষায় যাতে তোমরা বিবেক দিয়ে বুঝতে পার।

---

[২২৬] সূরা ইয়ূসুফ ঃ ২
[২২৭] সূরা রা'দ ঃ ৩৭
[২২৮] সূরা তা- হা ঃ ১১৩
[২২৯] সূরা শুআরা ঃ ১৯২, ১৯৫
[২৩০] সূরা যুমার ঃ ২৮
[২৩১] সূরা হা-মী-ম সাজদাহ ঃ ৩
[২৩২] সূরা শুরা ঃ ৭
[২৩৩] সূরা যুখরুফ ঃ ৩

www.nagorikpathagar.org

৯ - وَهَذَا كِتَـٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا [২৩৪] অর্থঃ আর এ কিতাব (কুরআন) আরবী ভাষায় (ইতিপূর্বে মূসার উপর নাযিলকৃত কিতাবের) সত্যায়নকারী।

আয়াতগুলো প্রমাণ করছে যে, কুরআনের ভাষা ও উচ্চারণ যেমন আরবী কুরআন লেখার বর্ণও হতে হবে আরবী। কারণ, বেশ কিছু আরবী বর্ণের হুবহু প্রতিবর্ণায়ন যেহেতু অসম্ভব তাই অন্য কোন বর্ণ তার বিকল্প হতে পারে না। এ ছাড়াও রয়েছে নির্ধারিত কুরআন লিখন পদ্ধতি যা রাস্‌মুল মুস্‌হাফ বা উসমানী লিখন পদ্ধতি নামে পরিচিত। অন্য ভাষার উচ্চারণে বা বর্ণে রয়েছে এ পদ্ধতির প্রায়োগিক জটিলতা। অর্থাৎ কোনভাবেই অন্য ভাষা ও বর্ণে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে না। অতএব আরবী বর্ণ ছাড়া অন্য কোন বর্ণে কুরআন লেখা যাবে না।

১০ - আল্লাহ পাক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ প্রদান করেছেন এই বলে, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [২৩৫] অর্থঃ সুস্পষ্টভাবে তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করুন।

১১ - আল্লাহ পাক তারতীলের সাথে কুরআন নাযিলের কথা ঘোষণা করেছেন, (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا) অর্থঃ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, তাঁর উপর সম্পূর্ণ কুরআন একসাথে অবতীর্ণ হলনা কেন? এর দ্বারা আপনার অন্তর মযবূত করার জন্য আমি এভাবেই (অল্প অল্প করে কুরআন) নাযিল করেছি এবং তারতীলের সহিত তা পাঠ করেছি।[২৩৬]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তারতীলের ব্যাখ্যায় বলেছেন, الترتيل هو تجويد الحروف و معرفة الوقـــوف অর্থাৎঃ হরফসমূহের যথাযথ সুন্দর উচ্চারণ ও বিরাম স্থল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন হল তারতীল।[২৩৭]

১২ - যারা যথাযথভাবে আল্লাহর কালামের হক আদায় করে তিলাওয়াত করে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন এই বলেঃ

(الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَـٰبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ) [২৩৮]

---

[২৩৪] সূরা আহকাফ ঃ ১২

[২৩৫] সূরা মুযযাম্মিলঃ ৪

[২৩৬] সূরা ফুরকানঃ ৩২

[২৩৭] শারহু তাইবাতুন নাশরি প৩৫, হিদায়াতুল কারীঃ ৩৯, ক্বাওয়াইদুত তাজওয়ীদ, প.২৫

[২৩৮] সূরা বাকারাহঃ ১২১

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎঃ আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি তারা তার হক আদায় করে যথাযথভাবে তা তিলাওয়াত করে।

অতএব কুরআন তিলাওয়াতের হক আদায় করতে হলে তারতীলের সাথে পড়তে হবে। আর তারতীলের সাথে পড়তে হলে অবশ্যই আরবী হরফেই পড়তে হবে। অন্যথায় যেমন তিলাওয়াতের হক আদায় হবেনা তেমনিভাবে তারতীলের সাথেও তিলাওয়াত হবেনা। তাই আরবী হরফেই কুরআন লেখতে হবে।

১৩ - আল্লাহ পাক একাধিকবার ইরশাদ করেছেন।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

অর্থঃ (আল্লাহর কসম) অবশ্যই আমরা নিশ্চিতভাবে কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। অতঃপর আছে কি কেউ চিন্তাশীল বা উপদেশ গ্রহণকারী? [২৩৯] আয়াতে সহজীকরণের বিষয়ে তিনটি নিশ্চিত বাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ইতিপূর্বে তা আলোচনা হয়েছে। পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

যে হেতু আরবী উচ্চারণে কুরআন নাযিল হয়েছে সেহেতু সঠিক উচ্চারণের জন্য আরবী হরফই বাধ্যতামূলক। স্বয়ং আল্লাহ পাক তার কালামের তিলাওয়াত সহজ করে দিয়েছেন তা নিশ্চয় অন্য বর্ণে লেখার মাধ্যমে নয়। যদি তাই হতো তাহলে তো আল্লাহ পাক বলেই দিতেন, আমি কুরআন নাযিল করে দিলাম, তোমরা তোমাদের সুবিধা অনুযায়ী তা লিপিবদ্ধ করে নাও। 'সহজ করে দিয়েছেন' একথা বলার তো প্রয়োজন ছিলনা।

খ. হাদীসের দলিল

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম তথা উম্মাতকে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন:

إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل অর্থঃ অবশ্যই আল্লাহ পাক যে ভাবে নাযিল করেছেন সেভাবেই কুরআন তিলাওয়াত পসন্দ করেন। [২৪০]

আর কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছে সেভাবে তিলাওয়াত একমাত্র তখনি সম্ভব যদি তা হয় আরবী হরফে লিখিত। অন্য বর্ণে লিখিত কুরআনে তা কেন অসম্ভব নতুন করে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। পূর্বেই এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

---

[২৩৯] সূরা কামারঃ ১৭, ২২, ৩২, ৪০

[২৪০] কাওয়ায়েদুত তাজওয়ীদ প ১, দুরূসুন ফী ইলমিত তাজওয়ীদ, প ১৭

www.nagorikpathagar.org

তাছাড়া আমরা অবগত হয়েছি যে, প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কোন ভাষা বা বর্ণে কুরআন লেখার অনুমতি দেননি। বরঞ্চ আরবী হরফেই কুরআন লেখা অনুমোদন করেছেন।

গ. সাহাবাগণের আমল হতে দলিল

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একদা শুনতে পেলেন এক ব্যক্তি কুরআনের আয়াত إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ [২৪১] পড়ছে। কিন্তু সে তাড়াতাড়ি পড়ে গেল। অর্থাৎ للفقــراء শব্দটিতে মাদ্দ করেনি। তখন ইবনে মাসউদ বল্লেন, এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পড়াননি। লোকটি বল্ল, তাহলে তিনি আপনাকে কিভাবে পড়িয়েছেন? তখন ইবনে মাসউদ আয়াতটি পড়লেন এবং للفقراء শব্দটিতে মাদ্দ করলেন (অর্থাৎ টেনে পড়লেন)। এরপর বল্লেন, এভাবেই নবিজী আমাকে পড়িয়েছেন।[২৪২]

লক্ষণীয় বিষয় হলো আরবরাই এমন ভুল করলেন। তাও আবার সাহাবাযুগে। ভুলটাও ছিল আবার শুধুমাত্র মাদ্দ অর্থাৎ টেনে না পড়ার। অথচ আরবীতে মাদ্দের হরফ লেখা থাকে এবং বুঝাও যায় যে, এখানে কি ধরনের মাদ্দ হবে। এটা অন্য ভাষার বর্ণে লিখিত কুরআনে নির্ণয় অসম্ভব। অতএব একমাত্র আরবী হরফেই কুরআন লিখতে হবে।

ঘ. যুক্তিনির্ভর দলিল

১ - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক সাহাবী ছিলেন যারা আরবী ছাড়া অন্য ভাষাও জানতেন। সে সব ভাষার বর্ণে লিখন কৌশলও জানতেন। আর যখন কুরআন অবতীর্ণের ধারাবাহিকতা চলছিল তখন আজমীদের যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আগামীতে যারা করবে তাদের জন্য সহজ করার উদ্দেশ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের কাউকে অনারবী বর্ণে কুরআন লেখার নির্দেশ বা অনুমতি দেননি। এমন কি এদের কাউকে কুরআন লেখক হিসাবে নিয়োগ পর্যন্ত দেননি। খলীফা হযরত উসমানও একই পন্থা অবলম্বন করেন।

---

[২৪১] সূরা তাওবাহঃ ৬০

[২৪২] আদ-দুররুল মানসুর, ৩ঃ২৫০, আন-নাশর, প১ঃ৩১৫, হিদায়াতুল ক্বারী, প২৬৭

www.nagorikpathagar.org

২ - এর চেয়ে বড় দলিল আর কি হতে পারে যে, বান্দাদের অবস্থা ও তাদের বিচিত্র ভাষার কথা কি আল্লাহ পাক জানতেন না? রিসালাতের সার্বজনীনতাও তো ছিল সর্বজনবিদিত। তা সত্ত্বেও উম্মাতের সুবিধার্থে, (কুরআনের) প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে এবং সহজভাবে তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে ফারসী, হাবাশী, সুরয়ানীসহ অন্য কোন ভাষায় কুরআন লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়নি।

অতএব পুরো বিষয়টি কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস এবং প্রাচীন ও আধুনিক উলামায়ে কিরামের মতামত আলোচনা-পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর আমরা নিশ্চিতভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারি যে, অবশ্যই কুরআনুল কারীম আরবী ভাষায় ও হরফে এবং উসমানী লিখন পদ্ধতিই লেখতে হবে।

☒ বিভিন্ন স্তরের ভাইবোনদের প্রতি লেখকের করুণ আবেদন

✔ মুহতারাম আলিম, খাতীব ও মাসজিদের ইমামগণের প্রতি

আল্লাহর কালাম কুরআনুল কারীমকে নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলতে দেয়া যায় না। আপনাদের সবাইকে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। কুরআনকে এহেন বিকৃতির হাত থেকে হিফাযাতের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে আপনাদেরকেই। লেখালেখি, বক্তৃতা-বিবৃতি, আলোচনা এবং ওয়ায নসিহত যেভাবেই সম্ভব সাধারণ মুসলমান ভাইবোনদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব আপনাদেরই। মনে রাখতে হবে, কুরআন, হাদীস ও দ্বীনী ইলমের কারণেই আল্লাহ পাক আপনাদেরকে সম্মানিত করেছেন। দান করেছেন মর্যাদা। আপনাদের রয়েছে বিপুল জনসমর্থন। কুরআনের পতাকাবাহী জনগণের আপনারা সিপাহ সালার। আপনাদের বর্তমানে কুরআনের সাথে এমন ব্যবহার করা হবে তা মেনে নেয়া যায় না। প্রয়োজনে ইমাম আহমাদ ইবনে হামবালের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ। থামিয়ে দিতে হবে এ ধরনের অপপ্রয়াশ। এর জন্য দরকার হলে দ্বারস্থ হতে হবে আদালতের। তবুও পিছপা হওয়ার কোন অবকাশ নেই।

জী হাঁ, আপনারাই পারেন সরকারকে বাধ্য করতে এ ধরনের কুরআন মুদ্রণ নিষিদ্ধ করার জন্য। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সরাসরি "কুরআন মুদ্রণ কমিটি" নামে কমিটি গঠনে আপনারাই বাধ্য করতে পারেন সরকারকে । এ কমিটির অনুমোদন ছাড়া কেউ পূর্ণ কুরআন অথবা আংশিক অর্থাৎ বিভিন্ন সূরা বা আয়াত ছাপাতে পারবেনা। দায়িত্বটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনকেও দেয়া যেতে পারে।

কুরআন হিফাযাতের এ মহান দায়িত্ব পালনে সোচ্চার হোন। আল্লাহ আপনাদেরকে আরো সম্মানিত করবেন। আর যদি আমরা এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হই

www.nagorikpathagar.org

তাহলে ইসলামী জনতা আমাদের ক্ষমা করবেনা। আল্লাহর দরবারে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। ভেবে দেখুন, কোন বাহানা দিয়ে কি এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে পারবেন?

✔ সম্মানিত লেখক, শিক্ষিত ও দ্বীনপ্রিয় ভাইবোনদের প্রতি

আমাদের অনেক লেখক তাঁদের প্রবন্ধ লেখালেখিতে বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন লেখার প্রয়াস পান। কিন্তু না, আর নয়। এবার দয়া করে বিরত থাকুন। যে আয়াত আপনি লিখতে চান তার অনুবাদ ব্যবহার করুন। এতেই যথেষ্ট হবে। সাথে সূরার নাম ও আয়াত নম্বর দিয়ে দিন। পাঠক প্রয়োজনে মূল কুরআন দেখে নেবেন। আর যদি আরবীতে লেখার সুযোগ থাকে তাহলে সরাসরি আরবী ব্যবহার করুন।

কুরআন তিলাওয়াতকারী ভাই বোনেরা বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন পড়া বন্ধ করুন। বলুন তো, সাওয়াব প্রাপ্তি তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা নিয়েই তো কুরআন তিলাওয়াত করে থাকেন। তাহলে ভুল তিলাওয়াত করে কি সাওয়াবের আশা করা যায়? আর নিশ্চয় আপনিও চাইবেন না ভুল তিলাওয়াত করে সাওয়াব পেতে। তাই ভুল তিলাওয়াত করে সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহের পাল্লা ভারি করবেন না। বাংলা ইংরেজী কুরআন উচ্চারণে মুদ্রিত তথাকথিত কুরআন বর্জন করুন। সরাসরি আরবীতেই কুরআন পড়া শিখে নিন। এটা খুব কঠিন কোন বিষয় নয়। পার্থিব প্রয়োজনে আমরা অনেক কঠিন কাজ ও ভাষা শিখে নেই। তো আখিরাতে নাজাতের জন্য কেন আমরা বিশুদ্ধ ও সহীহ উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত শিখবোনা? প্রয়োজন একটু হিম্মতের।

এমন কোন হিম্মতওয়ালা ভাই কি নেই যিনি কুরআনের এ বিকৃতি রোধে আদালতের আশ্রয় নেবেন? বিশ্বাস করুন, এ রকম পদক্ষেপ নেয়ার ইচ্ছা আমার সবসময় রয়েছে। জানিনা আল্লাহ পাক কার হাতে সে ইচ্ছা পূরণ করেন।

✔ প্রকাশক ও বিক্রেতাগণের প্রতি

প্রকাশক ভাইয়েরা, আপনাদের নিয়্যাতে আমি হামলা করবো না। অন্যথায় বলতাম, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের পাশাপাশি ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকেই আপনারা এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তবে অবশ্যই একথা বলবো, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়েই গেছে। এবার তাওবা করার পালা। ফিরে আসুন সত্যের পথে। পয়সার কথা ভাববেন না। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে এতটুকু ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে। আল্লাহ বরকত দেবেন। খাঁটি তাওবার বিনিময়ে অন্তত আখিরাতের শাস্তি থেকে

www.nagorikpathagar.org

তো নাজাত পাওয়া যাবে। অতএব সাদকায়ে জারিয়ার পরিবর্তে গুনাহে জারিয়া থেকে নিজেও বাঁচুন, সাধারণ জনগণকেও বাঁচান।

আর বিক্রেতাগণের খিদমাতে আরজ, বাংলা-ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন বিক্রি করে প্রকাশকদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন না। এতে আপনারা কিছু লাভবান হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ মুসলমানগণ। পাশাপাশি বিকৃত কুরআন প্রচার ও প্রসারের অপরাধে আপনারাও হবেন অপরাধী। আপনারা এগুলো বিক্রি বন্ধ করে দিলে প্রকাশকগণ যেমন নিরুৎসাহিত হবেন তেমনি সাধারণ দ্বীনদার ভাইবোনেরাও ভুল তিলাওয়াত হতে বেঁচে যাবেন। অতএব বাংলা ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন বিক্রি বর্জন করুন।

✔ সরকারের প্রতি

সৌদী আরবসহ আরব বিশ্বের সর্বত্র কেউ একক ইচ্ছায় কুরআন ছাপাতে পারে না। এ জন্য নির্ধারিত সংস্থা হতে পূর্বানুমতি নিতে হয়। তাই আমাদের দেশেও অন্তত কুরআন মুদ্রণের ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব অপরিসিম ও গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বধানে এ বিষয়ে বিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ আলিমগণের সমন্বয়ে "উলামা বোর্ড" গঠন করা যেতে পারে। অথবা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে গঠন করা যেতে পারে "কুরআন মুদ্রণ কমিটি।" এ কমিটির ছাড়পত্র ব্যতীত কেউ কোন ধরনের কুরআন ছাপাতে পারবেনা। বিকৃত কুরআন মুদ্রণ রোধে প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কুরআন মুদ্রণ বিষয়টি যেন কেউ নিজের খেয়াল খুশী মত কুরআন ছাপাতে না পারে। নামায শিক্ষা, পাঞ্জ সূরা, ওযীফা ইত্যাদি নামে কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াশ চালাতে না পারে। সরকারকে এ বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সবশেষে আবারো মুহতারাম উলামায়ে কিরাম ও কুরআনের পতাকাবাহী ইসলামী চিন্তাবীদ ও বুদ্ধিজীবীগণ এ ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে এগিয়ে আসবেন। দ্বীনী জযবা, ঈমানী চেতনা ও ধর্মীয় আবেগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সহজ সরল মুসলিম ভাইবোনদের আরবী বর্ণেই কুরআন তিলাওয়াতে উৎসাহিত করে আল্লাহর কালাম কুরআন প্রচার ও প্রসারে মনোনীবেশ করি।

হে আল্লাহ, আপনার কালাম কুরআনুল কারীমকে সকল ধরনের বিকৃতি হতে হিফাযাত করুন। সে লক্ষ্যে প্রণীত আমাদের এ বইটিকে কবুল করুন ও সবার জন্য নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন।

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থপঞ্জী

১. আকামুন নাফাইস ফী আদাইল আযকারি বিলিসানিল ফারিস, আবদুল হাই লাকনাভী, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ,

২. আনীছুত্তালেবীন, মোহাম্মদ আবদুর রহমান হানাফী, প্রকাশকঃ শাহ্ ছুফী মাওলানা আবুবকর মোহাম্মদ শামছুল হুদা, ৪র্থ সংস্করণ

৩. আরবী বর্ণের প্রতিবর্ণায়নঃ একটি ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চল্লিশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা,কার্তিক- ১৪০৩

৪. আরবী বাংলা অভিধান, ভূমিকা,ড. মুহম্মদ এনামুল হক

৫. আল ইতকান ফী উলূমির কুরআন, জালালূদ্দীন সুয়ূতী, আল হাইআতুল মিসরিয়্যাতুল আমমাতু লিল কিতাব, ১৯৭৪ইং

৬. ইসলাম সম্পর্কে শত প্রশ্ন, মুহাম্মাদ গাযালী, দার সাবিত, কায়রো, ১৯৮৪ইং

৭. ইসলামী গবেষণা কমপ্লেক্স, একাদশ সম্মেলন গ্রন্থ, ১৯৮৮ইং, আল আযহার, কায়রো

৮. এমদাদুল আহকাম, যাফর আহমাদ উসমানী ও মুফতী আবদুল কারীম, তত্ত্বাবধানেঃ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মাকতাবা দারুল উলুম, করাচী

৯. একাদশ সম্মেলন সংকলন, ইসলামী গবেষণা পরিষদ, ১৪০৮ হিজরী

১০. এমদাদুল ফাতাওয়া, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মাকতাবা দারুল উলুম, করাচী

১১. আল ওয়াফী ফী শারহিশ শা-তাবিয়্যাহ, আবদুল ফাত্তাহ কাদী, মাকতাবাতু আবদির রাহমান, মিসর

১২. কাওয়ায়েদুত তাজওয়ীদ আলা রিওয়ায়াতি হাফস ইবনে আসিম ইবনে আবিন নজূদ, আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল ফাত্তাহ আল কারী, মাদীনা মুনাওয়ারাহ, আল মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৬ হিজরী

১৩. কিতাবাতুস সাবই ফিল কিরাআত, আবূ বাকার আহমাদ ইবন মুজাহিদ, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ১৪০০ হিজরী

১৪. আল কুরআনুল কারীম, তারীখুহু ওয়া আদাবুহু, ইবরাহীম আলী উমার, মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৪০৪ হিজরী

১৫. কুরআন পরিচিতি, ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, নুবালা পাবলিকেশন্স

১৬. কুরআন পরিচিতি, সম্পাদনায়ঃ মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশান্স

১৭. কোরআন শরীফ, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

১৮. কোরআন ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীন পাবলিকেশন্স, ঢাকা

১৯. জাওয়াহিরুল ফিকহ, মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মাকতাবা দারুল উলূম, করাচী

২০. আত তাকরীরুল ইলমী আন মাসহাফিল মাদীনাতিন নবাবিয়্যাহ, আবদুল আযীয কারী, কুল্লিয়াতুল কুরআনিল কারীম ওয়াদ দিরাসাতুল ইসলামিয়্যাহ, আল জামেয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, মাদীনা মুনাওয়ারাহ

২১. তিবয়ান, মুহাম্মাদ আলী সাবূনী, হাসান আব্বাস শারবাতলী, সৌদি আরব

www.pathagar.com

২২. তিরমিযী, আবূ ঈসা তিরমিযী

২৩. তাফসীর আল-মাদানী, হাফেয মাওঃ হুসাইন বিন সোহরাব, প্রকাশনায়ঃ হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী ৩৮ বংশাল (নতুন রাস্তা) ঢাকা।

২৪. তাফসীরে মাযহারী, কাযী মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ পানিপথী, মাকতাবায়ে রাশীদিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান

২৫. দুরূসুন ফী ইলমিত তাজওয়ীদ, হাফেজ আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ হিজবুল্লাহ, ঢাকা, ১৪১৭ হিজরী

২৬. দুররুল মুখতার, আলাউদদীন আল হাযকীফী, এইচ, এম, সাঈদ এন্ড কোং, করাচী

২৭. ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, ড. আব্দুল হাই, বর্ণ মিছিল, ঢাকা, ১৯৭৫

২৮. নূর বঙ্গানুবাদ ক্বোরআন শরীফ, আল্হাজ্জ মাওঃ মোহাম্মদ মোরশেদ আলম, প্রকাশনায়ঃ সোলেমানীয়া বুক হাউস, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

২৯. প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা, ইস্‌লামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইস্‌লামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ইং

৩০. পবিত্র ক্বোরআন শরীফ, বাংলা তাজ কোম্পানী লিমিটেড, ৮. প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

৩১. আল ফাতাওয়াল ইসলামিয়্যাহ, দারুল ইফতা, মিসর

৩২. ফাতাওয়া রাহীমিয়্যাহ, মুফতী সাইয়েদ আবদুর রাহীম, দারুল ইশাআত, করাচী

৩৩. ফাতাওয়া মাহমূদিয়্যাহ, মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী, কুতুবখানা মাযহার, গুলশানে ইকবাল, করাচী

৩৪. ফাতাওয়া আলী তানতাওয়ী, দারুল মানারাহ, ৪র্থ সংস্করণ, জিদ্দা

৩৫. আল ফুতূহাতুল ইলাহিয়্যাহ , সুলাইমান ইবনে উমার উজাইলী, দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবী, বাইরুত

৩৬. ব - যোগে আল্ কোরআনের প্রতিবর্ণীকরণ, প্রকাশকঃ গ্রাম কল্যাণ মিশন, বশর বিল্ডিং, ৯৬ মুরাদপুর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

৩৭. বায়ানুল লিন্নাসি, জাদুল হক আলী জাদুল হক, আল আযহার,

৩৮. বাংলা কুরআন শরীফ, কথাকলি, ঢাকা ও গাইবান্ধা, প্রকাশকঃ কথাকলি ৫৮/প্যারীদাস রোড, (বাংলাবাজার) ঢাকা-১১০০

৩৯. বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৪০. আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন, বাদরুদ্দীন যারকাশী, দারুল মারিফাহ, বাইরুত,

৪১. মাআরিফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মাদ শফী, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মহিউদ্দীন খান,

৪২. আল মুকণি ফী মারেফাতে মারসূমি মাসাহিফি আহলিল আমসার, আবূ আমর দানী, দামেশক,

৪৩. আল মাজমূ , ইমাম নববী, দারু ইহয়ায়িত তুরাছিল আরাবী

৪৪. মাজমু ফাতাওয়া মাওলানা আবদুল হাই, মালিক পাবলিকেশন্স, দেওবন্দ, ইউ পি

৪৫. মাজমুআতু রাসাইলুল লাকনাভী, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ

৪৬. মানাযিলুল ইরফান, মুহাম্মাদ মালিক কান্দলুভী, নাশিরানে কুরআন লিঃ, লাহোর

www.pathagar.com

৪৭. মানাহিলুল ইরফান, মুহাম্মাদ আবদুল আযীম যারকানী, ঈসা হালাবী, মিসর
৪৮. মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন, মান্নাউল কাত্তান, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, ১৪১৩ হিজরী
৪৯. মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, ড. সুবহী সালেহ, দারুল মালাঈন, বাইরুত, ১৯৭৯ইং
৫০. আল-মুখতাসারুল মুফীদ ফী ইলমিত তাজওয়ীদ, মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম জাদ বাদরুদ্দীন, রাবিতাতুল আলামিল ইসলামী, মাক্কাতুল মুকাররামাহ
৫১. মুজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ, গবেষণা ইফতা দাওয়া ও ইরশাদ বিভাগ, রিয়াদ, ষষ্ঠ সংখ্যা
৫২. মুজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ, গবেষণা ইফতা দাওয়া ও ইরশাদ বিভাগ, রিয়াদ, ১০ম খন্ড
৫৩. মুসলিম, মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ কুশাইরী
৫৪. মুসনাদি আহমাদ, ইমাম আহমাদ ইবনে হামবাল, আল মাকতাবূল ইসলামী, বাইরুত, ১৯৮৩
৫৫. নিহায়াতুল কাউলিল মুফীদ ফী ইলমিত তাজওয়ীদ, মুহাম্মাদ মাক্কী নাসার, আল মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, লাহোর, পাকিস্তান
৫৬. আর-রাইদ ফী তাজওয়ীদিল কুরআন, ড. মুহাম্মাদ সালিম মুহাইসিন, মাকতাবাতুল কাহেরা, ১৩৯৫ হিজরী
৫৭. রাদদুল মুহতার, (ফাতাওয়া শামী) ইবনুল আবেদীন, এইচ. এম. সাঈদ এন্ড কোম্পনী, করাচী
৫৮. রূহুল মাআনী, আল্লামা আলূসী, দারুল বায, মাক্কাতূল মুকাররামাহ
৫৯. শাহনূর কুরআন শরীফ, মাওলানা মাজহার উদ্দীন আহ্‌মদ, পরিবেশনায়ঃ ছারছীনা প্রকাশনী, ৫৮/১, প্যারীদাস রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা - ১১০০
৬০. শহীদুল্লাহ রচনাবলী, ১৯৯৫
৬১. শারহু তাইবাতুন নাশরি ফীল কিরাআতিল আশরি, ইবনুন নাযিম
৬২. আশ শিফা ফিত তারীফ বিহুকূকিল মুসতাফা, কাদী ইয়াদ. দামিশক
৬৩. সহীহ আল বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী
৬৪. সহীহ ইবনে খুযাইমা, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমা, রিয়াদ, ১৯৮১
৬৫. হিদায়াতুল ক্বারী ইলা তাজওয়ীদিল বারী, আবদুল ফাত্তাহ সাইয়েদ আজামী মুরসিফী, মুহাম্মাদ বিন লাদেন, সৌদীআরব, ১৪০২ হিজরী
৬৬. Conference Book, King Abdul Aziz University, Jeddah,

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কুরআনুল কারীম আল্লাহর কালাম। আরবী ভাষা ও বর্ণে নাযিল হয়েছে এই কালাম। এর হিফাযাতের দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন স্বয়ং রাব্বুল আলামীন। তাই কখনো এর বিকৃত ঘটেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঘটবে না।

তারপরও কুরআন বিকৃতির অপচেষ্টা হয়েছে নানাভাবে। বিংশ শতাব্দিতে শুরু হয়েছে উচ্চারণ কেন্দ্রিক কুরআন বিকৃতির নতুন এক ফিৎনা। স্থানীয় ভাষায় কুরআন লিখন প্রক্রিয়া চলছে। বাংলা, ইংরেজী সহ অন্যান্য ভাষা ও বর্ণে কুরআনের আয়াত ব্যবহার করছেন বহু লেখক। সরকারী ও বেসরকারী পাঠ্য পুস্তকেও এর প্রয়োগ লক্ষনীয়। নোট বই, গাইড, ডায়েরী, নামাজ শিক্ষা প্রভৃতি পুস্তিকায় কুরআনের আয়াত ও দু'আ দরুদের বিকৃত উচ্চারণ দেখলে কান্না আসে।

প্রশ্ন হলো এতে কুরআন তিলাওয়াতের হক আদায় হচ্ছে তো? আরবী বর্ণ ছাড়া অন্য কোন বর্ণে কুরআন লেখা কি আদৌ সম্ভব? নুযুলে কুরআনের পনের শত বছর পরে এমন কি প্রয়োজন দেখা দিল যে, স্থানীয় বর্ণে কুরআন লিখতে হবে? কুরআন লেখার কি কোন নীতিমালা নেই? এভাবে লিখিত সূরা বা আয়াতকে কুরআন বলা যাবে কি? এগুলো পড়া হলে সাওয়াব হবে নাকি গুনাহ হবে? এটা কি কুরআনের তাহরীফ বা বিকৃতি নয়? ইত্যাদি প্রশ্নগুলোর সমাধান কি? প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের এ প্রসঙ্গে মতামত কি?

'বাংলা-ইংরেজী উচ্চারণে কুরআন বিকৃতির অপপ্রয়াস' গ্রন্থটি এ ধরণের কুরআন বিকৃতির অপপ্রায়স সম্পর্কে দ্বীনী ভাইবোনদের সচেতন করার জন্যই রচিত। গ্রন্থটিতে উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর সমাধান দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে অকাট্যভাবে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে যে, আরবী বর্ণ ছাড়া অন্য কোন বর্ণে কুরআন লেখা যাবে না। লিখতে হবে কুরআন লেখার জন্য সর্বসম্মতভাবে গৃহীত রাসমুল উসমানী বা উসমানী লিখন পদ্ধতিতেই। অন্য কোন বর্ণে বা পদ্ধতিতে কুরআন লেখার তো প্রশ্নই আসে না।